বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(বিশেষ মূল অধিক্ষেত্র)

রীট পিটিশন নং ১৬৮৩/২০১৪

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা)

---- দরখাস্তকারী।

-বনাম-

বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য

---- প্রতিপক্ষগণ।

এ্যাডভোকেট ফিদা এম, কামাল

এ্যাডভোকেট সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

এ্যাডভোকেট মিনহাজুল হক চৌধুরী

এ্যাডভোকেট আলী মোস্তফা খান

এ্যাডভোকেট সাইদ আহমেদ কবির

---- দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মুরাদ রেজা সংগে

এ্যাডভোকেট এহসানুল করিম

এ্যাডভোকেট মজিবুল হক ভুইয়া

এ্যাডভোকেট এ, আল মাসুদ বেগ

---- ১২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে।

এ্যাডভোকেট আবু তালেক

---- ১১নং প্রতিপক্ষ পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ শাহরিয়ার কবির

---- ৬নং প্রতিপক্ষ পক্ষে।

এ্যাডভোকেট ওয়ায়েস আল হারুনী, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট আশেক মোমিন, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ইলিন ইমন সাহা, সহকারী এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভেকোট সায়রা ফিরোজ, সহকারী এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট মাহফুজুর রহমান লিখন, সহকারী এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান, সহকারী এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট আফিফা বেগম, সহকারী এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এটর্নী জেনারেল

---- ১৩নং প্রতিপক্ষ পক্ষে।

উপস্থিতঃ

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল

এবং

বিচারপতি রাজিক আল জলিল

শুনানীর তারিখ ঃ ০৫.০৩.২০২০, ০৮.১১.২০২০
এবং রায় প্রদানের তারিখ ঃ ০২.১২.২০২০।

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) কর্তৃক সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ (২) মোতাবেক অত্র রীট পিটিশনটি দাখিল করলে অত্র বিভাগ কর্তৃক শুনানী অন্তে রুলটি ইস্যু করা হয়েছিল যা অবিকল নিম্নে অনুলিখন হলোঃ-

"Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why they shall not be directed to protect the agricultural lands, wetlands, low lands of Pirojpur, Jainpur, Chhoehishya, Char Bhabanathpur, Bhatibanda and Ratanpur Mouzas of Pirojpur Union, Sonargoan Upazilla, Narayangonj from unauthorized earth filling by respondent no. 11 for its so-called Sonargaon Resort City and further to prevent the aforesaid Area from further earth filling by the said respondent no.11 and also to assess the demage caused to the villages by earth-filling already done (Annexures-C, E and F-1) and also why they shall not be directed to realize the compensation for the villagers from the said respondent no.11 and/or pass such other or further order or orders as to this Court may seem fit and proper.

The Rule is made returnable within 04(four) weeks from date.

Pending hearing of the Rule, the respondent no.11 (Managing Director, Unique Property Development Limited, 45 Kamal Ataturk Avenue, Banani, Dhaka) is hereby restrained by an order of injunction from continuing with further earth-filling in the Area as mentioned hereinabove. The respondents no.1 to 10 are directed to monitor and ensure as to the compliance of this order by respondents no. 11.

In the meantime, the respondents are further directed to take necessary steps for removal of the sands/earth from the agricultural lands, wetlands, part of

the Meghna river in Char Bhabanathpur and Bhatibanda mouzas of Sonargaon Upazilla (Annexures-C, E and F-1) filled up for the so-called Sonargaon Resort City and thereby restore the said lands in their original position and also to remove all advertising materials for the Sonargaon Resort City from the website (Annexure-K-1) and then submit a report about the compliance of this order within 4(four) weeks from the date of receipt of this order.

Let the notice of this Rule be served upon the respondents in usual course and also by registered post immediately on two sets of requisites being put in within 72 hours."

রুলটি নিষ্পত্তিতে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

সোনারগাঁও ইউনিক প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (১১নং প্রতিপক্ষ) নারায়নগঞ্জ জেলাধীন সোনারগাঁও উপজেলাস্থ পিরোজপুর ইউনিয়নের পিরোজপুর, জৈনপুর, চরহিস্যা, চরভবনাথপুর, ভাটিয়াবান্দা এবং রতনপুর মৌজার কৃষিজমি, নীচুজমি এবং জলাভূমি অবৈধভাবে এবং বেআইনীভাবে বালু দিয়ে ভরাট করে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি করে চলেছে। ফলে ১১নং প্রতিপক্ষকে কৃষিজমি, নীচুজমি এবং জলাভূমি বেআইনীভাবে বালু ভরাট করা থেকে স্থায়ীভাবে নিষেধাজ্ঞার আদেশ চেয়ে এবং ইতোমধ্যে উক্ত ১১নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক বালু ভরাটের মাধ্যমে গ্রামবাসীর যে ক্ষতি করেছে তা নির্নয় করে তা গ্রামবাসীদের প্রদানের ব্যবস্থা করে নির্দেশ চেয়ে অত্র মোকদ্দমাটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২(২) মোতাবেক দাখিল করে রুলটি প্রাপ্ত হন।

১১নং প্রতিপক্ষ মোকদ্দমায় হলফান্তে লিখিত জবাব দাখিল করেন। পক্ষভুক্তির দরখাস্ত দাখিলক্রমে ১২ ও ১৩নং প্রতিপক্ষ পক্ষভুক্ত হয় এবং লিখিত জবাব দাখিল করে।

দরখাস্তকারী পক্ষে সিনিয়র এ্যাডভোকেট ফিদা এম, কামাল এবং এ্যাডভোকেট সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বিস্তারিত ভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। ৬নং প্রতিপক্ষ পক্ষে এ্যাডভোকেট মোঃ শাহরিয়ার কবির যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। ১১নং প্রতিপক্ষ পক্ষে এ্যাডভোকেট আবু তালেব ১২নং প্রতিপক্ষের যুক্তিতর্ক সমর্থন করেন। ১২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে এ্যাডভোকেট মুরাদ রেজা এবং এ্যাডভোকেট এহসানুল করিম বিস্তারিত ভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। ১৩নং প্রতিপক্ষ পক্ষে ডেপুটি এর্টনী জেনারেল এ্যাডভোকেট আশেক মোমিন বিস্তারিত ভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র রীট পিটিশন, অতিরিক্ত হলফনামাসমূহ এবং এর সাথে সংযুক্ত সকল সংযুক্তি পর্যালোচনা করলাম। ১১নং প্রতিপক্ষ পক্ষে দাখিলকৃত লিখিত জবাব এবং এর সাথে সংযুক্ত সকল সংযুক্তি পর্যালোচনা করলাম। ১২নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিলকতৃ লিখিত জবাব এবং এর সাথে সংযুক্ত সকল সংযুক্তি পর্যালোচনা করলাম। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটগণের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সোনারগাঁও উপজেলা প্রশাসন এর সকল গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র, পরিবেশ অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র, হাইকোর্ট বিভাগের সকল আদেশসমূহ, কনটেম্পট পিটিশনের আদেশসমূহ এবং মাননীয় আপীল বিভাগের আদেশসমূহ, ২০০৯ সাল থেকে অদ্য পর্যন্ত ক্রমানুসারে অবিকল নিম্নে অনুলিখন হলোঃ

২০০৯ সাল

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ কর্তৃক ইস্যুকৃত বিগত ইংরেজী ৩০.০৭.২০০৯ তারিখের পত্রটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলার নির্বাহী অফিসারে কার্যালয়
সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ

স্মারক নং সোউনিজ/ প্রশা (সং)২৯/০৯... (০৫) তারিখ- ৩০/০৭/০৯

বিষয়ঃ আবাদী জমি জোরপূর্বক দখল ও খালি ভরাট অভিযোগের শুনানীতে হাজির থাকা প্রসংগে।

জনাব মোঃ এনায়েত উল্লাহ মোল্লা গং পিরোজপুর পূব পশ্চিম কামারগাঁও গ্রামের ২টি ইরি স্কীমের প্রায় ৩০০ বিঘা জমি ইউনিক প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিঃ এর পক্ষে বালু ভরাটের অভিযোগ দাখিল করেছেন।

অভিযোগ বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়ের সার্ভেয়ার ও ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা হোসেনপুর তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ইউনিক প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিঃ এর পক্ষে এস ভি মোহাম্মদ নূর আলী, ৪৫ কামাল আতার্তুক এভিনিউ বনানী ঢাকা কর্তৃক চরভবনাথপুর মৌজায় আর এস দাগ নং ৫০৫,৫০৬,৫০৭,৫০৮,৫০৯,৫১০,৫১১,৫১৭,৫১৮,৫১৯, এবং ৬৪৭, ৬৪৮, ৬২৮, ৬২৯, ৬৩০,৬৩১, সম্পত্তি ৫ (পাঁচ)টি ড্রেজারের মাধ্যমে বালি ভরাট করছেন। ঠিকাদার হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন (১) মোঃ জাকির হোসেন পিতা-মতাজউদ্দিন (২) নোয়ার মিয়া, পিতা-মহবব্ত আলী, সর্বসাং জৈনপুর, পিরোজপুর।

বর্ণিত অবস্থায় বিবেচ্য অভিযোগ ইউনিক প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিঃ কর্তৃক মাটি ভরাট, ভূমির মালিকানা ও মাটি ভরাটে অভিযোগকারীদের ক্ষতিগ্রস্তভার বিষয়ে আগামী ০৩/০৮/০৯ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় এক শুনানী অনুষ্ঠিত হবে। শুনানীতে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

(নুসিরা কমল)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ

প্রাপক

১। মোহাম্মদ নূর আলী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ইউনিক প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিঃ
৪৫ কামাল আতার্তুক এভিনিউ বনানী ঢাকা
২। জনাব মোঃ জাকির হোসেন, পিতা মস্তাজউদ্দিন

৩। নোয়ার মিয়া, পিতা-মহবব্ত আলী, জৈনপুর পিরোজপুর।
৪। জনাব এনায়েত উল্লাহ মোল্লা
গং পিরোজপুর পূর্ব পশ্চিম কান্দার গাঁও
৫।.....

উপরিল্লিখিত পত্র সহজ সরল পাঠে এটা কাঁচের মত স্পষ্ট যে, সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়ের সার্ভেয়ার ও ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা হোসেনপুর এর তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক ইউনিক প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড চরভবনাথপুর মৌজায় ৫ (পাঁচ) টি ড্রেজারের মাধ্যমে বালি ভরাট করছেন হেতু নূসিরা কমল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ, তার কার্যালয়ে বিগত ইংরেজী ০৩.০৮.২০০৯ তারিখে সকাল ১১.০০ টায় উক্ত অভিযোগ ও প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ শুনানীতে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করেন।

২০১১ সাল

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত ইংরেজী ২৪.১০.২০১১ তারিখের নোটিশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন
১৬/ই আগারগাঁও, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.doe-bd.org

নোটিশ নং-পঅ/মনিঃওএনফোঃ (ইউনিক প্রপার্টিজ লিঃ) ১১১/২০১১/৪০৩ *তারিখ: ০৯.০৭.১৪১৮ বঙ্গাব্দ*
২৪.১০.২০১১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: বেআইনীভাবে ভূমি ভরাটের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধনের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত অবৈধ আবাসন প্রকল্পের কাজ বন্ধের নির্দেশ।

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নির্দেশে পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় গত ১১/১০/২০১১ তারিখ মঙ্গলবার বেলা ১২ টায় অত্র দপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা, সোনারগাঁও উপজেলা ভূমি অফিসের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি টীম আপনার মালিকানাধীন সোনারগাঁও রিসোর্ট সেন্টার নামক আবাসন প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন করে। ***পরিদর্শনে দেখা যায় যে, আপনি পরিবেশ অধিদপ্তরের অবস্থানগত ছাড়পত্র ব্যতীত সোনারগাঁও উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের ভাটিবন্ধ ও চরভবনাথপুর মৌজার মেঘনা নদীর তীরবর্তী নীচু জমি/জলাভূমি/কৃষি জমি অবৈধভাবে ভরাট করে আবাসন প্রকল্প নির্মাণ করছেন। এছাড়া ভূমির প্রকৃতি ও শ্রেণী পরিবর্তনের ফলে কৃষি উৎপাদন***

বন্ধ, স্থানীয় জনগণের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ বাধাঁগ্রস্থ এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। যা আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির উপস্থাপিত লিখিত বক্তব্যে দেখা যায়, আপনি বর্ণিত আবাসন প্রকল্পের ৭০.৯৫ একর ভূমি পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি ব্যতীত ২,৮৭,২১,০০০ ঘনফুট বালি দ্বারা ভরাট করেছেন।

এমতাবস্থায়, পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত ভূমি ভরাট এবং অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ ছাড়া ভূমি উন্নয়ন করে পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ক্ষতিসাধন করার দায়ে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) ধারা ৭ এর আলোকে প্রাথমিকভাবে ***Environmental Damage Assessment*** *করা হয়েছে। টাকার অঙ্কে যার পরিমাণ ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা।*

অতএব, ক্ষতিপূরণ বাবদ উক্ত অর্থ আগামী ২১/১০/২০১১ তারিখ বেলা ১২ টার মধ্যে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবরে Pay Order মূলে জমাদান, অবিলম্বে বর্ণিত প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদন দাখিল এবং অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। অবস্থাগত ছাড়পত্র গ্রহণ না করা পর্যন্ড় প্রকল্পের সমন্ড় কার্যক্রম বন্ধ রাখার জন্য আপনাকে নির্দেশ দেয়া হলো। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের কৃষি জমি হতে অবিলম্বে বালি অপসারণ পূর্বক জমির শ্রেণী পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো।

(মোহাম্মদ মুনির চৌধুরী)
পরিচালক(মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট)

প্রাপকঃ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ইউনিক প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিঃ
৪৫, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১২।

অনুলিপিঃ

১। গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা। পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত উক্ত আবাসন প্রকল্পের অর্থায়ন ও ঋণ প্রদান কার্যক্রম বন্ধ রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো।
২। চেয়ারম্যান, রাজউক, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৪। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ।
৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা।
৬। উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ।

৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।
৮। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

উপরিল্লিখিত পত্রটি সহজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, ১১নং প্রতিপক্ষ ইউনিক প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড পরিবেশ অধিদপ্তরের অবস্থানগত ছাড়পত্র ব্যতীত সোনারগাঁও উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের ভাটিবন্দ ও চরভবনাথপুর মৌজার মেঘনা নদীর তীরবর্তী নীচুজমি/জলাভূমি/কৃষিজমি অবৈধ ভাবে ভরাট করে আবাসন প্রকল্প নির্মান কার্যক্রম করেছিলেন। এছাড়াও ইউনিক প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড তাদের সোনারগাঁও রিসোর্ট সেন্টার নামক আবাসন প্রকল্পের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমির প্রকৃতি ও শ্রেনী পরিবর্তন করে কৃষি উৎপাদন বন্ধ, স্থানীয় জনগনের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরন বাধাগ্রস্থ এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার মারাত্মক ক্ষতিসাধন করেছিলেন। ১১নং প্রতিপক্ষ ইউনিক প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড এর প্রতিনিধির উপস্থাপিত লিখিত বক্তব্য মোতাবেক এটি স্বীকৃত ঘটনা যে, উক্ত ইউনিক প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের আবাসন প্রকল্পের ৭০.৯৫ একর ভূমি পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি ব্যতীত ২,৮৭,২১,৩০ ঘনফুট বালি দ্বারা উক্ত প্রতিষ্ঠান ভরাট করেছিলেন। ফলশ্রুতিতে পরিবেশ অধিদপ্তর ইউনিক প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডকে ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা জরিমানা করেছিলেন। ইউনিক প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড উক্ত অপরাধ স্বীকার করে উক্ত টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করেছিলেন। অর্থাৎ ইউনিক প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপরে বর্নিত সকল অপরাধের দায় নিঃশর্ত ভাবে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তরের উপরিল্লিখিত বিগত ইংরেজী ২৪.১০.২০১১ তারিখের পত্রের নির্দেশ মোতাবেক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট EIA প্রতিবেদন দাখিল করেন নাই। অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ করেন নাই। অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রকল্পের সকল কার্যক্রম বন্ধ রাখার উপরিল্লিখিত পত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও, ইউনিক প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড তা না মেনে প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রাখেন। ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের কৃষিজমি হতে বালি অপসারণপূর্বক ভূমির শ্রেনীর পূর্বাবস্থায় ফেরত প্রদান করেন নাই।

২০১২ সাল

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত ইংরেজী ১৫.০১.২০১২ তারিখের পত্রটি অবিকল নিম্নে অনুলিখন হলোঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন
১৬/ই আগারগাঁও, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.doe-bd.org

নং-পঅ/মনিঃওএনফোঃ/মেঘনা নদী দখল (ইউনিক প্রপার্টিজ লিঃ) ৫১১/২০১১/৫৭৩

তারিখ: ০২.১০.১৪১৮ বঙ্গাব্দ / ১৫.০১.২০১২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: মেঘনা নদীর তীর থেকে মাটি/বালি অপসারনে চূড়ান্ত নোটিশ।

সূত্র: *ক) পরিবেশ অধিদপ্তরের নোটিশ নং পঅ/মনি:ওএনফো:(ইউনিক প্রপার্টিজ লিঃ)-৫১১/২০১১/৪৬৭ তারিখ: ২৪/১০/২০১১ ইং*

খ) পরিবেশ অধিদপ্তরের নোটিশ নং পঅ/মনি:ওএনফো(ইউনিক প্রপার্টিজ লিঃ)-৫১১/২০১১/৪০৩ তারিখ: ৮/১২/২০১১ ইং

গ) বি আই ডব্লিউ টি এ'র নথি নং-নব/অপস/২/১৪/৮ম খন্ড/১৫৭৮ তারিখ: ২১/১২/২০১১ইং

এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৪/১০/২০১১ইং ও ৮/১২/২০১১ইং তারিখে উল্লিখিত স্মারকমূলে মেঘনা নদীর তীর থেকে অবৈধভাবে ভরাটকৃত মাটি/বালি মজুদ/স্তুপ অপসারণপূর্বক নদী তীর অবৈধ দখলমুক্ত করার জন্য আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। উক্ত নির্দেশ মোতাবেক আপনি অদ্যাবধি মাটি/ বালির স্তুপ অপসারণ করেননি।

উল্লেখ্য, ***বি আই ডব্লিউ টি এ হতে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক আপনি মেঘনা নদীর পশ্চিম তীরে ভাটিবন্দ মৌজার ২৯৩নং দাগ হতে শুরু করে চরভবনাথপুর মৌজার ৫৯৭ নং দাগ পর্যন্ত ২৯৪০ ফুট দীর্ঘ মূল নদী ও তীরভূমির (২৯৪০ ফুট×৯০ ফুট) প্রায় ২,৬৪,৬০০ বর্গফুট এলাকা বাঁশের পাইলিং এর মাধ্যমে মাটি/বালি দ্বারা ভরাট করেছেন। এসব কার্যক্রমের ফলে মেঘনা নদীর নাব্যতা ক্ষুন্ন, নৌপথ সংকুচিত, ভাঙন প্রবণতা বৃদ্ধি,পলিপাতন, জলজ ও মৎস্য সম্পদের ক্ষতি, কৃষি উৎপাদন ব্যাহত, প্লাবন ভূমি বিনষ্ট এবং জীব-বৈচিত্র্যের ক্ষতিসহ মারাত্মক পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ক্ষতি হচ্ছে।***

এমতাবস্থায়, আপনাকে উক্ত এলাকা থেকে আগামী ২৭/০১/২০১২ তারিখ থেকে মাটি/বালি অপসারণ কার্যক্রম শুরু করে আগামী ১৭/০২/২০১২ তারিখ এর মধ্যে ভরাটকৃত মাটি/বালি অপসারণ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। উক্ত আদেশ পালনে ব্যর্থ হলে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অপসারণ ও জব্দ করে নিলামে বিক্রি করা হবে। একইসাথে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষন আইন ১৯৯৫, (সংশোধিত ২০১০) মোতাবেক ফৌজদারি মামলা দায়েরপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ নোটিশ চূড়ান্ত নোটিশ হিসেবে গণ্য হবে।

(মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী)
পরিচালক (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট)
পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোন: (০২) ৯১০১৯৯৪

প্রাপক:
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ইউনিক প্রপার্টিজ ডেভেলপমেন্ট লি:
৪৫, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ
বনানী, ঢাকা-১২১২।

অনুলিপি:
১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিপ্তর, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
৩। জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ।
৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ
৫। উর্দ্ধতন উপপরিচালক (বওপ) এর দপ্তর, নারায়নগঞ্জ।

উপরিল্লিখিত পত্র সহজ সরল পাঠে এটা কাঁচের মত স্পষ্ট যে, ইউনিট প্রপার্টিজ ডেভেলপমেন্ট লিঃ কর্তৃক অবৈধভাবে নদীর তীর বালু দিয়ে ভরাট করায় তা অপসারন করে নদীতীর অবৈধ দখল হতে মুক্ত করার জন্য বিগত ইংরেজী ২৪.১০.২০১১ এবং ০৮.১২.২০১১ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠান তা পালন করেনি। সেহেতু বিগত ইংরেজী ২৭.০১.২০১২ তারিখ থেকে ১৭.০২.২০১২ তারিখের মধ্যে সময় বেধে দিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে উক্ত বালি/মাটি অপসারণ করে অবহিত করার জন্য বলা হয়, ব্যর্থতায় পরিবেশ আইন, ১৯৯৫ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। ইউনিক প্রপার্টি লিঃ তার দখল কার্যক্রম ২০০৯ সনে শুরু করে ক্রমাগতভাবে স্থানীয় প্রশাসন এবং পরিবেশ অধিদপ্তর এর সকল চিঠি পত্রকে অবজ্ঞা করে ভরাট এবং দখল অব্যাহত রাখে।

উপরিল্লিখিত অবস্থাধীনে সোনারগাঁও উপজেলাধীন পিরোজপুর ইউনিয়নের চারটি ইউনিয়নের বাসিন্দাগণ যখন ইউনিক প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড সাথে অসম যুদ্ধে লিপ্ত সে সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের এবং কৃষিভূমি, নীচুভূমি এবং জলাভূমি (Wetlands) রক্ষার নিমিত্তে অত্র দরখাস্তকারী অত্র রীট পিটিশনটি দাখিল করলে অত্র বিভাগ বিগত ইংরেজী ০২.০৩.২০১৪ তারিখে অত্র রুলটি ইস্যু করেন। অতঃপর ১১নং প্রতিপক্ষ ওকালতনামা সহকারে Affidavit of compliance দাখিল করলে অত্র বিভাগ বিগত ইংরেজী ১৬.০৯.২০১৪ তারিখে আদেশ প্রদান করেন যা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

" Present:

Mr. Justice Mirza Hussain Haider
&
Mr. Justice Md. Ataur Rahman Khan

16.09.2014

Mr. M. Iqbal Kabir, Advocate
----For the petitioner
Mr. Md. Abu Taleb, Advocate
---For the respondent No.11

Pursuant to the order dated 02.03.2014 the respondent no.11 files affidavit showing compliance of the direction given by the said order. Let the same be kept with the record for consideration at the time of hearing of the Rule.

Let this Rule appear in the list on 18.09.2014 for compliance to be filed on behalf of the other respondents."

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ১৯.১০.২০১৪ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"*19.10.2014*

Mr. Md. Zakir Hossain Ripon, A.A.G.

--------for the respondents

The heaing of this matter is adjourned for this week as prayed for."

B.O.(M.H. Haider
&
Md. Ataur Rahman Khan, J.J.)

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ০৯.১১.২০১৪ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"*Present:*
Mr. Justice Mirza Hussain Haider
&
Mr. Justice Md. Ataur Rahman Khan

09.11.2014

Mr. M. Iqbal Kabir, Advocate

----For the petitioner

Mr. Al Amin Sarkar, D.A.G.

---For the respondents

On the prayer of the learned Deputy Attorney General 03(three) days time is allowed to file affidavit of compliance on behalf of respondents no.1,2,6,8 and 9 pursuant to order dated 02.03.2014.

Let this Rule appear in the list on 13.11.2014 for order.."

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ২৩.১১.২০১৪ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"*Present:*

Mr. Justice Mirza Hussain Haider

&

Mr. Justice Md. Ataur Rahman Khan

23.11.2014
Mr. M. Iqbal Kabir, Advocate
----For the petitioner
Mr. Ahsanul Karim with
Mr. Md. Abu Taleb, Advocates
----for respondents no.11
Mr. Al Amin Sarker, DAG
-----for respondent nos. 3,5,7 & 10

Pursuant to Order dated 02.03.2014, the respondent no.11 i.e. the concerned company, who undertook the project, filed affidavit of compliance earlier stating that they have abondoned the project and removed the advertising materials from the Website and also removed the sands/earth which were used for filling up the waterbody but due to rainy season the entire removal of the sands/earth from the project site could not be concluded, as such the respondent no.11 prayed for three months' time before the concerned authority for completion of the removal work which appears to have been admitted by the respondents no. 6, 8 and 9 from their affidavit of compliance filed on 20.11.2014.

The contention of the respondent no.11 as to abondoning the project and the removal of the sands/earth from the waterbody and also withdrawal of the advertisement made in the website are admitted by the authority.

The respondent no.8, by Annexure-X-1 to affidavit of compliance admitted the action taken by the respondent no. 11 pursuant to the order dated 02.03.2014 and he also admitted that due to heavy rain the entire work of removal of sands/earth could not be concluded and as such the respondent no.11 prayed for three months' time from the authority.

Today also, the respondnet no.11 files an application before this Bench praying for three month's time to file full compliance of order dated 02.03.2014 dry season has already been started.

Heard the learned Advocate and perused the affidavit of compliance and the application filed by the respondent no.11

Considering the facts that the respondents no.11 has complied most of the directives of this Court and is continuing to remove the sands/earth used for filling up the waterbody but due to rainy season the removal work could not be concluded, the prayer is allowed.

Accordingly, the application filed by the respondent no.11 is allowed. The respondent no.11 is directed to remove all the sands/earth used for filling up the waterbody for establishing the so-called "Sonargaon Resort City" in the Megna River, within three months from date without fail. The respondent no.8 is directed to be vigilent in respect of compliance of the order dated 02.03.2014 by the respondent no.11.

The respondents no.8 and 11 are further directed to file compliance before this Court on 01.03.2015 regarding full compliance of the order dated 02.03.2014.

Let this Rule appear in the list on 01.03.2015."

উপরিল্লিখিত আদেশ মোতাবেক এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, ১১নং প্রতিপক্ষ আদালতে এসে হলফনামাযোগে জবাব দাখিলক্রমে পরিস্কারভাবে তাদের গৃহীত প্রকল্প পরিত্যাক্ত তথা পরিত্যাগ করেছেন মর্মে বলেছেন এবং অবৈধভাবে ভরাটকৃত বালু উত্তোলন শুরু করার পর বর্ষাকাল আরম্ভ হওয়ার কারণে তা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই বিধায় ০৩ (তিন) মাসের সময় প্রার্থনা করেছেন।

২০১৬ সাল

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ২৫.১০.২০১৬ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"*Present:*
Mr. Justice Naima Haider
&
Mr. Justice ----(illegible)

25.10.2016

"*Mr. Ahsanul Karim with*
Mr. Md. Abu Taleb, Advocates
----for respondents no.11
Mr.A.M. Amin Uddin, with
Mr. Ali Mustafa Khan, Advocates

-----for the petitioner

This is an application for vacating the order of injunction filed by the respondent no.11.

This Court by order dated 02.03.2014 issued a Rule Nisi and passed an order of injunction.

Mr. Ahsanul Karim, the learned Advocate for the applicant-respondent no.11 submits that the respondent No.11 fully complied with the direction of this Court and cancelled the project of Sonargaon Resort City. Thereafter, the respondent No. 11 vide letter dated 02.04.2014 informed all relevant authorities including Deputy Commissioner, Narayangonj, Secretary Ministry of Forest and Environment and Director (Monitoring and Enforcement). that the respondent No.11 cancelled the said project of Sonargaon Resort City long before. He next submits that the office of Upazilla Nirbahi Officer (UNO) of Sonargaon Upazilla vide Memo dated 20.07.2014 confirmed that the respondent No.11 complied with the direction of this Court.

Mr. Karim further contends that currently one Unique Hotel and Resort Ltd. applied for establising an economic zone under the name and style "Sonargaon Economic Zone" at the said area where the Bangladesh Economic Zones Authority vide memo dated 24.05.2016 selected the proposal of Unique Hotel and Resort Ltd. for establishing Sonargaon Economic Zone as a private economic zone at Sonargaon, Narayangonj. He next submits that the Office of Prime Minister, Bangladesh Economic Zone Authority of the Government of Bangladesh vide memo 24.08.2016 issued pre-qualification license infavour of the Sonargaon Economic Zone and the office of the Prime Minist vide memo dated 25.09.2016 allowed the said Sonargaon Economic Zone for uplifting sand from river bed and making earth-filling on the land owned by it by the riverbank Meghna. Mr. Karim lastly canvassed that respondent no.11 has complied with the order of this Court and is not making earth-filling in the said place but the said Unique Hotel and Resorts Ltd. has obtained permission for earth-filling for establishing economic zone thereon, wherein the Government of Bangladesh has interest for the betterment of the economy of the country.

Mr. A.M. Amin Uddin, the learned Advocate for the petitioner opposes the prayer for modification of the injunction and direction and submits that the writ petition has been filed to protect agricultural lands, part

of the Meghna river and water body of 6 Mouzas of Pirojpur Union Sonargaon Upazial Narayangonj from contrary use and illegal earth filling by respondent no. 11. He further submits that the selection of the proposal and the pre-qualification license infavour of Unique Hotel and Resort Ltd. (admittedly the sister concern of the respondent of 11 and apparently engaged in hotel and resort business) are not results of any objective analysis of the proposal and the same are not conclusive.

We have heard the learned Adovcates of the respective parties and perused the application for vacating the order of injunction.

Considering the above fact and circumstances and the submissions made by Mr. Karim it appears that the order dated 02.03.2014 has been complied with and in this view of the matter since the Government has taken decision to setup an economic zone thereon, we are inclined to allowe the application with modification.

In result, the application for vacating the order of injuction and direction is modified in the following terms:

Pending hearing of the Rule, the respondent No.11 applicant its sister concern namely Unique Hotel & Resorts Limited be allowed to carry on its activities for and/or connecting to establishing Sonargaon Economic Zone as approved by the Government under Pre-Qualification Letter No. 03.759.014.50.00.055.2016-1526 dated 24.08.2016 (Annexure-IX) in Mouza Charbhabanathipur and Bhatibandha

in Sonargaon Upazila of Narayanganj District including earth filling excepting land which is prohibited by law, including any water body (Sm¡nu) for a period of 6 (six) months from date.

উপরিল্লিখিত আদেশ পর্যালোচনায় এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, ১১নং প্রতিপক্ষ বিগত ইংরেজী ২৩.১১.২০১৪ তারিখ অত্র বিভাগের সম্মুখে এসে প্রকল্প পরিত্যাগ বিষয়ে আদালতকে অবহিত করেন এবং ভরাটকৃত বালু উত্তোলনের নিমিত্তে সময় প্রার্থনা করেন। কিন্তু কি এক অজানা কারণে ১১নং প্রতিপক্ষ বিগত ইংরেজী ২৫.১০.২০১৬ তারিখে তার পূর্বের অবস্থান পরিবর্তন করেন।

সোনারগাঁও ইকনোমিক জোন এর জন্য আবেদন করলে বিগত ইংরেজী ২৪.০৮.২০১৬ তারিখে ১১নং প্রতিপক্ষ Pre-qualification licence প্রাপ্ত হন। বিগত ইংরেজী ২৫.০৯.২০১৬ তারিখে সোনারগাঁও ইকনোমিক জোন নদীর তলদেশ থেকে বালি উত্তোলন করে মাটি ভরাটের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইকনোমিক জোনের গুরুত্ব বিবেচনায় কৃষিজমি, জলাশয় এবং আইন দ্বারা নিষিদ্ধ জমি ছাড়া মৌজা চরভবনাথপুর এবং ভাটিয়াবান্দা মাটি ভরাটের অনুমতি প্রদান করেন আদালত।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ০৬.১২.২০১৬ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"*Present:*
Mr. Justice Md. Ashfaqul Islam
&
Mr. Justice Md. Khasruzzaman

06.12.2016
Mr. Ahsanul Karim with
Mr. Md. Abu Taleb, Advocates
----For the applicant
This is an application for addition of party as respondent in the above mentioned writ petition.
The reasons stated in paragraph Nos. 3-6 of the application for addition of party appear to be satisfactory.
Accordingly, the application is allowed. Applicant is allowed to be added as respondent in the writ petition.
Office is directed to take necessary steps in this regard."

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ০৬.১২.২০১৬ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"*Present:*
Mr. Justice Md. Ashfaqul Islam
&
Mr. Justice Md. Khasruzzaman

06.12.2016
Mr. Ahsanul Karim with
Mr. Md. Abu Taleb, Advocates
----For the applicant
This is an application for addition of party as respondent in the above mentioned writ petition.
The reasons stated in paragraph Nos. 6-9 of the application for addition of party appear to be satisfactory.
Accordingly, the application is allowed. Applicant is allowed to be added as respondent in the writ petition.
Office is directed to take necessary steps in this regard."

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকে'র কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ
(রাজস্ব শাখা)
www.narayanganj.gov.bd

স্মরাক নং-০৫.৪১.৬৭০০.৩০১.২১.০০৪.১৬.১১০১(সং)/১ তারিখ: ০২/১০/২০১৬ইং

বিষয়ঃ সোনারগাঁ ইকোনমিক জোন ভরাট করতে বালু উত্তোলন করার অনুমতির আবেদন প্রসংগে।

সূত্রঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা স্মারক নং-০৩,৭৫৯, ০১৪. ৫০.০০. ০৫৫. ২০১৬-১৮৫৪ তারিখ ঃ ২৫/০৯/২০১৬ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জনাব মোহাঃ নূর আলী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনারগাঁ ইকোনমিক জোন কর্তৃক তাঁর কার্যালয়ে দাখিলকৃত সোনারগাঁ ইকোনমিক জোনের আওতাধীন, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভাটিবন্ধ ও চরভবনাথপুর মৌজায় মেঘনা নদীর পাড়ে বালু ভরাট করা আবেদনের বিষয়ে বিধি মোতাকে সহযোগিতা প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইতোপূর্বে এ বিষয়ে বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লইয়ারস এসোসিয়েশন (বেলা) কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত ১৬৮৩/১৪ নং রীট পিটিশনে সোনারগাঁ উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের অন্তর্ভূত পিরোজপুর, জৈনপুর, ছয়হিস্যা, চরভবনাথপুর , ভাটিবন্ধ এবং রতনপুর মৌজায় মেঘনা নদীর পাড়ে বিস্তীর্ণ কৃজিমি, জলাভূমি, নিচু জমিতে বালু ভরাট কার্যক্রম বন্ধ রাখার জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ইউনিক প্রপার্টিজ লিঃ কে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দ্বারা বারিত করা হয়েছে এবং একই সাথে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জসহ ১১ জন রেসপনডেন্টগণের প্রতি চরভবনাথপুর ও ভাটিবন্ধ মৌজায় কৃষিজমি, জলাভূমি এবং

মেঘনা নদীর কিছু অংশ থেকে ভরাটকৃত (যদি হয়ে থাকে) বালি/মাটি অপসারণক্রমে পূর্বাস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায়, মহামান্য হাইকোর্টের ১৬৮৩/১৪ নং রীট মামলার নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষিতে জনাব মোহঃ নূর আলী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনারগাঁ ইকোনমিক জোন এর আবেদন বিবেচনা করার কোন সুযোগ নেই এবং আবেদনকারীকে জরুরি ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ প্রতিপালন করার নির্দেশ দানের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হ'ল।

সংযুক্তি ঃ ০৩ (তিন) পাতা।

(রাব্বী মিয়া)
জেলা প্রশাসক
নারায়ণগঞ্জ।
ফোন ঃ ৭৬৪৬৬৪৪ (অঃ)

তারিখ ঃ ০২/১০/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নির্বাহী চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিডিবিএল ভবন
১২, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

স্মরাক নং-০৫.৪১.৬৭০০.৩০১.২১.০০৪.১৬.১১০১/১(সং)/১(৪)

অনুলিপি ঃ সদয় জ্ঞাতার্থে
০১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

অনুলিপি ঃ কার্যার্থে
০১। উপজেলার নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।
০২। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।
০৩। অফিসার ইনচার্জ, সোনারগাঁ থানা, নারায়ণগঞ্জ।
০৪। জনাব মোহাঃ নূর আলী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোরাগাঁ ইকোনমিক জোন, প্লট নং-০১, সি ডাব্লিউ এন (বি), রোড নং-৪৫,

জেলা প্রশাসক
নারায়ণগঞ্জ

২০১৭ সাল

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ০৫.০২.২০১৭ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"05.02.2017
Mr. M. Iqbal Kabir, Advocate
--for the petitioner
Mr. Ahsanu Karim, Advocate
---for the respondent
The applicationfor addition of party be kept with the record considering at the time of hearing.

B.O (Mr. Justice Md. Ashfaqul Islam
&
Mr. Justice Ashish Ranjan Das)

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ০৯.০২.২০১৭ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"09.02.2017

Heard-in-part

B.O (Mr. Justice Md. Ashfaqul Islam
&
Mr. Justice Ashish Ranjan Das)

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ১১.০৫.২০১৭ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"*11.05.2017*

Heard-in-part

B.O (Mr. Justice Md. Ashfaqul Islam
&
Mr. Justice Ashish Ranjan Das)

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ১২.০৭.২০১৭ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"*12.07.2017*

Heard-in-part

B.O (Mr. Justice Md. Ashfaqul Islam
&
Mr. Justice Ashish Ranjan Das)

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ১৯.১০.২০১৭ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"*19.10.2017*

Delivery of judgment is made CAV.

B.O (Mr. Justice Md. Ashfaqul Islam
&
Mr. Justice Ashish Ranjan Das)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

খাস জমি ১

স্মারক নং ৩১.০০.০০০০.০৪২.০৪১.৩৩.১৭ তারিখ: ২৩/০৫/২০১৭ইং

বিষয়: ইকোনমিক জোন লি: এর নামে ৩৬০ একর জমির মালিকানা স্বত্ব অর্জন ও উহার দখলে রাখার অনুমোদন প্রদান সংক্রান্ড়।

সূত্র: তাঁর স্মারক নং ০৫.৪১.৬৭০০.৩০১.২১.০০৩.১৬-৫০০ তারিখ ২৬/০৪/২০১৭ খ্রি.

উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রস্ড়াব ও সুপারিশের প্রেক্ষিতে Bangladesh Land Holding Limitation Order, 1972 এর ৪ ধারার আলোকে নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলাধীন পিরোজপুর ইউনিয়নের চর ভবনাথপুর ও ভাটিবন্দ মৌজায় ইকোনমিক জোন হিসেবে ঘোষিত সোনারগাঁও ইকোনমিক জোন লি: কর্তৃক ৩৬০ একর জমি নিম্নবর্ণিত শর্তে জমির নিরঙ্কুশ মালিকানা স্বত্ব অর্জন ও উহা দখলে রাখার বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করেছে:

ক) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসরণ করতে হবে।
খ) জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভূমি মালিকদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে।
গ) কোন প্রকার জোর জবরদস্ড়ি ব্যতীত আপোষ মুলে ভূমি মালিকদের কাছ থেকে জমি খরিদ করতে হবে।
ঘ) আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিঘ্ন না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
ঙ) পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় এমন কোন অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না।
চ) পাবলিক ইজমেন্ট কোন ভাবেই বাঁধাগ্রস্থ করা যাবে না।
ছ) বর্ণিত জমি যে উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হবে সে উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন ভাবে ব্যবহার করা যাবে না।

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বিষয়ে বিধিমোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বা/-
(মোঃ লুৎফর রহমান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫৬৩৯

জেলা প্রশাসক

নারায়ণগঞ্জ

স্মারক নং ৩১.০০.০০০০.০৪২.০৪১.৩৩.১৭-১৫০/১(৩) তারিখ: ২৩/০৫/২০১৭ইং

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ-

১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা

২। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ড়সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

৩। জনাব মোহাঃ নুর অলী, ব্যবস্থাপনা, পরিচালক, সোনারগাঁ ইকোনমিক জোন লিঃ ৪৫ কামাল আতার্তুক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।

৪। অফিস কপি।

স্বা/- অস্পষ্ট
২৩.০৫.১৭
(মোঃ লুৎফর রহমান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫৬৩৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ অধিদপ্তর
নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়
মা আমেনা স্বপ্ন টাওয়ার (চতুর্থ তলা), পূর্ব লামাপাড়া
(খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামের পূর্ব পার্শ্বে), ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ
www.doe.gov.bd

নং- ২২.০২.৬৭০০.১৪০.০৪.০১৯.১৬-৬৩০ তারিখঃ ১১.০৪.১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ২৬.০৭.২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ আদালতের নির্দেশের প্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপ।

সূত্রঃ ক) বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) এর ১৯ জুলাই, ২০১৮ তারিখের সিএন/ইউনিক. প্র/২০১৮ নং পত্র।

খ) ২২.০২.৬৭০০.১৪০.৬০.০২২.২০১৭-৩৭৫; তারিখ: ২০/১২/২০০১৭ খ্রি.

গ) ২২.০২.৬৭০০.১৪০.০৪.০১৯.১৬-৬৫৯; তারিখ: ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন এর অধীন পিরোজপুর, জৈনপুর, ছয়হিয়া, চর ভাটিবন্দর এবং রতনপুর মৌজার বিস্তীর্ণ কৃষিজমি, জলাভূমি এবং নিচু জমিতে অবৈধভাবে মাটি ভরাট করে তথাকথিত 'সোনারগাঁও রিসোর্ট সিটি প্রকল্প' নির্মাণের উদ্দেশ্যে বালু ভরাট অব্যহত রাখা বিষয়ে 'ক' সূত্রের বরাতে প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে অবহিত হয়ে এ কার্যালয় কর্তৃক নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে।

ক) গত ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে অভিযোগে উলেণ্ডখিত মৌজাসমূহ এ কার্যালয় কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে।

খ) সরেজমিন পরিদর্শনে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। মহামান্য আদালতের আদেশ প্রতিপালন এবং অনতিবিলম্বে ভূমি ভরাট সংক্রান্ড় সকল কার্যক্রম বন্ধ রাখার জন্য সোনারগাঁ ইকোনমি জোনের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে গত ২৪/৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে ২২. ০২. ৬৭০০. ১৪০.

০৪.০১৯.১৬-৬৫৯ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করা হয়। (সূত্র-গ: পত্রের কপি সংযুক্ত)

গ) জনাব মোঃ নূর আলী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সোনারগাঁ ইকোনমি জোন, পণ্টট নং সিডবিণ্টউএন (বি), সড়ক নং-৪৫, গুলশান-২, ঢাকার মতামত গ্রহণ করার জন্য এ কার্যালয়ে সরাসরি বা উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করার জন্য টেলিফোনে নির্দেশ প্রদান করা হলেও কেউ হাজির না হওয়ায় কতৃপক্ষের মতামত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। পরিদর্শনকালে কোম্পানীর কোন উপযুক্ত প্রতিনিধি না পওয়ায় মতামত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তবে ভূমি ভরাট কাজে ব্যবহৃত ড্রেজার মালিকদের বালি ভরাট হতে বিরত থাকার জন্য তাৎক্ষণিক নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) এছাড়াও একই বিষয়ে মহামান্য আদালতের আদেশ প্রতিপালন এবং অনতিবিলম্বে ভূমি ভরাট সংক্রান্ড় সকল কার্যক্রম বন্ধপূর্বক এ কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য গত ২০/১২/২০১৭ খ্রি. তারিখে ২২.০২.৬৭০০.১৪০.৬০.০২২.২০১৭-৩৭৫ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করা হয় (সূত্র-খ: কপি সংযুক্ত)।

ঙ) মহামান্য আদালতের নির্দেশ অমান্যকরণ এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন ব্যতিরেকে বালি ভরাট কার্যক্রম অব্যহত রাখার জন্য প্রকল্পটির বির"দ্ধে যথোপযুক্ত আইনানুগ/শাস্ড়িমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরের, মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং শাখায় প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

চ) এছাড়াও এ বিষয়ে এ কার্যালয় থেকে নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে।

সংযুক্তি বর্ণনামতে।

স্বা/- অস্পষ্ট
২৬.০৭.১০
(মো: নয়ন মিয়া)
সিনিয়র কেমিস্ট
ফোন: ০২-৭৬৪২৪১১
ই-মেইল: Naryanganj@doe.gov.bd

জনাব সাঈদ আহমেদ কবীর
এ্যাডভোকেট, সুপ্রীমকোর্ট
ও আইনজীবী, বেলা
অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য।

১। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা অঞ্চল কার্যালয়, ঢাকা।
২। অফিস কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন
১৬/ই আগারগাঁও, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

www.doe-bd.org

স্মারক নং ২২.০২.৬৭০০.১৪০.৭২.০৫৩.১৭/৪০৫ তারিখঃ ২১.০৫.১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ০৫.০৯.২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: সোনারগাঁও অর্থনৈতিক অঞ্চল, পিরোজপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ এর অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪১২ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ড় নং ঝ/৭ এর আলোকে প্রয়োনীয় কাগজপত্র দাখিল প্রসঙ্গে।

সূত্র: আপনার ০৬/০৬/২০১৭ তারিখের আবেদন।

১। উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে জানানো যাচ্ছে যে, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরের পরিবেশ ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪১২ তম সভায় "সোনারগাঁও অর্থনৈতিক অঞ্চল, পিরোজপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ" শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশিণ্টষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত পর্যালোচনা করা হয়।

২। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রস্ড়াবিত প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার চরভবানাথপুর ও ভাটিবন্ধ মৌজায় মোট ৫৫.০০৭৮ একর জমিতে সোনারগাঁও অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) কর্তৃক প্রি-কোয়ালিফিকেশন লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে, উদ্যোক্তা কর্তৃক ৫৫.০০৭৮ একর জমিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য পরিবেশগত প্রভাব নির"পণ (ইআইএ) প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। দাখিলকৃত ইআইএ প্রতিবেদনে অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রনের জন্য Central Effluent Treatment Plant (CETP), Sewage Treatment Plant (STP), Green and Open Space, Water Reservoir ইত্যাদি প্রভিশন রাখা হবে। কারিগরীভাবে ইআইএ প্রতিবেদনটি কমিটির নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে, সংশিণ্টষ্ট জেলা ও আঞ্চলিক অফিসের মতামত থেকে জানা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের আওতাভূক্ত ভূমি অবৈধভাবে ভরাটের বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রীট পিটিশনের (রীট পিটিশন নং-১৬৮৩/২০১৪) প্রেক্ষিতে মহামান্য আদালত ভূমি ভরাট বন্ধ করা সহ বেশ কিছু নির্দেশনা প্রদান করেন এবং পরবর্তীতে এই রীট মামলার আদেশ অবমাননার কারণে একটি কনটেম্পট মামলা (কনটেম্পট মামলা নং ২৭/২০১৭) দায়ের করা হয়েছে যা এখনো নিষ্পত্তি হয়নি মর্মে জানা যায়।

৩। সভায় বিস্ড়ারিত আলোচনার পর পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪১২ তম সভার সিদ্ধান্ড় নং "ঝ/৭" মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে

পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নলিখিত কাগজপত্র/ তথ্যাদি দাখিলের সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়ঃ

"আলোচ্য প্রকল্পভূক্ত জমির বিষয়ে দায়েরকৃত রীট মামলা নিষ্পত্তির পর কিংবা মহামান্য আদালতের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর উদ্যোক্তা কর্তৃক রায়ের কপিসহ উক্ত বিষয়টি অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে।"

৪। বর্ণিত অবস্থায়, চাহিত কাগজপত্র জর"রী ভিত্তিতে পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরে দাখিলের জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

(সৈয়দ নজমুল আহসান)
পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র)
ফোন: ৮১৮১৬৭৩

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সোনারগাঁও অর্থনৈতিক অঞ্চল
ইউনিক গ্র"প অব কোম্পানীজ লিমিটেড
ইউনিক ওভাল ৪৫, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা।

অনুলিপি

১। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা।
২। উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ।
৩। সহকারি পরিচালক, মহাপরিচালক মহোদয়ের শাখা, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ অধিদপ্তর
নারায়নগঞ্জ জেলা কার্যালয়
(খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম পূর্ব পার্শ্বে), ফতুলণ্ঢা, নারায়নগঞ্জ
www.doe.gov.bd

নং ২২.০২.৬৭০০.১৪০.৬০.০২২.২০১৭-৩৭৫ তারিখঃ ০৬.০৯.১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ২০.১২.২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে অবৈধ ভাবে বালু ভরাট বিষয়ে কারণ দর্শানো নোটিশ।

সূত্র ঃ ক। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি-র ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখের পত্র।

খ। ৩৭/অভিযোগ: তারিখঃ ১২/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের অভিযোগ।

উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে গত ১৯/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন এর অধীন পিরোজপুর, জৈনপুর, ছয়হিয়া, চর ভাটিবন্দর এবং রতনপুর মৌজা এলাকা এ কার্যালয় কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। সরেজমিন পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, আপনার ইউনিক প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড কর্তৃক সোনারগাঁও

ইকোনমিক জোন স্থাপনের উদ্দেশ্যে উলিণ্ঢখিত এলাকার পিরোজপুর, জৈনপুর মৌজায় বিস্ড়ীর্ণ এলাকার কৃষিজমি জলাভূমি এবং নিচু জমিতে ১০-১১ টি ড্রেজারের মাধ্যমে বালু ভরাট কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২। উল্লেখ্য যে, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রীট পিটিশন নং ১৬৮৩/২০১৮ প্রেক্ষিতে মহামান্য আদালত কর্তৃক ২ মার্চ, ২০১৪ এর আদেশে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন এর অধীন পিরোজপুর, জৈনপুর, ছয়হিয়া, চর ভাটিবন্দর এবং রতনপুর মৌজায় বিস্ড়ীর্ণ কৃষিজমি, জলাভূমি এবং নিচু জমিতে অবৈধভাবে বালু ভরাট বিষয়ে আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

৩। এমতপ্রেক্ষিতে, মহামান্য আদালতের আদশে প্রতিপালন এবং অনতিবিলম্বে ভূমি ভরাট সংক্রান্ড় সকল কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

৪। নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হলে আপনার/আপনার প্রকল্পের বির"দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(মোঃ ফেরদৌস আনোয়ার)
সহকারী পরিচালক
ফোন ঃ ০২৭৬৬৪২৪১১
ইমেইল :narayanganj@doe.gov.bd

জনাব মোঃ নূর আলী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সোনারগাঁ ইকোনমিক জোন
পণ্ঢট নং- ১ সিডাবিণ্ঢউএন (বি), সড়ক নং০ ৪৫, গুলশান-২ ঢাকা।

অনুলিপি: মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা অঞ্চল কার্যালয়, ঢাকা।
২। পরিচালক, মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৩। অফিস কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ অধিদপ্তর
নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়
মা আমেনা স্বপ্ন টাওয়ার (চতুর্থ তলা), পূর্ব লামাপাড়া
(খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামের পূর্ব পার্শ্বে), ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ

স্মারক নং- ২২.০২.৬৭০০.১৪০-০৪.০১৯.১৬-৪৬০ তারিখঃ ১৪.০৯.১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ২৮.১২.২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ

সূত্র : (ক) বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি বেলা) এর ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখের সিএন/ইউনিক প্র/২০১৭-৮৪ সংখ্যক পত্র।

খ) অত্র দপ্তরের ১২/১২/২০১৭ খ্রি. তারিখের ৩৭ সংখ্যক অভিযোগ।

উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রে প্রেক্ষিতে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলাধীন পিরোজপুর ইউনিয়নের পিরোজপুর, জৈনপুর, ছয়হিয়া, চর ভাটিবন্দর এবং রতনপুর মৌজার মেঘনা নদী তীরবর্তী নিচু জমি/জলমগ্নভূমি/কৃষি জমি ইউনিক প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট লি: এর সোনারগাঁও ইকোনমিক জোন কর্তৃক অবৈধভাবে বালু দ্বারা ভরাট সংক্রান্ড় অভিযোগটি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদনটি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি:
(ক) পরিদর্শন প্রতিবেদন;
(খ) কারণ দর্শানো নোটিশের কপি।

(মোঃ ফেরদৌস আনোয়ার)
সহকারী পরিচালক
ঢাকা অঞ্চল কার্যালয়, ঢাকা।
ফোন : ০২ ৭৬৪২৪১১
ইমেইল: narayanganj@doe.gov.bd

পরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
ঢাকা অঞ্চল কার্যালয়, ঢাকা।

১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। সহকারি পরিচালক, মহাপরিচালক মহোদয়ের শাখা, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। অফিস কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ অধিদপ্তর
নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়
মা আমেনা স্বপ্ন টাওয়ার (চতুর্থ তলা), পূর্ব লামাপাড়া
(খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামের পূর্ব পার্শ্বে), ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ

স্মারক নং ২২.০২.৬৭০০.১৪০.০৪.০১৯.১৬-৪৬১ তারিখ: ১৭.০৯.১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ৩১.১২.২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ আদালতের নির্দেশ অবমানাকরণ।

সূত্রঃ ক) ১৩ ডিসেম্বর/২০১৭ তারিখের পত্র।

খ) ২২.০২.৬৭০০.১৪০.৬০.০২২.২০১৭-৩৭৫; তারিখ ঃ ২০/১২/২০১৭ খিঃ

উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রে পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন এর অধীন পিরোজপুর, জৈনপুর, ছয়হিয়া, চর, ভাটিবন্দর এবং রতনপুর মৌজার বিস্তীর্ণ কৃষিজমি,

জলাভূমি এবং নিচু জমিতে অবৈধভাবে মাটি ভরাট করে তথাকথিত সোনারগাঁও রিসোর্ট সিটি প্রকল্প, নির্মাণের উদ্দেশ্যে বালু ভরাট অব্যাহত রাখা বিষয়ে 'ক' সূত্রের বরাতে প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে অবহিত হয়ে এ কার্যালয় কৃর্তৃক নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক। গত ১৯/১২/২০১৭ খ্রি. তারিখে অভিযোগে উল্লেখিত মৌজাসমূহ এ কার্যালয় কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে (প্রতিবেদনের কপি সংযুক্ত)।

খ। সরেজমিন পরিদর্শনে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। মহামান্য আদালতের আদেশ প্রতিপালন এবং অনতিবিলম্বে ভূমি ভরাট সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বন্ধ রাখার জন্য সোনারগাঁ ইকোনমিক জোনের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করে 'খ' সূত্রের মাধ্যমে পত্র প্রদান হয়েছে (পত্রের কপি সংযুক্ত)।

গ। অনুসন্ধানে জানা যায় জনাব মোঃ নূর আলী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সোনারগাঁ ইকোনমিক জোন, প্লট নং সিডাব্লিউএন (বি), সড়ক নং ৪৫, গুলশান-২, ঢাকা বর্তমানে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। তাই তাঁর মতামত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

ঘ। অত্র দপ্তর হতে খ সূত্রের মাধ্যমে প্রেরিত পত্রের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বর্তমানে বালি ভরাট কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে।

ঙ। মহামান্য আদালতের নির্দেশ অমান্যকরণ এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন ব্যতিরেকে বালি ভরাট কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য প্রকল্পটির বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত আইনানুগ/ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরের, মনিটরিং এন্ড এনফেসিমেন্ট উইং শাখায় প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। (কপি সংযুক্ত)।

চ। এছাড়াও এ বিষয়ে এ কার্যালয় থেকে নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে

(মো: ফেরদৌস আনোয়ার)
সহকারী পরিচালক
ফোন: ০২৭৬৪২৪১১

জনাব সাঈদ আহমেদ কবীর
এ্যাডভোকেট, সুপ্রীমকোর্ট
ও আইনজীবী, বেলা।

অনুলিপি : সদয় অবগতির জন্য

১। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা অঞ্চল কার্যালয়, ঢাকা।
২। অফিস কপি

২০১৮ সাল

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ০২.০৪.২০১৮ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

02.04.2018

"Present:
Mr. Justice Md. Ashfaqul Islam
And
Mr. Justice Ashish Ranjan Das

This case was sent by the Hon'ble Chief Justice to this Bench for hearing and disposal. The case was kept adjourned for delivery of judgment and accordingly the same has appeared in the list today for delivery of judgment. Since we have found some intricate questions are involved in the matter, we feel that an indepth scrutiny and further hearing of the same is required for ensuring justice.

That being the situation let this matter be withdrawn from the list of delivery of judgment and be placed before the Hon'ble Chief Justice for necessary order(s).

বিগত ইংরেজী ০২.০৪.২০১৮ তারিখের হাইকোর্ট বিভাগের উপরিল্লিখিত আদেশ মোতাবেক অত্র নথিটি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করলে মাননীয় প্রধান বিচারপতি বিগত ইংরেজী ০৬.০৫.২০১৮ তারিখে আদেশে পূনরায় অত্র মোকদ্দমাটি বিচারপতি মোঃ আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে শুনানীর জন্য ফেরত পাঠান।

06.05.2018

"Let this matter be heard and disposed of by the Division Bench Presided over by Md. Ashfaqul Islam, J.

(Chief Justice)

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ২৩.০৫.২০১৮ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

23.05.2018
Mr. Ali Mustafa Khan, Adv.
---for the petitioner
Mr. Md. Abu Taleb, Advocate
---For the respondent.
On the prayer of the learned Advocate of both sides, this matter is adjourned for 1(one) week after the vacation.

B.O. (Mr. Justice Md. Ashfaqul Islam
And

Mr. Justice K.M. Kamrul Kader)

ইতোমধ্যে কনটেম্পট পিটিশন নং- ২৭/২০১৭ দায়ের হলে অত্র বিভাগ কর্তৃক বিগত ইংরেজী ২২.০১.২০১৭ তারিখে নিম্ন উপায়ে রুলটি ইস্যু করা হয়েছিলঃ

> *Let a Rule Nisi be issued calling upon the Respondents to show cause as to why they should not be prosecuted for committing contempt of Hon'ble Supreme Court continuing with earth filling by respondent No. 11 and 12 (Managing Director, Unique Property Development, 45, Kamal Ataturk Avenue, Banani, Dhaka, Managing Director, Sonargaon Economic Zone, Plot No. 1, CWN (B), Road No. 45, Gulshan-2, Dhaka) in the agricultural lands, wetlands, low lands, of Chhoeshishya, Char Bhabanathpur, and Bhatibanda Mouza of Pirojpuir Union, Narayanganj and why they shall not be punished for committing contempt of Court and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.*
>
> *Since, Mr. Ahsanul Karim the learned Advocate has already appeared in this matter for the respondent Nos. 11 and 12, service of notices upon the respondents is dispensed with.*
>
> *The case is treated as ready for hearing.*
>
> *Let this matter be fixed for hearing.*
>
> *Md. Ashfaqul Islam*
>
> *Ashish Ranjan Das*

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় CIVIL MISCELANNEOUS PETITION NO. 835 OF 2018 (From the Order dated 9.08.2018 passed by the High Court Division in Writ petition No. 1683 of 2014)-এ আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৪.০৮.২০১৮ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

ORDER

> *The petitioner before us filed Contempt Petition No. 27 of 2017 whereupon rule was issued on 22.01.2017 upon Nur Ali, respondent Nos. 11 and 12 as the Managing Director, Unique Property Development Limited and also Managing Director, Sonargaon Economic Zone as to hwy they shall not be punished for committing contempt of Court in continuing with earth filling in the agricultural*

land, wet lands, low lands of Chhoehishya, Char Bhabanathpur and Bhatibandha mouza of Pirojpur, Sonargaion, Narayangonj.

The petitioner before us states that earth filling is still continuing inspite of order passed by the High Court Division which has been upheld by this Division in Civil Miscellaneous Case No. 1358 of 2016.

We find from the records that the High Court Division by an order of injunction dated 02.03.2014 in Writ Petition No. 1683 of 2014 restrained respondent No. 11 (Managing Director, Unique Property Development Limited from continuing with further earth filling in the area as mentioned in the Rule Nisi. Pursuant to the said order the Deputy Commissioner, Narayangonj took steps and gave direction upon Nur Ali by his memo dated 02.10.2016 (Annexure-IX). By order dated 25.10.2016, the High Court Division modified the earlier order of the High Court Division allowing respondent No. 11 to carry on its activities to establish Sonargaon Economic Zone including earth filling excepting land which is prohibited by law. That modified order was stayed this Division on 03.11.2016 in Civil Miscellaneous Petition No. 1358 of 2016. Consequently the original order of the High Court Division dated 02.03.2014 revives and the memo of the Deputy Commissioner, Narayangonj dated 02.10.2016 subsists.

Accordingly, we direct respondent Nos. 11 and 12 to stop all kinds of earth filling and other activities in connection with Unique Hotel and Resorts Limited and Sonargaion Economic Zone in Mouza Char Bhabanathpur and Bhatibandha in Sonargaon Upazila of Narayangonj District.

The Deputy Commissioner Narayangonj is directed to steps for implementation of his Memo No. 05-41-6700-301.21.004.16.1099(Shu)/1 dated 02.10.2016 and report compliance by 08.10.2018.

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সিভিল বিবিধ পিটিশন নং ৮৩৫/২০১৮-এ (কনটেম্পট পিটিশন ২৭/২০১৭ হতে উদ্ভুত) বিগত ইংরেজী ১৫.১১.২০১৮ তারিখে মাননীয় আপিল বিভাগ কর্তৃক আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

ORDER

"The petitioner filed the instant petition stating that an application for issuance of a further Rule and direction in Contempt Petition No. 27 of 2017 was kept with record without passing any order.

We have heard the learned Counsel appearing for the petitioner and the learned Advocate-on-record for the respondents and perused the materials on record. Upon hearing the parties, we are of the view that the ends of justice would be best served, if the Rule Nisi issued in Writ Petition No. 1683 of 2014 is disposed of on merit by the High Court Division.

The order dated 06.05.2018 passed by the learned Chief Justice in Writ Peition No. 1683 of 2014 is hereby recalled.

Let the Rule be heard and disposed of by the Division Bench presided over by Moyeenul Islam Chowdhury, J expeditiously.

The petition is disposed of with the above observations and directions."

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ।

স্মারক নং ৮৬৬ তারিখঃ ০৯ শ্রাবণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ২৪ জুলাই ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

"নোটিশ"

অবৈধ দখলদারের নাম ও ঠিকানা:
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সোনারগাঁও রিসোর্ট সিটি ও
ইউনিক প্রপার্টিজ ডেভেলপমেন্ট লি:
৪৫ কামাল আতার্তুক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা।

লোকাল অফিস
পিরোজপুর, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ।

বিষয়: মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ১৬৮৩/২০১৪নং রীট মামালায় নির্দেশ অবমাননা প্রসঙ্গে।

সূত্র: ক) মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের গত ০২-০৩-২০১৪ খ্রিস্টাব্দ আদেশ।

খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নারায়নগঞ্জ (রাজস্ব শাখা) এর স্মারক নং ০৫.৪১.৬৭০০.৩০১.২১.০০৪.১৬.৯০(সং) তারিখ: ১৬-০১-১৭ খ্রি:

গ। বেলা'র সূত্র স্মারক নং সিএন/ইউনিক.প্র/২০১৮, তারিখ: ১৯-০৭-২০১৮ মূলে শ্রেণীত নোটিশ যা ২৪-০৭-২০১৮ খ্রি: তারিখে প্রাপ্ত।

এই মর্মে আপনার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সোনারগাঁও উপজেলাধীন পিরোজপুর ইউনিয়ন এর অধীন পিরোজপুর, জৈনপুর, চরহিস্যা, চর

ভবনাথপুর, ভাটিবন্দ এবং রতনপুর মৌজার বিস্তীর্ণ কৃষিভূমি, জলাভূমি এবং নিচু জমিতে অবৈধভাবে মাটি ভরাট করার বিরুদ্ধে বেলা কর্তৃক মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রীট মামলা (রীট পিটিশন নং ১৬৮৩/২০১৪) দায়ের করা হয়। উক্ত রীট মামলার প্রাথমিক শুনানি শেষে মহামান্য আদালত ০২-০৩-২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের আদেশে উল্লিখিত মৌজার বিস্তীর্ণ কৃষিজমি, জলাভূমি এবং নিচু জমিতে অবৈধভাবে মাটি ভরাটের কাজ বন্ধ করার নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না তা জানতে চেয়ে বিবাদীগণের উপর রুল জারি করেন। উক্ত রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উল্লিখিত প্রকল্প ও মৌজাসমূহে ১১ নং নোটিশ গ্রহীতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইউনিক প্রপার্টিজ ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড, ৪৫ কামাল আতার্তুক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা কর্তৃক মাটি ভরাটের কার্যক্রমের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। মহামান্য আদালতের উক্ত নিষেধাজ্ঞা জারীর পরেও অতি সাম্প্রাতিককালে আপনার প্রতিষ্ঠান ১২টি ড্রেজার দিয়ে বালু ভরাট শুর" করেছেন মর্মে বেলা কর্তৃক অভিযোগ দাখিল করা হয়। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশ অমান্য করায় কেন আপনার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তা আগামী ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যাখ্যা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

(মো: শাহীনুর ইসলাম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে:

০১। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। সচিব, পরিবেশ, বন ও জলাবায়ু মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৪। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা), বীরপ্রতীক গাজী গোলাম দস্তগীর রোড, ১১৬, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।
০৬। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ১৬/ই আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
০৭। জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়
সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ

স্মারক নং ০৫. ২৭৩. ২৯৮. ০২. ০৫. ০৯. ১৮-১৮০৭(সং) তারিখ:
১৫ শ্রাবণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
৩০ জুলাই ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ১৬৮৩/২০১৪ নং রিট মামলার আদেশ অনুসরণ এবং বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ক) জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ এর কার্যালয় ৩০/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখের ০৫.৪১.৬৭০০.৩০১.২১.০০৪.১৬.৯৫৬ (সং)(৩) নং স্মারকের আদেশ।

খ) বাংলাদেশ ইনণভায়রনমেন্টাল ল'ইয়ার্স এসোসিয়েশন (বেলা) এর সূত্র স্মারক সি.এন./ইউনিক.প্র/২০১৮, তারিখ: ১৯/০৭/২০১৮ মূলে প্রেরিত নোটিশ যা ১৪/০২/২০১৮ খ্রি: তারিখে প্রাপ্ত।

উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ১৬৮৩/২০১৪ নং রিট পিটিশনে বিগত ০২/০৩/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের নিষেধাজ্ঞার আদেশ ও নির্দেশনা ১১ নং রেসপন্ডেন্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনারগাঁ রিসোর্ট সিটি ও ইউনিক প্রপার্টিজ ডেভেলপমেন্ট লি: ৪৫ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা এর উপর বহাল থাকা সত্ত্বেও অতিসম্প্রতি ১১ নং রেসপন্ডেন্ট রতনপুর, চর ভবনাতপুর ও জৈনপুর মৌজায় ড্রেজার দিয়ে বালু ভরাট শুরু করছেন মর্মে বেলার সূত্র স্মারক নং সি.এন/ইউনিক প্র./২০১৮ তারিখ ১৯/০৭/২০১৮ মূলে প্রেরিত এবং ২৪/০৭/২০১৮ খ্রিস্টাব্দে তারিখে প্রাপ্ত নোটিশ প্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ এর কার্যালয় কর্তৃক ২৪/০৭/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ৮৬৬ নং স্মারকে মহামান্য আালতের নিষেধাজ্ঞার আদেশ বহাল থাকার পরেও উল্লেখিত প্রকল্প ও মৌজা সমূহের ভূমিতে ১২টি ড্রেজার দিয়ে পুনরায় বালু ভরাট কার্যক্রম শুর" করার অপতৎপরতার প্রেক্ষিতে কেন তার বির"দ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তা আগামী ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ এর কার্যালয়ে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যখ্যা প্রদানসহ মাটি/বালু ভরাট কার্যক্রম বন্ধ করত: ড্রেজারসহ সব ধরনের যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি সরিয়ে নেয়ার জন্য বলা হয়। অন্যথায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নিষেধাজ্ঞা নির্দেশনা মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গহণ করা হবে মর্মে ২৭/০৭/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ১১ নং রেসপন্ডেন্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনারগাঁ রিসোর্ট সিটি ও ইউনিক প্রপার্টিজ ডেভেলপমেন্ট লি: ৪৫ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ বনানী ঢাকাকে নোটিশ প্রদান করা হয় এবং আদালতের নির্দেশনা বাস্ড় বায়ন ও প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে নালিশি ভূমি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, অফিসার ইন চার্জ, সোনারগাঁও থানা, নারায়নগঞ্জকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সার্বিক সহযোগিতাসহ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অবমাননাকারীগনের বির"দ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, হোসেনপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সোনারগাঁকে বিষয়োক্ত নেটিশের আলোকে সরেজমিনে তদন্ড় পূর্বক জর"রী ভিত্তিতে বিস্ড়রিত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বলা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, হোসেনপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সোনারগাঁ নারায়ণগঞ্জ এর ২৯/০৭/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ১৪১/১৮ নং স্মরকে এ কার্যালয়ে প্ররিত সমেজমিন তদন্ড় প্রতিবেদনের অলোকে নি স্বাক্ষরকারী কর্তৃক ৩০.০৭.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রতনপুর, চরভবনাথপুর ও জৈনপুর মৌজায় ১১ নং রেসপন্ডেন্ট এর প্রকল্প এলাকায় বালু ভরাট কার্যক্রমের প্রস্ড়ুতিকালে জনাব সুর"জ মিয়া উপ-পরিদর্শক, সোনারগাঁ থানা, নারায়ণগঞ্জ এর টিমের সহায়তায় মোবাইল কোট পরিচালনার মাধ্যমে দুজন ড্রেজার কর্মীকে আটক করা হয় এবং ১০৭/২০১৮ এবং ১০৮/২০১৮ নং ০২ (দুই) টি কেইস মূলে ০১ জন ড্রেজার কর্মী ৫০,০০০/ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে ০৭ (সাত) দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং অপর ড্রেজার কর্মীকে ০৭ (সাত) দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়। উলেণ্ঢখ্য

যে, নালিশা ভূমিতে বালু ভরাটের জন্য প্রস্তুতকৃত অপরাপর ড্রেজার সমূহ দ্রুত অপসারণের লক্ষ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

ইতোপূর্বে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগের ১৬৮৩/২০১৪ নং রিট পিটিশন এ বিগত ০২/০৩/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রদত্ত ১১ নং রেসপন্ডেন্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনারগাঁ রিসোর্ট সিটি ও ইউনিক প্রপার্টিজ ডেভেলপমেন্ট লি: ৪৫ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা কর্তৃক যথাযথ প্রতিপালন ও বাস্ড়বায়ন এবং ১-১০ নং রেসপন্ডেন্ট কর্তৃক মহামান্য আদালতের নির্দেশনা বাস্ড়বায়নে তদারকী ও ১১ নং রেসপন্ডেন্ট এর উপর অর্পিত নিষেধাজ্ঞার আদেশ যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ এর কার্যালয় বিগত ১৩/০৪/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অবগত হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে ১১ নং রেসপন্ডেন্ট এর উপর অর্পিত নির্দেশনার যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত কল্পে তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জকে তদারকির দায়িত্ব দেয়া হলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ কর্তৃক বিগত ০৯/০৬/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে সোনারগাঁ উপজেলাধীন চর ভবনাথপুর ও ভাটিবন্দ মৌজার নালিশী ভূমি সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রকল্পস্থানে কোন প্রকার আবাসন নির্মাণ কার্যক্রম চলমান নেই, প্রকল্পস্থানের চতু:সীমানায় বৃক্ষ চারা রোপন করা হয়েছে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট থেকে সোনারগাঁ রিজোর্ট সিটি সংক্রান্ড় বিজ্ঞাপন অবলোপন করা হয়েছে, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার সাথে অসংগতিপূর্ণ বা সামঞ্জস্যহীন কোন কার্যক্রম চলমান নেই মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে এবং মেঘনা নদীর অংশের Waterbody এর অনেক বালু/মাটি সরানো হয়েছে উলেণ্ঢখপূর্বক মহোদয়ের কার্যালয়ের স্মারক নং ০৫.৪১.৬৭০৪.০০১.০২.০০৭.১৪-৫৪৯(ক), তারিখ ২০/০৭/১৭ মূলে এবং স্মারক নং ০৫.৪১.৬৭০৪.০০১.০২.০০৭.১৪-১৮২ তারিখ ০১/০৩/২০১৫ মুলে বিজ্ঞ সলিসিটর, সলিসিটর উইং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোট ঢাকা, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবগত করা হয়।

উলেণ্ঢখ্য যে, সংশিণ্ঢষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, হোসেনপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জকে নালিশা ভূমি হতে দৈনন্দিন বালু/মাটি অপসারণ সংক্রান্ড় প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশনা প্রদান করা হলে তিনি নিদের্শনা মোতাবেক বিগত ০৩/০২/১৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে সর্বশেষ ২৫/০১/১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড় বিভিন্ন স্মারক মূলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যলয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করেন যা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এ কার্যালয়ের স্মারক নং ১৮৭১ তারিখ ২০/১০/২০১৬ স্মারক নং ১৯৫৭ তারিখ ০৫/১২/২০১৬ স্মারক নং ০৪, তারিখ ০৩/০১/১৭ এবং স্মারক নং ২০১, তারিখ ২৫/০১/১৭ মূলে মহোদয়ের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া এ কার্যালয়ের বিগত ০৪/০১/২০১৭ খিস্টাব্দ তারিখের ৪৩ নং স্মারক মূলে ১১ নং রেসপন্ডেন্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনারগাঁ রিসোর্ট সিটি ও ইউনিক প্রপার্টিজ ডেভেলপমেন্ট লিঃ ৪৫ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকাকে অবৈধভাবে ভরাটকৃত মাটি/বালু ও সংশিণ্ঢষ্ট সরঞ্জামাদী অপসারণের জন্য এবং আদালত অবমাননার সামিল কোন রূপ কর্মকান্ড হতে বিরত থাকার জন্য নোটিশ জারীর মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি একই তারিখে এ কার্যালয়ের স্মারক নং ৪৩/১ মূলে অফিসার ইন চার্জ সোনারগাঁ থানা, নারায়ণগঞ্জকে আদালতের আদেশ অনুসরণ ও বাস্ড়বায়ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তৎকালীন সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ এর নেতৃত্বে বিগত ১২/০১/১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জনাব আব্দুল মালেক সহকারী পরিদর্শক, সোনারগাঁ থানা ও সঙ্গী ০৫ (পাঁচ) জন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, সংশিণ্টষ্ট বেঞ্চ সহকারী, সার্ভেয়ার ও ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাকে সাথে নিয়ে উক্ত নালিশা ভূমিতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে নালিশা ভূমিতে মাটি/বালু ভরাট কার্যকম বন্ধ দেখতে পাওয়া গেলেও প্রকল্প এলাকায় বালু ভরাট কাজে ব্যবহৃত কিছু পাইপ এবং অনান্য সরঞ্জামাদি তাৎক্ষণিকভাবে অপসারণ করা হয় এবং ভেঙ্গে দেয়া হয়। এছাড়া অভিযান পরিচালনকালে দোষী কাউকে না পাওয়া গেলে কোন মামলা করা হয়নি এবং মহামান্য আদালতের আদেশ অনুসরণ ও বাস্ড় বায়নে ইতোপূর্বে নালিশা ভূমিতে টানানো সাইনবোর্ড অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় যা এ কার্যালয়ের স্মারক নং ০৫.৪১.৬৮৫৭.০০৬.০১.০০১.১৬.০০৫-৪২৩ (সং) তারিখ ০২/০২/১৭ মূলে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। উলেণ্টখ্য যে তৎকালীন সহাকারী কমিশনার (ভূমি), সোনারগাঁ নারায়ণগঞ্জ এর নেতৃত্বে বিগত ০৬/১০/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে নালিশা ভূমিতে মাটি/বালু ভরাট কার্যক্রম বন্ধের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ০৫ (পাঁচ) জনকে আটক করত: প্রত্যেককে ০১ (এক) মাস করে বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়। আবার ১৭/০১/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মহোদয়ের নেতৃত্বে উক্ত নালিশা ভূমিতে পুনরায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা পূর্বক মহামান্য আদালতের আদেশ অনুসরণ ও বাস্ড়বায়ন নিশ্চিত করা হয়।

ইতোপূর্বে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং ১৬৮৪/২০১৪ এর ১১ নং রেসপনডেন্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনারগাঁও রিসোর্ট সিটি ও ইউনিক প্রপার্টিজ ডেভেলপমেন্ট লি: ৪৫ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে উলেণ্টখিত প্রকল্পে মাটি/বালু ভরাট শুর“ করলে রিটকারী প্রতিষ্ঠান বেলা'র কার্যালয় হতে ২ অক্টোবর, ২০১৬ খ্রি: তারিখে রেসপন্ডেন্টগণের বির“দ্ধে আদালত অবমাননার নোটিশ প্রদান করা হয়। অপরদিকে গত ১৩ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে আদালত ০২ মার্চ, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের নিষেধাজ্ঞার আদেশ পরিবর্তনক্রমে তাকে শর্তানুসারে তাঁর কার্যক্রম পরিচালনার আদেশ দেন। উক্ত আদেশের বির“দ্ধে বেলা কর্তৃক প্রদত্ত গত ২৫ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখের আদেশ স্থগিত করেন যার ফলে ১১ নং রেসপন্ডেন্ট কর্তৃক মাটি/বালু ভরাট কার্যক্রমের উপর মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ প্রদত্ত ০২ মার্চ, ২০১৪ তারিখের নিষেধাজ্ঞার আদেশ বহাল থাকে এবং সেই প্রেক্ষিতে অধ্যাবধি সরকারের যথোপযুক্ত কর্মকর্তা হিসেবে সংশিণ্টষ্ট রেসপন্ডেন্ট (০১-১০ নং রেসপন্ডেন্টগণ) কর্তৃক মাননীয় আদালতের নির্দেশনা অনুসরণ ও প্রতিপালনসমহ নালিশা ভূমিতে ব্যাপক নজরদারী অব্যাহত রাখা হয়েছে।

উলেণ্টখ্য যে, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ১৬৮৩/২০১৪ নং রিট পিটিশনে বিগত ০২/০৩/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের নিষেধাজ্ঞার আদেশ ও নির্দেশনা ১১ নং রেসপন্ডেন্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনারগাঁ রিসোর্ট সিটি ও ইউনিক প্রপাটিজ ডেভেলপমেন্ট লি: ৪৫ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা এর উপর বহাল থাকা সত্ত্বেও অতিসম্প্রতি ১১ নং রেসপন্ডেন্ট রতনপুর, চরভবনাথপুর ও জৈনপুর মৌজার ড্রেজার দিয়ে বালু ভরাট শুর“

করছেন মর্মে বেলার সূত্র স্মারক নং সি এন ইউনিক প্র ২০১৮ তারিখ ১৯/০৭/২০১৮ মূলে প্রেরিত এবং ২৪/০৭/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রাপ্ত নোটিশ প্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ নারায়ণগঞ্জ এর কার্যালয় কর্তৃক ২৪/০৭/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ৮৬৬ নং স্মারকে মহামান্য আদালতের নিষেধাজ্ঞার আদেশ বহাল থাকার পরেও উলিণ্ঢখিত প্রকল্প ও মৌজা সমূহের ভূমিতে ১২টি ড্রেজার দিয়ে পুনরায় বালু ভরাট কার্যক্রম শুর“ করার অপতৎপরতার প্রেক্ষিতে কেন তার বির“দ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তা আগামী ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ এর কার্যালয়ে স্ব শরীরে উপস্থিত হয়ে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যখ্যা প্রদানসহ মাটি/বালু ভরাট কার্যক্রম বন্ধ করত: ড্রেজারসহ সব ধরনের যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি সরিয়ে নেয়ার জন্য বলা হয়। অন্যথায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নিষেধাজ্ঞা নির্দেশনা মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে ২৭/০৭/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ১১ নং রেসপন্ডেন্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনারগাঁ রিসোর্ট সিটি ও ইউনিক প্রপার্টিজ ডেভেলপমেন্ট লি: ৪৫ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকাকে নোটিশ প্রদান করা হয় এবং আদালতের নির্দেশনা বাস্ড়বায়ন ও প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে নালিশা ভুমি সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক মোবাইল কোট পরিচালনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, অফিসার ইন-চার্জ, সোনারগাঁ থানা, নারায়ণগঞ্জকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতাসহ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অবমাননাকারীগণের বির“দ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, হোসেনপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস সোনারগাঁকে বিষয়োক্ত নোটিশের আলোকে সরেজমিনে তদন্ড় পূর্বক জর“রী ভিত্তিতে বিস্ড়রিত প্রতিবদন দাখিলের জন্য বলা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, হোসেনপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ এর ২৯/০৭/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ১৪১/১৮ নং স্মারকে এ কার্যালয়ে প্রেরিত সরেজমিন তদন্ড় প্রতিবেদনের আলোকে নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্তৃক ৩০/০৭/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রতনপুর, চরভবনাথপুর ও জৈনপুর মৌজায় ১১ নং রেসপন্ডেন্ট এর প্রকল্প এলাকায় বালু ভরাট কার্যকমের প্রস্তুতিকালে জনাব সুর“জ মিয়া, উপ পরিদর্শক, সোনারগাঁ থানা, নারায়ণগঞ্জ এর টিমের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে দুজন ড্রেজার কর্মীকে আটক করা হয় এবং ১০৭/২০১৮ এবং ১০৮/২০১৮ নং ০২ দুই টি কেইস মূলে ০১ জন ড্রেজার কর্মীকে ৫০,০০০/- পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ০৭ (সাত) দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং অপর ড্রেজার কর্মীকে ০৭ (সাত) দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়। উলেণ্ঢখ্য যে, নালিশা ভূমিতে বালু ভরাটের জন্য প্রস্ড়ুতকৃত অপরাপর ড্রেজার সমূহ দ্র“ত অপসারণের লক্ষ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

অতএব, মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রতিবেদন খানা এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বিবরণমতে ... ফর্দ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ

(বি.এম. র“হুল আমিন রিমন)

পরিচিতি নং ১৭২৫৮
সহকারী কমিশানার (ভূমি)
সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ।

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে

ক) জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ
খ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), নারায়ণগঞ্জ
গ) সাঈদ আহমেদ কবীর, বিজ্ঞ আইনজীবী সুপ্রীম কোর্ট ও আইনজীবী, বেলা বাড়ী ১৫/ এ (৪র্থ তলা), রোড ০৩, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়
সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ

স্মারক নং ৭৮৬ তারিখঃ ১৬ শ্রাবণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ৩১ জুলাই ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ১৬৮৩/২০১৪ নং রিট মামলার আদেশ অনুসরণ এবং বাস্ড়বায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ক) জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ এর কার্যালয় ৩০/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ০৫.৪১.৬৭০০.৩০১.২১.০০৪.১৬.৯৫৬ (সং)(৩) নং স্মারকের আদেশ।

খ) বাংলাদেশ ইনণভায়রনমেন্টাল ল'ইয়ার্স এসোসিয়েশন (বেলা) এর সূত্র স্মারক সি.এস./ইউনিক.প্র/২০১৮, তারিখ: ১৯/০৭/২০১৮ মূলে প্রেরিত নোটিশ যা ১৪/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে প্রাপ্ত।

গ) সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়ের স্মারক নং ০৫.২৭৩.২৯৮.০২.০৫.০৯.১৮.১৮০৭ (সং) তারিখ ৩০.০৭.২০১৮ মূলে প্রেরিত প্রতিবেদন।

উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ১৬৮৩/২০১৪ নং রিট পিটিশনে বিগত ০২/০৩/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের নিষেধাজ্ঞার আদেশ ও নির্দেশনা ১১ নং রেসপন্ডেন্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনারগাঁ রিসোর্ট সিটি ও ইউনিক প্রপার্টিজ ডেভেলপমেন্ট লি: ৪৫ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা এর উপর বহাল থাকা সত্ত্বেও অতিসম্প্রতি ১১ নং রেসপন্ডেন্ট রতনপুর, চর ভবনাতপুর ও জৈনপুর মৌজায় ড্রেজার দিয়ে বালু ভরাট শুর" করছেন মর্মে বেলার সূত্র স্মারক নং সি.এন/ইউনিক প্র./২০১৮ তারিখ ১৯/০৭/২০১৮ মূলে প্রেরিত এবং ২৪/০৭/২০১৮ খ্রিস্টাব্দে তারিখে প্রাপ্ত নোটিশ প্রেক্ষিতে এই কার্যালয় কর্তৃক ২৪/০৭/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ৮৬৬ নং স্মারকে মহামান্য আদালতের নিষেধাজ্ঞার আদেশ বহাল থাকার পরেও উলিণ্ঢখিত প্রকল্প ও মৌজা সমূহের ভূমিতে ১২টি ড্রেজার দিয়ে পুনরায় বালু ভরাট কার্যক্রম শুর" করার অপতৎপরতার প্রেক্ষিতে কেন তার বির"দ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তা আগামী ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যখ্যা প্রদানসহ মাটি/বালু ভরাট কার্যক্রম বন্ধ করত: ড্রেজারসহ সব ধরনের যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি সরিয়ে

নেয়ার জন্য বলা হয়। অন্যথায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নিষেধাজ্ঞা নির্দেশনা মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গহণ করা হবে মর্মে ২৭/০৭/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ১১ নং রেসপন্ডেন্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনারগাঁ রিসোর্ট সিটি ও ইউনিক প্রপার্টিজ ডেভেলপমেন্ট লি: ৪৫ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ বনানী ঢাকাকে নোটিশ প্রদান করা হয় এবং আদালতের নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে সহকারী কমিশনা (ভূমি), সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জকে নালিশা ভূমি সরজমিনে পরিদর্শন পূর্বক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অফিসার ইন চার্জ, সোনারগাঁও থানা, নারায়নগঞ্জকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সার্বিক সহযোগীতা সহ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অবমাননাকারীগণের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, হোসেনপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সোনারগাঁকে বিষয়োক্ত নেটিশের আলোকে সরেজমিনে তদন্ড় পূর্বক জর"রী ভিত্তিতে বিস্ড়রিত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বলা হলে সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ তার কার্যালয়ের স্মারক নং ০৫.২৭৩.২৯৮.০২.০৫.০৯.১৮-(সং), তারিখ ৩০.০৭.২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ মূলে সার্বিক কার্যক্রম বিস্তারিত বর্ণনা করতঃ একটি পূর্ণাঙ্গ তথা প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, হোসেনপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সোনারগাঁ নারায়ণগঞ্জ এর ২৯/০৭/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ১৪১/১৮ নং স্মারকে সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ এর কার্যালয়ে প্রেরিত সরেজমিন তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) গত ৩০.০৭.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রতনপুর, চরভবনাথপুর ও জৈনপুর মৌজায় ১১ নং রেসপন্ডেন্ট এর প্রকল্প এলাকায় বালু ভরাট কার্যক্রমের প্রস্তুতিকালে জনাব সুর"জ মিয়া উপ-পরিদর্শক, সোনারগাঁ থানা, নারায়ণগঞ্জ এর টিমের সহায়তায় মোবাইল কোট পরিচালনার মাধ্যমে দুজন ড্রেজার কর্মীকে আটক করা হয় এবং ১০৭/২০১৮ এবং ১০৮/২০১৮ নং ০২ (দই) টি কেইস মূলে ০১ জন ড্রেজার কর্মীকে ৫০,০০০/ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে ০৭ (সাত) দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং অপর ডেজার কর্মীকে ০৭ (সাত) দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। উলেণ্টখ্য যে, নালিশা ভূমিতে বালু ভরাটের জন্য প্রস্তুতকৃত অপরাপর ড্রেজার সমূহ দ্র"ত অপসারণের লক্ষ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে মর্মে সহকারী কমিশনার (ভূমি) তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন।

দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, ইতোপূর্বে মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগের ১৬৮৩/২০১৪ নং রিট পিটিশন এ বিগত ০২/০৩/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তাখিে প্রদত্ত ১১ নং রেসপন্ডেন্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনারগাঁ রিসোট সিটি ও ইউনিক প্রপাটিজ ডেভেলপমেন্ট লি: ৪৫ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা কর্তৃক যথাযথ প্রতিপালন ও বাস্ড়বায়ন এবং ১-১০ নং রেসপন্ডেন্ট কর্তৃক মহামান্য আদালতের নির্দেশনা বাস্ড়বায়নে তদারকী ও ১১ নং রেসপন্ডেন্ট এর উপর অর্পিত নিষেধাজ্ঞার আদেশ যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ বিষয়ে এ কার্যালয় বিগত ১৩/০৪/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অবগত হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে ১১ নং রেসপন্ডেন্ট এর উপর অর্পিত নির্দেশনার যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত কল্পে তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জকে তদারকির দায়িত্ব দেয়া হলে তার কর্তৃক বিগত ০৯/০৬/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে সোনারগাঁ উপজেলাধীন চর ভবনাথপুর ও ভাটিবন্দ মৌজার নালিশ ভূমি সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রকল্পস্থানে কোন প্রকার আবাসন নির্মাণ কার্যক্রম চলমান নেই, প্রকল্পস্থানের চতু:সীমানায় বৃক্ষ চারা রোপন করা হয়েছে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট থেকে সোনারগাঁ রিজোর্ট সিটি সংক্রান্ড় বিজ্ঞাপন অবলোপন করা হয়েছে, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার সাথে অসংগতিপূর্ণ বা সামঞ্জস্যহীন কোন কার্যকম চলমান নেই মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে এবং মেঘনা নদীর অংশের Waterbody এর অনেক বালু/মাটি সরানো হয়েছে উলেণ্ঢখপূর্বক এ কার্যালয়ের স্মারক নং ০৫.৪১.৬৭০৪.০০১.০২.০০৭.১৪-৫৪৯(ক), তারিখ ২০/০৭/১৪ মূলে এবং স্মারক নং ০৫.৪১.৬৭০৪.০০১.০২.০০৭.১৪-১৮২ তারিখ ০১/০৩/২০১৫ মুলে বিজ্ঞ সলিসিটর, সলিসিটর উইং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোট ঢাকা, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবগত করা হয়।

উলেণ্ঢখ্য যে, তৎকালীন সহকারী কমিশনার (ভূমি) সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক সংশিণ্ঢষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, হোসেনপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জকে নালিশা ভূমি হতে দৈনন্দিন বালু/মাটি অপসারণ সংক্রান্ড় প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশনা প্রদান করা হলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা নিদের্শনা মোতাবেক বিগত ০৩/০২/১৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে সর্বশেষ ২৫/০১/১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড় বিভিন্ন স্মারক মূলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যলয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করেন যা এ কার্যালয়কে সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ এর কার্যালয়ের স্মারক নং ১৮৭১ তারিখ ২০/১০/২০১৬ স্মারক নং ১৯৫৭ তারিখ ০৫/১২/২০১৬ স্মারক নং ০৪, তারিখ ০৩/০১/১৭ এবং স্মারক নং ২০১, তারিখ ২৫/০১/১৭ মূলে মহোদয়ের কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। এছাড়া সহকারী কমিশনার (ভূমি),

সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ বিগত ০৪/০১/২০১৭ খিস্টাব্দ তারিখের ৪৩ নং স্মারক মূলে ১১ নং রেসপন্ডেন্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনারগাঁ রিসোর্ট সিটি ও ইউনিক প্রপার্টিজ ডেভেলপমেন্ট লিঃ ৪৫ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকাকে অবৈধভাবে ভরাটকৃত মাটি/বালু ও সংশিণ্টষ্ট সরঞ্জামাদী অপসারণের জন্য এবং আদালত অবমাননার সামিল কোনরূপ কর্মকান্ড হতে বিরত থাকার জন্য নোটিশ জারীর মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি একই তারিখে সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ তার কার্যালয়ের স্মারক নং ৪৩/১ মূলে অফিসার ইন চার্জ সোনারগাঁ থানা, নারায়ণগঞ্জকে আদালতের আদেশ অনুসরণ ও বাস্ড়বায়ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে তৎকালীন সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ এর নেতৃত্বে বিগত ১২/০১/১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জনাব আব্দুল মালেক সহকারী পরিদর্শক, সোনারগাঁ থানা ও সঙ্গী ০৫ (পাঁচ) জন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, সংশিণ্টষ্ট বেঞ্চ সহকারী, সার্ভেয়ার ও ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাকে সাথে নিয়ে উক্ত নালিশা ভূমিতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে নালিশা ভূমিতে মাটি/বালু ভরাট কার্যকম বন্ধ দেখতে পাওয়া গেলেও প্রকল্প এলাকায় বালু ভরাট কাজে ব্যবহৃত কিছু পাইপ এবং অনান্য সরঞ্জামাদী তাৎক্ষণিকভাবে অপসারণ করা হয় এবং ভেঙ্গে দেয়া হয়। এছাড়া অভিযান পরিচালনকালে দোষী কাউকে না পাওয়া গেলে কোন মামলা করা হয়নি এবং মহামান্য আদালতের আদেশ অনুসরণ ও বাস্ড়বায়নে ইতোপূর্বে নালিশা ভূমিতে টানানো সাইনবোর্ড অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় যা সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ এর কার্যালয়ের স্মারক নং ০৫.০৪১.৬৮৫৭. ০০৬.০১.০০১.১৬.০০৫.৪২৩ (সং) তারিখ ০২.০২.১৭ মূলে এ কার্যালয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। উলেণ্টখ্য যে তৎকালীন সহাকারী কমিশনার (ভূমি), সোনারগাঁ নারায়ণগঞ্জ এর নেতৃত্বে বিগত ০৬/১০/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে নালিশা ভূমিতে মাটি/বালু ভরাট কার্যক্রম বন্ধের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ০৫ পাঁচ) জনকে আটক করত: প্রত্যেককে ০১ (এক) মাস করে বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়। আবার ১৭/০১/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মহোদয়ের নেতৃত্বে উক্ত নালিশা ভূমিতে পুনরায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা পূর্বক মহামান্য আদালতের আদেশ অনুসরণ ও বাস্ড়বায়ন নিশ্চিত করা হয়।

ইতোপূর্বে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং ১৬৮৪/২০১৪ এর ১১ নং রেসপন্ডেন্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনারগাঁ রিসোর্ট সিটি ও

ইউনিক প্রপার্টিজ ডেভেলপমেন্ট লি: ৪৫ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে উলেণ্ঢখিত প্রকল্পে মাটি/বালু ভরাট শুর" করলে রিটকারী প্রতিষ্ঠান বেলার কার্যালয় হতে ০২ অক্টোবর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখ রেসপন্ডেন্টগণের বির"দ্ধে আদালত অবমাননার নোটিশ প্রদান করা হয়। অপরদিকে গত ১৩ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে ১১ নং রেসপনডেন্ট কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের অবকাশকালীন বেঞ্চে আবেদন দাখিলের প্রেক্ষিতে গত ২৫ অক্টোবর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে আদালত ০২ মার্চ, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের নিষেধাজ্ঞার আদেশ পরিবর্তনক্রমে তাঁকে শর্তানুসারে তাঁর কার্যক্রম পরিচালনার আদেশ দেন। উক্ত আদেশের বির"দ্ধে বেলা কর্তৃক মাননীয় আপীল বিভাগের সি.এম.পি দায়ের প্রেক্ষিতে ০১ নং বেঞ্চ শুনানীয়ান্ে ড় হাইকোর্ট বিভাগের অবকাশকালীন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত গত ২৫ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখের আদেশ স্থগিত করেন যার ফলে ১১ নং রেসপন্ডেন্ট কর্তৃক মাটি/বালু ভরাট কার্যক্রমের উপর মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ প্রদত্ত ০২ মার্চ, ২০১৪ তারিখের নিষেধাজ্ঞার আদেশ বহাল থাকে এবং সেই প্রেক্ষিতে অদ্যাবধি সরকারের যথোপযুক্ত কর্মকর্তা হিসেবে সংশিণ্ঢষ্ট রেসপন্ডেন্ট (০১-১০ নং রেসপন্ডেন্টাগণ) কর্তৃক মাননীয় আদালতের নির্দেশনা অনুসরণ ও প্রতিপালনসহ নালিশা ভূমিতে ব্যাপক নজরদারী অব্যাহত রাখা হয়েছে মর্মে সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উলেণ্ঢখ করেছেন।

এমতাবস্থায় প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও সার্বিক বিবেচনায় সুস্পষ্ট হয় যে, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ১৬৮৩/২০১৪ নং রিট পিটিশনে বিগত ০২/০৩/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের নিষেধাজ্ঞার আদেশ ও নির্দেশনা ১১ নং রেসপন্ডেন্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনারগাঁ রিসোর্ট সিটি ও ইউনিক প্রপার্টিজ ডেভেলপমেন্ট লি: ৪৫ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ বনানী, ঢাকা এর উপর বহাল থাকা সত্ত্বেও অতিসম্প্রতি ১১ নং রেসপন্ডেন্ট রতনপুর, চরভবনাথপুর ও জৈনপুর মৌজায় ড্রেজার দিয়ে বালু ভরাট শুরু করেছেন মর্মে বেলার সূত্র স্মারক নং- সি,এন/ইউনিক-প্র/২০১৮, তারিখ ১৯.০৭.২০১৮ মূলে প্রেরিত এবং ২৪.০৭.২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে প্রাপ্ত নোটিশের প্রেক্ষিতে নিম্ন স্বাক্ষরককারীর কার্যালয় কর্তৃক ২৪.০৭.২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৮৬৬ নং স্মারক মূলে আদালতের নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও প্রতিপালন নিশ্চিত করণে সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ অফিসার ইন চার্জ, সোনারগাঁ থানা, নারায়নগঞ্জ এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, হোসেনপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জকে নির্দেশনা প্রদান করা হলে তার সম্মিলিতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ

করতঃ মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে দুজন ড্রেজার কর্মীকে আটক করেন এবং ১০৭/২০১৮ এবং ১০৮/২০১৮ নং ০২ দুই টি কেইস মূলে ০১ জন ড্রেজার কর্মীকে ৫০,০০০/- পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ০৭ (সাত) দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং অপর ড্রেজার কর্মীকে ০৭ (সাত) দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ১৬৮৩/২০১৪ নং রিট পিটিশনে বিগত ০২.০৩.২০১৪ খ্রিঃ তারিখের নিষেধাজ্ঞার আদেশ ও নির্দেশনার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তা অনুসরন ও প্রতিপালনের লক্ষ্যে সোনারগাঁও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক ব্যাপক নজরদারি অব্যাহত রাখা হয়েছে।

অতএব, মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রতিবেদনখানা এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বিবরনমতে ----- ফর্দ।

জেলা প্রশাসক

নারায়ণগঞ্জ

(মো: শাহীনুর ইসলাম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ।

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে

ক) বিজ্ঞ সলিসিটর, সলিসিটর উইং, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা

খ) সাঈদ আহমেদ কবীর, বিজ্ঞ আইনজীবী সুপ্রীম কোর্ট ও আইনজীবী, বেলা, বাড়ী ১৫/এ (৪র্থ তলা), রোড-০৩ ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ
(রাজস্ব শাখা)

স্মরাক নং-০৫.৪১.৬৭০০.৩০১.২১.০০৪.১৬-৯৬৩(O/C) তারিখ: ০২/০৮/২০১৮ খ্রিঃ

বিষয়: নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলাধীন পিরোজপুর ইউনিয়ন এর অধীন পিরোজপুর, জৈনপুর, ছয়হিস্যা, চরভবনাথপুর, ভাটিবন্দ এবং রতনপুর মৌজার বিস্তীর্ণ কৃষিজমি, জলাভূমি এবং নিচুজমিতে অবৈধভাবে মাটি ভরাট করা বিরুদ্ধে বেলা কর্তৃক মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট-এর হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ১৬৮৩/২০১৪ নং রীট মামলার আদেশ অনুসরণ এবং বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: ০১। বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ল'ইয়ারস এসোসিয়েশন (বেলা) ঢাকার গত ১৯/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখের নোটিশ।

০২। সোনারগাঁও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় স্মারক নং- ৭৮৬ তারিখ: ৩১/০৭/২০১৮ খ্রি:

উপযুক্ত বিষয় ও ১নং সূত্রস্থ পত্রের বিষয়ে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নারায়নগঞ্জ জেলা সোনারগাঁও উপজেলাধীন পিরোজপুর ইউনিয়ন এর অধীন পিরোজপুর, জৈনপুর, চয়হিস্যা, চরভবনাথপুর, ভাটিবন্দর এবং রতনপুর মৌজার বিস্তীর্ণ কৃষিজমি, জলাভূমি এবং নিচুজমিতে অবৈধভাবে মাটি ভরাট করার বিরুদ্ধে বেলা কর্তৃক মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ১৬৮৩/২০১৪ নং রীট মামলার আদেশ অনুসরণপূর্বক নোটিশ উলিণ্ঢখিত বিষয়ের বাস্ড়বায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁকে অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ সূত্রস্থ ২নং স্মারকে প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন।

এমতাবস্থায়, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁও কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন ও অন্যান্য সংশিণ্ঢষ্ট কাগজপত্রাদি তাঁর সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ১০ (দশ) ... পাতা।

(রাব্বী মিয়া)
জেলা প্রশাসক
নারায়ণগঞ্জ।
ফোন: ৭৬৪৬৬৪৪

জনাব সাঈদ আহমেদ কবীর
এ্যাডভোকেট, সুপ্রীমকোর্ট ও আইনজীবী, বেলা।

বেলা বাড়ী ১৫/ এ (৪র্থ তলা),
রোড ০৩, ধানমন্ডি আ/এ,
ঢাকা-১২০৫

স্মরাক নং-০৫.৪১.৬৭০০.৩০১.২১.০০৪.১৬-, তারিখ- ..../০৮/২০১৮খ্রিঃ

অনুলিপিঃ

০১। উপজেলার নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।

জেলা প্রশাসক
নারায়নগঞ্জ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
মোনেম বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট
১১১ বীর উত্তম সি. আর. দত্ত রোড, ঢাকা

পত্র নং ০৩.৭৫৯.০১৪.৫০.০০.০৫৫.২০১৬- তারিখ:
২৬ ভাদ্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: সোনারগাঁও ইকোনমিক জোন লিমিটেড এর নামে ইস্যুকৃত প্রাক-যোগ্যতা পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ।

সূত্র: সোনারগাঁও ইকোনমিক জোন লিমিটেড এর ০৪.০৯.২০১৮ তারিখের অবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ এনভায়রনামেন্টাল লয়ারর্স এসোসিয়েশন (বেলা) কর্তৃক ২৮.০৮.২০১৮ তারিখের পত্রের (কপি সংযুক্ত) সংগে প্রেরিত রিট পিটিশন নং ১৬৮৩/২০১৪ এর সূত্রে সৃষ্ট সিভিল মিসেলেনিয়াস পিটিশন নং ৮৩৫/২০১৮ তে মাননীয় আপিল বিভাগের ১৪.০৮.২০১৮ তারিখের আদেশে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

Accordingly we direct respondent Nos. 11 and 12 to stop all kinds of earth filling and other activities in connection with Unique Hotel and Resorts Limited and Sonargoan Economic Zone in Mouza Char Bahbnathpur and Bhatibnndha in Sonargoan Upazila of Narayangoanj District.

অর্থাৎ আপিল বিভাগ সোনারগাঁও ইকোনমিক জোন সংশিণ্টষ্ট এলাকায় মাটি ভরাটসহ সকল ধরনের কার্যক্রম স্থগিত করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

২। এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে প্রাক যোগ্যতার মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ নেই।

মুস্ড়ফিজুর রহমান
উপসচিব

ববস্থাপনা পরিচালক

সোনারগাঁও ইকোনমিক জোন

পণ্টট নং ০১, সি ডাবিণ্টউএন (বি); রোড নং ৪৫, গুলশান ২, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ।

২। নির্বাহী চেয়ারম্যান এর একান্ড় সচিব, বেজা (নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৩। প্রধান নির্বাহী, বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লয়ারর্স এসোসিয়েশন, বাসা নং ১৫/এ (৪র্থ তলা), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়

সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ

স্মারক নং- ২১৬২ তারিখঃ ০২ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ সোনারগাঁ ইকোনমিক জোন লিঃ এর অনুকূলে বন্দোবস্তের আবেদনের আলোকে আবেদীত ভূমি বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন।

সূত্রঃ জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ এর কার্যালয়ের স্মারক নং-০৫.৪১.৬৭০০.৩০১.৬৭.০০২.১৮ (অংশ)-৮৪০ (সং), তারিখ: ০২/০৭/২০১৮ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জনাব লেঃ জেনারেল মইনুল ইসলাম (অবঃ) উপদেষ্টা ও নির্বাহী পরিচালক, সোনারগাঁও ইকোনমিক জোন, সাং- ইউনিক ওভাল, ৪৫ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩ এর বন্দোবস্তের আবেদনের আলোকে রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা ও আবেদীত ভূমি সরেজমিনে তদন্ত করতঃ মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য এ কার্যালয়ের কানুনগো এবং সার্ভেয়ারকে নির্দেশ প্রদান করা হলে তারা নির্দেশনা মোতাবেক যৌথ স্বাক্ষরে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সোনারগাঁ উপজেলাধীন পিরোজপুর ইউনিয়নের পিরোজপুর মৌজাস্থিত আর,এস ০১ নং সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত আর,এস ৯৪৩ নং দাগের ১ (ষোল আনা) হিস্যায় ০.০৭ একর, আর,এস ৯৫৯ নং দাগের ১ (ষোল আনা) হিস্যায় ০.২২ একর ভূমি ও আর,এস ৯৬১ নং দাগের ১ (ষোল আনা) হিস্যায় ০.০৭ একর ভূমি রাস্ত্র শ্রেণি হিসেবে, জৈনপুর মৌজাস্থিত আর,এস ০১ নং সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত আর,এস ৬৩নং দাগের ১ (ষোল আনা) হিস্যায় ০.৩৯ একর ভূমি ও আর,এস ৪৩২ নং দাগের ০.৩১ একর ভূমি নদী শ্রেণি হিসেবে নরোত্তমপুর মৌজার আর,এস ০১ নং সরকারি খতিয়ানভুক্ত আর,এস ৩৯ নং দাগের ১ (ষোল আনা) হিস্যায় ০.৩৪ একর ভূমি হালট শ্রেণি হিসেবে ভাটিবন্দ মৌজার আর,এস ০১ নং সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত আর,এস ১২৬ নং দাগের ১ (ষোল আনা) হিস্যায় ০.২২ একর ভূমি, আর,এস ২৩৮ নং দাগের ১ (ষোল আনা) হিস্যায় ০.২০ একর ভূমি ও আর,এস ২৯৪ নং দাগের ১ (ষোল আনা) হিস্যায় ০.২২ একর ভূমি রাস্ত্র শ্রেণি হিসেবে এবং চর ভবনাথপুর মৌজার আর,এস ০১ নং সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত আর,এস ১৮৪ নং দাগের ১ (ষোল আনা) হিস্যায় ০.৬৫ একর ভূমি, আর,এস ৫২০ নং দাগের ১ (ষোল আনা) হিস্যায় ০.২১ একর ভূমি, আর,এস ৫২২ নং দাগের ১ (ষোল আনা) হিস্যায় ০.২৩ একর ভূমি ও আর,এস ৫৬০ নং দাগের ১ (ষোল আনা) হিস্যায় ০.০৬ একর ভূমি রাস্ত্র

শ্রেণি হিসেবে, আর,এস ৩৬৫ নং দাগের ১ (ষোল আনা) হিস্যায় ০.৪১ একর ভূমি, আর,এস ৬৩৩ নং দাগের ১ (ষোল আনা) হিস্যায় ০.২৭ একর ভূমি খাল শ্রেণি হিসেবে; আর,এস ৫৬১ নং দাগের ১ (ষোল আনা) হিস্যায় ০.২৫ একর ভূমি ও আর,এস ৫৬২ নং দাগের ১ (ষোল আনা) হিস্যায় ০.১৭ একর ভূমি আর,এস রেকর্ডে রেকর্ডভুক্ত থাকলেও কালক্রমে প্রাকৃতিকভাবে শ্রেণি পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান পতিত নাল ও ভিটি শ্রেণি হিসেবে রূপান্তরিত হয়ে গেছে যা আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্রয়কৃত ভূমির লপ্ত পয়স্থি শ্রেণিভুক্ত ভূমি এবং প্রতিষ্ঠানটির সীমানার অন্তর্ভুক্ত (কলমি নক্সা সংযুক্ত)।

আবেদীত ভূমির তফসিল ও সার-সংক্ষেপ

জেলা- নারায়ণগঞ্জ						উপজেলা: সোনারগাঁ	
ক্রমিক নং	মৌজার নাম	আর,এস খতিয়ান	আর,এস দাগ	রেকর্ডীয় শ্রেণি	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একর)	সরেজমিনে বর্তমান অবস্থা	আবেদীত পরিমাণ (একর)
০১	পিরোজপুর	০১	৯৪৩	রাস্তা	০.০৭	পতিত ভিটি	০.০৩
			৯৫৯	রাস্তা	০.২২	পতিত ভিটি	০.০৪
			৯৬১	রাস্তা	০.০৭	পতিত ভিটি	০.০৪
০২	জৈনপুর	০১	৬৩	নদী	০.৩৯	পতিত নাল	০.০৫
			৪৩২	নদী	০.৩১	পতিত নাল	০.৩১
০৩	নরোত্তমপুর	০১	৩৯	হালট	০.৩৪	পতিত ভিটি	০.১৪
০৪.	ভাটিবন্দ	০১	১২৬	রাস্তা	০.২২	পতিত ভিটি	০.২২
			২৩৮	রাস্তা	০.২৮	পতিত ভিটি	০.২২
			২৯৪	রাস্তা	০.২২	পতিত ভিটি	০.২২
০৫.	চরভবনাথপুর	০১	১৮৪	রাস্তা	০.৬৫	পতিত ভিটি	০.৬৫
			৫২০	রাস্তা	০.২১	পতিত ভিটি	০.২১
			৫২২	রাস্তা	০.২৩	পতিত ভিটি	০.২৩
			৫৬০	রাস্তা	০.০৬	পতিত ভিটি	০.০৬
			৩৬৫	রাস্তা	০.৪১	পতিত ভিটি	০.৪১
			৬৩৩	রাস্তা	০.২৭	পতিত ভিটি	০.২৭
			৫৬১	রাস্তা	০.২৫	পতিত ভিটি	০.২৫
			৫৬২	রাস্তা	০.১৭	পতিত ভিটি	০.১৭

এমতাবস্থায়, দেশে বিরাজমান বেকার সমস্যার সমাধান ও শিল্পায়নের স্বার্থে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ভিশন-২১ এবং ভিশন ২০৪১ এর আওতাধীন সারা দেশে প্রাথমিকভাবে ১০০টি ইকোনমিক জোন গড়ার পরিকল্পনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়স্থ বালাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEZA) কর্তৃক অনুমোদনক্রমে নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলাধীন পিরোজপুর ইউনিয়নে আবেদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান সোনারগাঁ ইকোনকিম জোন লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ভৌত কাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে পিরোজপুর, জৈনপুর, নবোত্তমপুর, ভাটিবন্দ, চর লাউয়াদি ও চর ভবনাথপুর মৌজায় বিভিন্ন ব্যক্তিমালিকানাধীন ক্রয়কৃত ভুমির উপর ইকোনমকি জোন স্থাপনের কার্যক্রম শুর“ করেছে যার মাধ্যমে অত্র এলাকার হাজার হাজার লোকের আত্ম কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। আবেদীত ভুমি প্রতিষ্ঠানটির ক্রয়কৃত ভুমির ভেতরে অবস্থিত সরকারি খাস ভুমি। উক্ত সরকারি খাস ভুমি শ্রেণি পরিবতর্তি হয়ে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্রয়কৃত ভূমির ন্যায় পতিত ভিটি ও নাল শ্রেণিভুক্ত ভুমিতে রূপান্ড়রিত হয়েছে। যেহেতু আবেদীত সরকারি ভুমি সমূহ রূপান্ড়রিত হয়েছে। যেহেতু আবেদীত সরকারি ভুমি সমূহ রূপান্ড়রিত হয়ে বর্তমানে নদী, খাল হালট ও রাস্ড়া শ্রেণি পরিবর্তিত হয়ে পতিত নাল ও পতিত ভিটি শ্রেণিভুক্ত ভুমি হিসেবে পতিত অবস্থায় উক্ত ইকোনমিক জোনের অন্ড়র্ভুক্ত আছে। বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত শিল্প উন্নয়ণ ও বেকার সমস্যার সমাধানকল্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (বেজা) কর্তৃক বেসরকারি ইকোনমিক জোন প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনুমোদিত আবেদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান সোনারগাঁ ইকোনমিক জোন লি: এর অনুকুলে বন্দোবস্ড় প্রদান ও রেকর্ড হাল করণের আবেদন করেছেন। আবেদীতে ভুমি বন্দোবস্ড় প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রেণি পরিবর্তন প্রয়োজন মর্মে কানুনগো এবং সার্ভেয়ার কর্তৃক তদন্ড় প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।

অতএব, দাখিলকৃত প্রতিবেদনটি মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে প্রতিবেদনখানা অত্রসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ০৯ ফর্দ্দ।

জেলা প্রশাসক
নারায়নগঞ্জ

বি.এম. র“হুল আমিন রিমন
১৭.০৯.১৮
পরিচিতি নং ১৭২৫৮
সহকারী কমিশনার (ভূমি)

সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ।

অনুলিপি:

০১। জনাব লে: জেনারেল মাইনুল ইসলাম (অব:) উপদেষ্ট ও নিবাহী পরিচালক, সোনারগাঁ ইকোনমিক জোন, সাং ইউনিক ওভাল, ৪৫ কামাল আতার্তুক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ৩০.০৭.২০১৯ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"Present:
Mr. Justice Moyeenul Islam Chowdhury
And
Mr. Justice Md. Ashraful Kamal
30.07.2019
Ms. Syeda Rizwana Hasan, Advocate
----For the petitioner-applicant
Let the application dated 28.07.2019 for direction be kept with the record."

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ০১.১২.২০১৯ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"Present:
Mr. Justice Moyeenul Islam Chowdhury
And
Mr. Justice Md. Ashraful Kamal
01.12.2019
Mr.A. Al Masud Begh, Advocate
----For the respondent No.12

Let the fresh power along with no objection certificate filed on behalf of the respondent No.12 be accepted and kept with the record."

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
মোনেম বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট
১১১ বীর উত্তম সি. আর. দত্ত রোড, ঢাকা

পত্র নং ০৩.৭৫৯.০১৪.৫০.০০.০৫৫.২০১৬-১৮২৬ তারিখ: ২৭ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ১১ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: নোটিশ অব ডিমান্ড ফর জাস্টিস এর জবাব।

সূত্র: বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ল'ইযারস এসোসিয়েশন এর ০৯/০৭/২০১৮ তারিখের পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি, ২০১৫ এর সকল বিধি বিধান প্রতিপালন করে প্রায় ৫৫.০০৭৮ একর জমিতে সোনারগাঁও ইকোনমিক জোন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৪.০৮.২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) কর্তৃক প্রাক যোগ্যতাপত্র ইস্যু করা হয়েছিল। উলেণ্ঢখ্য প্রতিষ্ঠান পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ প্রাক যোগ্যতাপত্রে উলিণ্ঢখিত সকল শর্তসমূহ প্রতিপালন করার পরে অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০এর ধারা ৫ অনুযায়ী গেজেটের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা করা হয় এবং বর্ণিত নীতি অনুযায়ী বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলের লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশ সংক্রান্ড় ছাড়পত্র না পেলে প্রাক যোগ্যতাপত্র প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে কোন লাইসেন্স প্রদান করা হবে না মর্মে বেলা-কে অবহিত করা হয়েছিল (সংযুক্তি-১)

২। বেজা কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রাক যোগ্যতাপত্রের মেয়াদ ২১.০৭.২০১৮ তারিখে উত্তীর্ণ হয়। প্রাক যোগ্যতাপত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সোনারগাঁও ইকোনমিক জোন কর্তৃক ০৫.০৯.২০১৮ তারিখে আবেদন করা হয়। কিন্তু রিট পিটিশন নং ১৬৮৩/২০১৪ এর সূত্রে সিভিল মিসেলেনিয়াস পিটিশন নং ৮৩৫/২০১৮ তে মাননীয় আপিল বিভাগের ১৪.০৮.২০১৮ তারিখের আদেশে নিম্নরূপ নির্দেশনা থাকায় বেজা কর্তৃক প্রাক যোগ্যতাপত্রের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়নি;

“Accordingly, we direct respondent Nos. 11 and 12 to stop all kinds of earth filling and other activities in connection with Unique Hotel and Resorts Limited and Sonargoan Economic Zone in Mouza Char Bahbnathpur and Bhatibnndha in Sonargoan Upazila of Narayangoanj District.”

বিষয়টি প্রতিষ্ঠানকে পত্র মারফত জানিয়ে দেয়া হয়েছিল (সংযুক্তি) ২

৩। মাননীয় আদালতের আদেশ অনুসরণ করে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের প্রাক যোগ্যতাপত্রের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা, লাইসেন্স প্রদানের কোন ধরনের কার্যক্রমেই বেজা কর্তৃক গৃহীত হয়নি। তাই সূত্রে বর্ণিত পত্রের ১৩ নং নোটিশ গ্রহীতা কর্তৃক মাননীয় আদালতের আদেশ কোনরূপে অবমাননা করা হয়নি। এবং ভবিষ্যতে মাননীয় আদালতের সকল আদেশের

প্রতি অনুগত থেকে তা প্রতিপালনের জন্য ১৩ নং নোটিশ গ্রহীতা সকল সময়ে আন্ড়রিক থাকবে।

সংযুক্তি:
১। বেলা কর্তৃক পত্র গ্রহণের কপি সংযুক্ত
২। বেজা কর্তৃক প্রাক যোগ্যতাপত্রের মেয়াদ বৃদ্ধি না করার পত্র।

মুস্ড়ফিজুর রহমান
(উপসচিব)

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান
এ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট ও প্রধান নির্বাহী, বেলা
হাউজ-১৫/এ (৪র্থ ফ্লোর), রোড নং- ৩, ধানমন্ডি অবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৫।

অনুলিপি:

১। নির্বাহী চেয়ারম্যানের একান্ড় সচিব, বেজা (নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সিভিল মিসলেনিয়াস পিটিশন নং ৮৩৫/২০১৮-এ (হাইকোর্ট বিভাগের আদেশের তারিখ ০৯.০৮.২০১৮ রীট পিটিশন ১৬৮৩/২০১৪) বিগত ইংরেজী ০৫.০২.২০২০ তারিখে মাননীয় আপিল বিভাগ কর্তৃক আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

ORDER

On 15.11.2018 this Court directed the Division Bench of the High Court Division presided over by Moyeenul Islam Chowdhury, J., to hear and disposed of the Rule issued in Writ Petition No. 1683 of 2014 on merit expeditiously while disposing of the leave petition. In the meantime, Moyeenul Islam Chowdhury, J., has gone on retirement and as such it is necessary to assign another Court to dispose of the Rule.

We are inclined to direct the Division Bench of the High Court Division presided over by Md. Ashraful Kamal, J., to hear and dispose of the Rule issued in Writ Petition No. 1683 of 2014 expeditiously."

২০২০ সাল

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ২৩.০২.২০২০ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

" 23.02.2020

Mr. Murad Reza, Additional Attorney General

----For the respondents

Let this matter be fixed for hearing on 02.03.2020.

(Justice Md. Ashraful Kamal

Justice Razik Al Jalil)

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ০২.০৩.২০২০ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

" 02.03.2020

Mr. Wayesh Al- Haruni, Deputy Attorney General

----For the respondents

This matter is adjourned to 05.03.2020.

B.O. (Justice Md. Ashraful Kamal

Justice Razik Al Jalil, J.J.)

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ০৫.০৩.২০২০ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

" 05.03.2020

Ms. Syeda Rizwana Hasan, Advocate

----For the petitioner

Mr. Murad Reza, Additional Attorney General

---for the respondents

Heard-in-part and adjourned to 19.04.2020.

B.O. (Justice Md. Ashraful Kamal

Justice Razik Al Jalil, J.J.)

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ০৮.১১.২০২০ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

" 08.11.2020

Ms. Syeda Rizwana Hasan, Advocate

----For the petitioner

Mr. Murad Reza, Advocate

---for the respondents

পক্ষগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে অদ্য মোকদ্দমাটির শুনানী মুলতবী করা হলো। পরবর্তী শুনানী ২৩/১১/২০২০ এবং ২৪/১১/২০২০।

B.O. (Justice Md. Ashraful Kamal

Justice Razik Al Jalil, J.J.)

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ২৩.১১.২০২০ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

" 23.11.2020
Ms. Syeda Rizwana Hasan, Advocate
----For the petitioner
Mr. Shahriar Kabir, Advocate
---For the respondent No. 6
Mr. Abu Taleb, Advocate
----For the respondent No.11
Mr. Murad Reza, Advocate with
Mr. Ahsanul Karim, Advocate
---for the respondent No.12

Heard-in-part.

B.O. (Justice Md. Ashraful Kamal

Justice Razik Al Jalil, J.J.)

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ২৪.১১.২০২০ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

" 24.11.2020
Ms. Syeda Rizwana Hasan, Advocate
----For the petitioner
Mr. Shahriar Kabir, Advocate
---For the respondent No. 6
Mr. Abu Taleb, Advocate
----For the respondent No.11
Mr. Murad Reza, Advocate with
Mr. Ahsanul Karim, Advocate
---for the respondent No.12

Hearing concluded and judgment on 02.12.2020.

B.O. (Justice Md. Ashraful Kamal

Justice Razik Al Jalil, J.J.)

২০০৯ সাল থেকে অদ্য পর্যন্ত সোনারগাঁও উপজেলা প্রশাসনের সকল চিঠিপত্র, পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল চিঠিপত্র, হাইকোর্ট বিভাগের সকল আদেশ, আদালত অবমাননা মামলার আদেশ এবং আপীল বিভাগের আদেশসমূহ পর্যালোচনায় এটি দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, ১১ এবং ১২ নং প্রতিপক্ষ সোনারগাঁও উপজেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং আদালতের আদেশ নির্দেশ সত্ত্বেও সোনারগাঁও উপজেলাস্থ পিরোজপুর ইউনিয়নের

পিরোজপুর, জৈনপুর, চরহিস্যা, চর ভবনাথপুর, ভাটিয়াবান্দা এবং রতনপুর মৌজার কৃষি জমি, নিচু জমি এবং জলাভূমি (Wetlands) বেআইনীভাবে বালু দিয়ে ভরাট করে দখল করেছেন।

প্রাণ এবং পানি এক এবং অভিন্ন। যেখানে পানি নেই সেখানে প্রাণও নেই।

If there is no water, there is no life.

পানি ছাড়া মানুষ, প্রাণীকুল, গাছপালা, জীবজগৎ বাঁচতে পারে না। অথ্যাৎ যেখানে পানি নেই সেখানে মানুষও নেই, প্রাণীকুলও নেই, গাছপালাও নেই, জীবজগৎ নেই এবং অতিঅবশ্যই প্রাণও নেই।

শুধুমাত্র পানি না থাকার কারণে পৃথিবীর বাইরে আর কোন গ্রহ নক্ষত্রে প্রাণের কোন অস্থিত্ব এখনও বিজ্ঞানীরা পান নাই।

বাংলাদেশের অনলাইন পত্রিকা বিডি নিউজ ২৪.কম-এ বিগত ইংরেজী ১০ই মার্চ ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত ফারহিন সোহান কবির কর্তৃক "পানি নিয়ে যা কিছু অজানা" শীর্ষক লেখাটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

পানি নিয়ে যা কিছু অজানা

"কথায় বলে, কিছু কাজ নাকি 'পানির মতো সহজ'। কিন্তু বিজ্ঞানের রাজ্যে পানি কিন্তু খুব সহজ পদার্থ নয়। পানি নিয়ে জানার আছে অনেক কিছু। এই বিশ্বজগতে পানির ভূমিকা অপরিহার্য, আর প্রকৃতিতে পানির রয়েছে নানান মজার রূপে- কখনও বরফ, কখনও জলীয় বাস্প। পান করার জন্য আছে মিষ্টি পানি, সমুদ্রে আছে লোনা পানি, আরও যে কত কী। চলো আজ জেনে নেই এই পানি সম্পর্কিত মজার কিছু তথ্য:

* রাসায়নিক ভাবে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন মিলে পানি গঠিত হয়। পানির রাসায়নিক রূপ হচ্ছে H_2O।
* দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন পরমানুর রাসায়নিক বন্ধন দ্বারা একটি পানির অণু তৈরি হয়।

* জীবজগতের টিকে থাকার জন্য পানির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
* প্রকৃতিতে তিনটি অবস্থায় পানি পাওয়া যায়- কঠিন, তরল ও বায়বীয়।
* পানি বলতে আমরা মূলত H_2O এর তরল অবস্থাকে বুঝি। পানির কঠিন অবস্থাকে বরফ এবং বায়বীয় অবস্থাকে জলীয়বাস্প বলা হয়।
* ভুপৃষ্ঠের প্রায় ৭০ ভাগই পানি দ্বারা আবৃত।
* পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পানি রয়েছে তিনটি মহাসগরে। প্রশান্ত মহাসাগর এর মাঝে সবচেয়ে বড়। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর। আর ভারত মহাসাগর রয়েছে আকারের দিক থেকে তৃতীয় অবস্থানে। তোমরা জেনে অবাক হবে, আমাদের বঙ্গোপসাগর কিন্তু এই ভারত মহাসগরেরই একটা অংশ।
* প্রশান্ত মহাসাগরে রয়েছে মারিয়ানা ট্রেঞ্চ নামের এক অদ্ভুদ জায়গা। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম স্থান।
* চাঁদের এবং সূর্যের টান এবং পৃথিবীর ঘূর্ণন গতির কারণে সমুদ্রে জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি হয়। আর এই জোয়ার-ভাঁটার জন্যেই সমুদ্রের পানিতে ঢেউ দেখা যায়।
* প্রতি এক কেজি সমুদ্রের পানিতে প্রায় ৩৫ গ্রাম লবণ পাওয়া যায়।
* সাধারণ পানি ০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বরফে পরিণত হয়। কিন্তু সমুদ্রের পানিতে লবণ থাকায় তা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়ই বরফে পরিণত হয়ে যায়।
* পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ নদীর নাম নীলনদ, এই দৈর্ঘ্য ৬৬৫০ কিলোমিটার। দৈর্ঘ্যের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে আমাজন নদী। এর দৈর্ঘ্য ৬৪০০ কিলোমিটার।
* পানির একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে তা বিভিন্ন ধরণের চিনি, লবণ বা অম্ল জাতীয় বস্তুকে খুব সহজেই দ্রবীভূত করে ফেরতে পারে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিভিন্ন ধরণের তেল, মোম

বা চর্বি জাতীয় পদার্থ পানির সংস্পর্শে কখনোই গলবে না। এ জন্যই কথায় বলে- ‘তেলে-জলে মিশ খায় না।’

* বিশুদ্ধ পানির কোনো স্বাদ বা গন্ধ নেই।
* সাধারণ অবস্থায়, ১০০ ডিগ্রি সেলিসিয়াস তাপমাত্রায় গরম করলে পানি বাষ্পে পরিণত হয়। কিন্তু খূবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার, এভারেস্ট পর্বতের উপরে পানিকে বাষ্পে পরিণত করতে প্রয়োজন হবে মাত্র ৬৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, বায়ুমন্ডলের চাপ এবং উচ্চতাই এ জন্য দায়ী।
* সুদূর মঙ্গল গ্রহের পোলার আইস ক্যাপে বরফ অবস্থায় পানির অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। মঙ্গল গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা-এ বিতর্কের পথে এই আবিস্কারটি ছিলো একটি মস্ত বড় অগ্রগতি।
* তাপমাত্রা কমিয়ে ফেললে যে কোন পদার্থের আকার সংকৃচিত হয়। কিন্তু পানি এক্ষেত্রে একটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম। সম পরিমাণ পানিকে বরফে পরিণত করতে এর আয়তন বেড়ে যায়। এ কারণে শীতপ্রধান দেশে প্রায়ই দেখা যায়, বরফের প্রচন্ড চাপে পানির পাইপ ফেটে গিয়েছে।
* একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষকে দৈনিক আট গ্লাসের মতো পানি পান করতে বলা হয়। নিয়মিত পানি পান না করলে শরীরের কোষ থেকে পানি শুকিয়ে যেতে থাকে। পানি শুন্য অবস্থায় মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।
* শুধুমাত্র পান করা আর গৃহস্থালি কাজেই নয়, চাষাবাদের জন্যও পানি সেচের দরকার হয়। পানি সেচের মাধ্যমে কৃষিজমির মাটি নরম হয়ে সারের সঙ্গেমিশে উর্বর হয়ে ওঠে, ফলে সহজে ফসল জন্মাতে পারে।

১৯০২ সালে আমেরিকার “The Bureau of Reclamation” নামক সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমেরিকার পানি এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সম্পদ সাশ্রয়ী নিরাপদ ব্যবস্থা এবং পরিবেশ সম্মতভাবে আমেরিকার জনগনের স্বার্থে

ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন এবং সুরক্ষার নিমিত্তে। এই সংস্থাটির ওয়েব সাইট থেকে “Water Facts- Worldwide Water Supply” লেখাটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

Central California Area Office

Welcome to the Bureau of Reclamation California-Great Basin Reclamation/California-Great Basin/Area Offices/ CCAO/ ARWEC/ Water Facts - Worldwide Water Supply

Water Facts - Worldwide Water Supply

- *Water covers about 71% of the earth's surface.*
- *326 million cubic miles of water on the planet*
- *97% of the earth's water is found in the oceans (too salty for drinking, growing crops, and most industrial uses except cooling).*
- *320 million cubic miles of water in the oceans*
- *3% of the earth's water is fresh.*
- *2.5% of the earth's fresh water is unavailable: locked up in glaciers, polar ice caps, atmosphere, and soil; highly polluted; or lies too far under the earth's surface to be extracted at an affordable cost.*
- *0.5% of the earth's water is available fresh water.*
- *If the world's water supply were only 100 liters (26 gallons), our usable water supply of fresh water would be only about 0.003 liter (one-half teaspoon).*
- *In actuality, that amounts to an average of 8.4 million liters (2.2 million gallons) for each person on earth.*
- *This supply is continually collected, purified, and distributed in the natural hydrologic (water) cycle.*

Where Water is Found and the Percentage	*Oceans*	*97.2%*
	Ice Caps/Glaciers	*2.0%*
	Groundwater	*0.62%*
	Freshwater Lakes	*0.009%*
	Inland seas/salt lakes	*0.008%*

Atmosphere	*0.001%*
Rivers	*0.0001%*
TOTAL	*99.8381%*

If the Earth Were a Globe 28 Inches in Diameter:

- *All of the water on the planet would fill less than one cup.*
- *Only 0.03% of one cup is in rivers and fresh water lakes.*
- *Slightly more than one drop of water would fill all the rivers and lakes.*

If 5 Gallons Represents all the Water on Earth (in tablespoons):	*Oceans*	*1244.16*
	Ice Caps/Glaciers	*5.60*
	Groundwater	*7.93*
	Freshwater Lakes	*0.11*
	Inland seas/salt lakes	*0.10*
	Atmosphere	*0.0128*
	Rivers	*0.0012*
	TOTAL	***1277.9130***

Some of this lies too far under the earth's surface to be extracted at an affordable cost

Sources of Fresh Water

- *Groundwater - water which infiltrates into the ground through porous materials deeper into the earth. It fills pores and fractures in layers of underground rock called aquifers. Some of this water lies too far under the earth's surface to be extracted at an affordable cost.*
- *Surface-water runoff - precipitation that does not infiltrate into the ground or return to the atmosphere: streams, rivers, lakes, wetlands, and reservoirs.*
- *Snow that is 4 inches (10cm) deep contains about the same amount of water as 1/3 inch (1 cm) of rain.*

Water Use in the U.S.

- *8% domestic use*
- *33% agriculture*
- *59% industry*
- *Over 600 gallons per day per person in the U.S. is being diverted for farm irrigation and livestock use from natural aquatic sources.*
- *More than half the people in the U.S. get their water from groundwater.*

Measures of Water Use

- *Water withdrawal - taking water from groundwater or surface-water source and transporting it to a place of use.*
- *Water consumption - water that has been withdrawn and is not available for reuse in the area from which it is withdrawn.*
- *In the U.S. about three-fourths of the fresh water withdrawn each year comes from rivers, lakes and reservoirs; one-fourth comes from groundwater aquifers.*
- *80% of water withdrawn in the U.S. is used for cooling electric power plants and for irrigation.*

Home Water Use (Approximate)

Gallons	***Activity***
3	*Shaving and allowing the water faucet to run*
1.6-5	*Flushing a toilet*
5	*Brushing your teeth and allowing the water faucet to run*
8	*Cooking 3 meals*
8	*Cleaning house*
10	*Washing dishes for 3 meals*
20-30	*Washing clothes*
30	*Washing dishes and allowing the water faucet to r*
30-40	*Watering lawn*
30-40	*Washing a car*

30-40	*Taking a bath*
40	*8 minute shower (5 gallons/minute*

- *A leak that fills up a coffee cup in 10 minutes will waste over 3,000 gallons of water in a year. That's 65 glasses of water every day for a year.*
- *A leaky toilet can waste over 22,000 gallons of water in one year; enough to take three baths every day*

Garden Water Use

- *Americans use about 1/3 more water in the summer than they do the rest of the year because they're watering their lawns.*
- *There are about 10 million acres of lawn in the U.S., which requires 270 billion gallons of water every week. That's enough to give every person in the world a shower for four days in a row.*
- *Most lawns only need an inch of water each week.*

Water in the Body

- *Eye - 95% water*
- *Total body weight - 75% water*

How Much Water Does it Take to Produce Your Food?

Food	***Portion***	***Gallons of Water***
Orange Juice	*1 cup*	*49*
Orange	*1 medium*	*14*
Cantaloupe	*1 melon*	*160*
Broccoli	*2 cups*	*11*
Catsup	*1 ounce*	*3*
Corn	*1 ear*	*80*
Lettuce	*1 cup*	*3*
Tomato	*1 small*	*8*
Tomato Sauce	*4 ounces*	*13*

Butter	*1 pat*	*46*
Cheese	*1 ounce*	*56*
Milk	*1 cup*	*48*
Yogurt	*1 cup*	*88*
Beef Steak	*8 ounces*	*1,232*
Chicken	*8 ounces*	*330*
Egg	*1 each*	*50*
Hamburger	*4 ounces*	*616*
Tofu	*2 cups*	*61*
Almonds	*1 ounce*	*80*
Sugar	*1 Tablespoon*	*7*
White Rice	*2 cups*	*25*
Brown Rice	*2 cups*	*16*
Wheat Bread	*1 slice*	*7*
White Bread	*1 slice*	*11*
Pasta	*2 ounces*	*36*

Water Pollution

- *A gallon of paint or a quart of motor oil can seep into the earth and pollute 250,000 gallons of drinking water.*
- *A spilled gallon of gasoline can pollute 750,000 gallons of water.*

Sources

- *Aquatic Project WILD; Western Regional Environmental Education Council*
- *Flying Start Science-Water; Kim Taylor*
- *Folsom Dam Fact Sheets; Bureau of Reclamation*
- *Layperson's Guide to The American River; Water Education Foundation*
- *Living in the Environment, An Introduction to Environmental Science; G. Tyler Miller Jr.*

- *Water Facts; Water Education Foundation*
- *50 Simple Things Kids Can Do To Save The Earth; The Earth Works Group*

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত রেজুলেশন নং- ৬৯/২১৫ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

General Assembly

Sixty-ninth session
Agenda item 19(a)

Resolution adopted by the General Assembly on 19 December 2014

[on the report of the Second Committee (A/69/468/Add.1)]

69/215. International Decade for Action, "Water for Life", 2005-2015, and further efforts to achieve the sustainable development of water resources

The General Assembly,

Recalling its resolutions 47/193 of 22 December 1992 on the observance of World Day for Water, 55/196 of 20 December 2000, by which it proclaimed 2003 the International Year of Freshwater, 58/217 of 23 December 2003, by which it proclaimed the International Decade for Action, "Water for Life", 2005–2015, to commence on World Water Day, 22 March 2005, 59/228 of 22 December 2004, 61/192 of 20 December 2006, by which it proclaimed 2008 the International Year of Sanitation, 64/198 of 21 December 2009 on the midterm comprehensive review of the implementation of the Decade, 65/154 of 20 December 2010, by which it proclaimed 2013 the International Year of Water Cooperation and 67/204 of 21 December 2012 on the implementation of the International Year of Water Cooperation, 2013,

Recalling also its resolution 68/309 of 10 September 2014, in which it welcomed the report of the Open Working Group on Sustainable Development Goals and decided that the proposal of the Open Working Group contained in the report shall be the main basis for integrating sustainable development goals into the post-2015 development agenda, while recognizing that other inputs will also be considered, in

the intergovernmental negotiation process at the sixty-ninth session of the General Assembly,

Noting that in its report the Open Working Group proposes a goal of ensuring the availability and sustainable management of water and sanitation for all,

Recalling its resolution 68/157 of 18 December 2013 on the human right to safe drinking water and sanitation, and the relevant resolutions of the Human rights Council, including resolutions 24/18 of 27 September 20132 and 27/7 of 25 September 2014,

Recalling also Economic and Social Council resolution 1980/67 of 25 July 1980 on international years and anniversaries, the annex to which includes agreed guidelines and criteria for the proclamation of international years, and General Assembly resolutions 53/199 of 15 December 1998 and 61/185 of 20 December 2006 on the proclamation of international years,

Recalling further the Rio Declaration on Environment and Development and all its principles, Agenda 21, the Programme for the Further Implementation of Agenda 21, the Johannesburg Declaration on Sustainable Development, the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (Johannesburg Plan of Implementation), the outcome document of the high-level plenary meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals and the commitments made therein and the outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development, entitled "The future we want",

Recognizing that water is at the core of sustainable development, that it is critical for the eradication of poverty and hunger, and that it is indispensable for human health and well-being and central to achieving the Millennium Development Goals and other relevant internationally agreed goals in the economic, social and environmental fields,

Reaffirming the internationally agreed development goals on water and sanitation, including the Millennium Development Goals, and noting that there has been progress in halving by 2015 the proportion of the population without sustainable access to safe drinking water,

Noting that accelerated efforts are needed to halve the proportion of the population without sustainable access to basic

sanitation by 2015, and to develop integrated water resources management and water efficiency plans at all levels, and in this regard acknowledging the importance of cooperation at all levels, including support to developing countries, for the achievement of these goals,

Noting also national, regional and international efforts to implement the International Year of Sanitation, 2008, the International Year of Water Cooperation, 2013, and the International Decade for Action, "Water for Life", 2005–2015, and numerous recommendations from international and regional water and water-related events, with a view to taking concrete actions to accelerate progress at all levels towards achieving the internationally agreed water-related goals contained in Agenda 21, the Programme for the Further Implementation of Agenda 21, the United Nations Millennium Declaration, the Johannesburg Plan of Implementation and the outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development, entitled "The future we want",

Noting further the holding of the sixth World Water Forum in Marseille, France, from 12 to 17 March 2012, and noting that the seventh World Water Forum will be held in Daegu and Gyeongbuk, Republic of Korea, from 12 to 17 April 2015,

Noting that the Third World Conference on Disaster Risk Reduction will be held in Sendai, Japan, from 14 to 18 March 2015, where the issue of integrated water resources management will be discussed, among other issues,

Noting also the World Water Development Reports, a joint project of United Nations agencies and entities,

1. Takes note of the reports of the Secretary-General;

2. Welcomes the activities related to water undertaken by Member States, the United Nations Secretariat and organizations of the United Nations system, inter alia, through inter-agency work, as well as contributions from major groups, for the observance of the International Year of Sanitation, 2008, the International Year of Water Cooperation, 2013, and the International Decade for Action, "Water for Life", 2005–2015;

3. Encourages Member States, the Secretariat, organizations of the United Nations system through their

*coordination mechanisms, including UN-Water, and major groups to accelerate their efforts to achieve the internationally agreed water-related goals contained in Agenda 21 the Programme for the Further Implementation of Agenda 21, the United Nations Millennium Declaration, the Johannesburg Plan of Implementation***Error! Bookmark not defined.** *and the outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development, entitled "The future we want";*

4. Invites the President of the General Assembly to convene during the week following World Water Day on 22 March 2015 a one-day high-level interactive dialogue of the sixty-ninth session of the Assembly in New York on a comprehensive review of the progress achieved in the implementation of the Decade, including the best practices and lessons learned relevant to the achievement of sustainable development;

5. Welcomes the offer of the Government of Tajikistan to host and fund, in June 2015, a high-level international conference on the implementation of the Decade, as a contribution to the comprehensive review of the Decade;

6. Stresses the importance of the full involvement of all relevant stakeholders, including women, children, older persons, persons with disabilities, indigenous peoples and local communities, in the implementation of the Decade at all levels and, as appropriate, in its comprehensive review;

7. Invites the Secretary-General, in cooperation with UN-Water, the specialized agencies, the regional commissions and other organizations of the United Nations system, to engage, as appropriate, in the comprehensive review of the Decade and take appropriate actions to support Member States in the implementation of the Decade during its remaining period;

8. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its seventy-first session on the implementation of the present resolution elaborating, inter alia, on the evaluation of the Decade, in accordance with Economic and Social Council resolution 1980/67.

75th plenary meeting
19 December 2014

উপরিল্লিখিত লেখা থেকে এটি কাঁচের মত পরিস্কার যে, পৃথিবীর উপরিভাগের ৭১% পানি দ্বারা আবৃত থাকলেও উহার মাত্র ৩% Fresh Water তথা ব্যবহারযোগ্য পানি।

অর্থাৎ পৃথিবীর ৯৭% পানি সমুদ্রের যা লবনাক্ততার কারণে যেমনি পানযোগ্য নয় তেমনি ফসল উৎপাদনেও ব্যবহারযোগ্য নয়।

আবার পৃথিবীর ৩% Fresh Water তথা ব্যবহারযোগ্য পানির মধ্য হতে ২.৫% পানি মাটি, বায়ুমন্ডল, গ্লাসিয়ার (Glaciers) এবং পোলার আইস ক্যাপ (polar ice caps)-এ আবদ্ধ থাকার কারণে, চরম দূষিত থাকার কারণে এবং মাটির অনেক গভীরে থাকার কারণে ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

অর্থাৎ পৃথিবীর ৩% Fresh Water তথা ব্যবহারযোগ্য পানির মধ্য হতে মাত্র ০.৫% সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জীবনধারন ও ব্যবহারের জন্য, সমগ্র পৃথিবীর প্রাণীকুলের বেঁচে থাকার জন্য এবং সমগ্র পৃথিবীর শাক, সবজি এবং ফল উৎপাদনের জন্য মূলত মজুদ আছে।

সুতরাং এটি দ্ব্যার্থহীনভাবে বলা যায় যে, পৃথিবীর জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাক না কেন এবং প্রাণীকুল ও ফসলাদির উৎপাদন যতই বাড়ানো হোক না কেন Fresh Water তথা ব্যবহারযোগ্য পানি ঐ ০.৫% নির্ধারিত। কারণ ০.৫% এর উপর Fresh Water তথা ব্যবহারযোগ্য পানি বাড়ানোর কোন উপায় নাই।

এখন আমরা দেখবো পৃথিবীর Fresh Water তথা ব্যবহারযোগ্য পানির উপরিল্লিখিত ০.৫% কোথায় সংরক্ষিত আছে। এই ০.৫% Fresh Water তথা ব্যবহারযোগ্য পানি নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, পুকুর-দীঘি, এবং সকল প্রকার জলাভূমি (Wetlands) তে অবস্থিত।

সুতরাং Fresh Water তথা ব্যবহারযোগ্য পানির উপরিল্লিখিত ০.৫% যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং এর সর্বোত্তম ব্যবহার মানব জাতির জন্য একান্ত অপরিহার্য।

সেই গুরুত্ব অনুধাবন করেই ১৯৭১ সালে ইরানের রামশার শহরে একটি আন্তরাষ্ট্রীয় চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় যা রামশার কনভেনশন নামে পরিচিত।

আইন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত আইন শব্দকোষ-এ জলাভূমি তথা WETLANDS এর সংজ্ঞা প্রদান পূর্বক বলা হয়েছে যে,

''যে সকল এলাকায় সারা বৎসর ধরিয়া অথবা পর্যায়ক্রমে জমিতে পানি থাকে অথবা জমি ভূপৃষ্ঠের নীচে থাকে। জলাভূমিতে যে পানি থাকে তাহা সাধু পানি, লবনাক্ত পানি অথবা হঠাৎ ঘোলা পানি হইতে পারে। বিভিন্ন প্রকার জলাভূমির মধ্যে রহিয়াছে- জলাভূমি, জলা বা বিল, পার্কপূর্ণ জমি এবং অনুরূপ অন্যান্য এলাকা।''

রামশার (RAMSAR) কনভেনশন মোতাবেক জলাভূমির (WET LANDS) যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয় তা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"*wetlands are areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six matres.*"

"জলাভূমির কনভেনশন" **"The Convention on Wetland" তথা রামশার (RAMSAR) কনভেনশন হলো একটি আন্তরাষ্ট্রীয় চুক্তি যা ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ সালে ইরানের *"রামশার"* শহরে গৃহীত হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং এর টেকসই ব্যবহারের উপর এটি প্রথম আন্তরাষ্ট্রীয় আধুনিক বৈশ্বিক চুক্তি। চুক্তিটি মে ২০১৫ এর মধ্যে বিশ্বের ১৬৯ টি দেশ অনুমোদন করে। বাংলাদেশে উক্ত কনভেশনটি বিগত ইংরেজী ২১.০৯.১৯৯২ থেকে কার্যকর হয়ে চলমান।**

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat তথা রামশার কনভেনশন নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat

Ramsar, 2.2.1971
as amended by the Paris Protocol of 3.12.1982
and the Regina Amendments of 28.5.1987

Paris 13 July, 1994 Director, Office of International Standards and Legal Affairs United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

The Contracting Parties,

Recognizing *the interdependence of Man and his environment;*

Considering *the fundamental ecological functions of wetlands as regulators of water regimes and as habitats supporting a characteristic flora and fauna, especially waterfowl;*

Being *convinced that wetlands constitute a resource of great economic, cultural, scientific, and recreational value, the loss of which would be irreparable;*

Desiring *to stem the progressive encroachment on and loss of wetlands now and in the future;*

Recognizing *that waterfowl in their seasonal migrations may transcend frontiers and so should be regarded as an international resource;*

Being *confident that the conservation of wetlands and their flora and fauna can be ensured by combining for sighted national polities with co-ordinated international action;*

Have agreed as follows:

Article 1

1. *For the purpose of this Convention wetlands are areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six matres.*

2. *For the purpose of this Convention waterfowl are birds ecologically dependent on wetlands.*

Article 2

1. *Each Contracting Party shall designate suitable wetlands within its territory for inclusion in a List of Wetlands of International Importance, hereinafter referred to as "the List" which is maintained by the bureau established under Article 8. The boundaries of each wetland shall be precisely described and also delimited on a map and they may incorporate riparian and coastal zones adjacent to the wetlands, and islands or bodies of marine water deeper than six metres at low tide lying within the wetlands, especially where these have importance as waterfowl habitat.*

2. *Wetlands should be selected for the List on account of their international significance in terms of ecology, botany, zoology, limnology or hydrology. In the first instance wetlands of international importance to waterfowl at any season should be included.*

3. *The inclusion of a wetland in the List does not prejudice the exclusive sovereign rights of the Contracting Party in whose territory the wetland is situated.*

4. *Each Contracting Party shall designate at least one wetland to be included in the List when signing this Convention or when depositing its instrument of ratification or accession, as provided in Article 9.*

5. *Any Contracting Party shall have the right to add to the List further wetlands situated within its territory, to extend the boundaries of those wetlands already included by it in the List, or, because of its urgent national interests, to delete or restrict the boundaries of wetlands already included by it in the List and shall, at the earliest possible time, inform the organization or government responsible for the continuing bureau duties specified in Article 8 of any such changes.*

6. *Each Contracting Party shall consider its international responsibilities for the conservation, management and wise use of migratory stocks of waterfowl, both when designating entries for the List and when exercising its right to change entries in the List relating to wetlands within its territory.*

Article 3

1. *The Contracting Parties shall formulate and implement their planning so as to promote the conservation of the wetlands included in the List, and as far as possible the wise use of wetlands in their territory.*

2. *Each Contracting Party shall arrange to be informed at the earliest possible time if the ecological character of any wetland in its territory and included in the List had changed, is changing or is likely to change as the result of technological developments, pollution or other human interference. Information on such changes shall be passed without delay to the organization or government responsible for the continuing bureau duties specified it Article 8.*

Article 4

1. *Each Contracting Party shall promote the conservation of wetlands and waterfowl by establishing nature reserves on wetlands, whether they are included in the List or not, and provide adequately for their wardening.*

2. *Where a Contracting Party in its urgent national interest, deletes or restricts the boundaries of a wetland included in the List, it should as far as possible compensate for any loss of wetland resources, and in particular it should create additional nature reserves for waterfowl and for the protection, either in the same area or elsewhere, of an adequate portion of the original habitat.*

3. *The Contracting Parties shall encourage research and the exchange of data and publications regarding wetlands and their flora and fauna.*

4. *The Contracting Parties shall endeavour through management to increase waterfowl populations on appropriate wetlands.*

5. *The Contracting Parties shall promote the training of personnel competent in the fields of wetland research, management and wardening.*

Article 5

The Contracting Parties shall consult with each other about implementing obligations arising from the Convention especially in the case of a wetland extending over the territories of more than one Contracting Party or where a water system is shared by Contracting Parties. They shall at the same time endeavour to co-ordinate and support present and future policies and regulations concerning the conservation of wetlands and their flora and fauna.

Article 6

1. *There shall be established a Conference of the Contracting Parties to review and promote the implementation of this Convention. The Bureau referred to in Article 8, paragraph 1, shall convene ordinary meetings of the Conference of the Contracting Parties at intervals of not more than three years, unless the Conference decides otherwise, and extraordinary meetings at the written requests of at least one third of the Contracting Parties. Each ordinary meeting of the Conference of the Contracting Parties shall determine the time and venue of the next ordinary meeting.*

2. *The Conference of the Contracting Parties shall be competent;*

   (a) *to discuss the implementation of this Convention;*

   (b) *to discuss additions to and changes in the List;*

   (c) *to consider information regarding changes in the ecological character of wetlands included in the List provided in accordance with paragraph 2 of Article 3;*

   (d) *to make general or specific recommendations to the Contracting Parties regarding the conservation, management and wise use of wetlands and their flora and fauna;*

   (e) *to request relevant international bodies to prepare reports and statistics on matters which are essentially international in character affecting wetlands;*

   (f) *to adopt other recommendations, or resolutions, to promote the functioning of this Convention.*

3. *The Contracting Parties shall ensure that those responsible at all levels for wetlands management shall be informed of, and take into consideration, recommendations of such Conferences concerning the conservation, management and wise use of wetlands and their flora and fauna.*

4. *The Conference of the Contracting Parties shall adopt rules of procedure for each of its meetings.*

5. *The Conference of the Contracting Parties shall establish and keep under review the financial regulations of this Convention. At each of its ordinary meetings, it shall adopt the budget for the next financial period by a two-thirds majority of Contracting Parties present and voting.*

6. *Each Contracting Party shall contribute to the budget according to a scale of contributions adopted by unanimity of the Contracting Parties present and voting at a meeting of the ordinary Conference of the Contracting Parties.*

Article 7

1. *The representatives of the Contracting Parties at such Conferences should include persons who are experts on wetlands or waterfowl by reason of knowledge and experience gained in scientific, administrative or other appropriate capacities.*

2. *Each of the Contracting Parties represented at a Conference shall have one vote, recommendations, resolutions and decisions being adopted by a simple majority of the Contracting Parties present and voting, unless otherwise provided for in this Convention.*

Article 8

1. *The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources shall perform and continuing bureau duties under this Convention until such time as another organization or government is appointed by a majority of two-thirds of all Contracting Parties.*

2. *The continuing bureau duties shall be, inter alia;*

   (a) *to assist in the convening and organizing of Conferences specified in Article 6;*

   (b) *to maintain the List of Wetlands of International Importance and to be informed by the Contracting Parties of any additions, extensions, deletions or restrictions concerning wetlands included in the List provided in accordance with paragraph 5 of Article 2;*

   (c) *to be informed by the Contracting Parties of any changes in the ecological character of wetlands included in the List provided in accordance with paragraph 2 of Article 3;*

   (d) *to forward notification of any alterations to the List, or changes in character of wetlands included therein, to all Contracting Parties and to arrange for these matters to be discussed at the next Conference;*

   (e) *to make known to the Contracting Party concerned, the recommendations of the Conferences in respect*

of such alterations to the List or of changes in the character of wetlands included therein.

Article 9

1. *This Convention shall remain open for signature indefinitely.*

2. *Any member of the United Nations or of one of the Specialized Agencies or of the International Atomic Energy Agency or Party to the Stature of the International Court of Justice may become a Party to this Convention by:*

   (a) signature without reservation as to ratification;

   (b) Signature subject to ratification followed by ratification;

   (c) accession.

3. *Ratification or accession shall be effected by the deposit of an instrument of ratification or accession with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (hereinafter referred to as "the Depositary").*

Article 10

1. *This Convention shall enter into force for months after seven States have become Parties to the Convention in accordance with paragraph 2 of Article 9.*

2. *Thereafter this Convention shall enter into force for each Contracting Party four months after the day of its signature without reservation as to ratification, or its deposit of an instrument of ratification or accession.*

Article 10 bis

1. *This Convention may be amended at a meeting of the Contracting Parties convened for that purpose in accordance with this article.*

2. *Proposals for amendment may be made by any Contracting party.*

3. *The text of any proposed amendment and the reasons for it shall be communicated to the organization or government performing the continuing bureau duties under the Convention (hereinafter referred to as "the Bureau") and shall promptly be communicated by the Bureau to all Contracting parties. Any comments on the text by the Contracting Parties shall be Communicated to the Bureau within three months of the date on which the amendments were communicated to the Contracting Parties by the Bureau. The Bureau shall, immediately after the last day for submission of comments, communicate to the Contracting Parties all comments submitted by that day.*

4. *A meeting of Contracting Parties to consider an amendment communicated in accordance with paragraph 3 shall be convened by the Bureau upon the written request of one third of the Contracting Parties. The Bureau shall consult the Parties concerning the time and venue of the meeting.*

5. *Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting Parties present and voting.*

6. *An amendment adopted shall enter into force for the Contracting parties which have accepted it on the first day of the fourth month following the date on which two thirds of the Contracting Parties have deposited an instrument of acceptance with the Depositary. For each Contracting Party which deposits an instrument of acceptance after the date on which two thirds of the Contracting Parties have deposited an instrument of acceptance, the amendment shall enter into force on the first day of the fourth month following the date of the deposit of its instrument of acceptance.*

Article 11

1. *This Convention shall continue in force for an indefinite period.*

2. *Any Contracting Party may denounce this Convention after a period of five years from the date on which it entered into force for that Party by giving written notice thereof to the Depositary. Denunciation shall take effect four months after the day on which notice thereof is received by the Depositary.*

Article 12

1. *The Depositary shall inform all States that have signed and acceded to this Convention as soon as possible of:*

   (a) Signatures to the Convention;

   (b) deposits of instruments of ratification of this Convention;

   (c) deposits of instruments of accession to this Convention;

   (d) the date of entry into force of this Convention;

   (e) notifications of denunciation of this Convention.

2. *When this Convention has entered into force, the Depositary shall have it registered with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter.*

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention.

DONE at Ramsar this 2nd day of February 1971, in a single original in the English, French, German and Russian languages, all texts being equally authentic which shall be deposited with the Depositary which shall send true copies thereof to all Contracting Parties.

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় The 4th Strategic Plan 2016 – 2024

নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

Adopted by the 12th Meeting of the Conference of the Parties at Punta del Este, Uruguay, 1-9 June 2015, through Resolution XII.2

The 4th Strategic Plan 2016 – 2024

The Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat – the "Ramsar Convention"

The Mission of the Ramsar Convention

Conservation and wise use of all wetlands through local and national actions and international cooperation, as a contribution towards achieving sustainable development throughout the world.

To achieve this Mission it is essential that vital ecosystem functions and the ecosystem services they provide to people and nature are fully recognized, maintained, restored and wisely used.

Rationale

A Vision for the 4th Strategic Plan

"Wetlands are conserved, wisely used, restored and their benefits are recognized and valued by all"

Background

1. *This is the 4th Strategic Plan of the Ramsar Convention, the first of which was prepared in 19971 . The work of the Convention has since 1997 been organized around three pillars: i) the wise use of all wetlands through national plans, policies and legislation, management actions and public education; ii) the designation and sustainable management of suitable wetlands for inclusion on the list of Wetlands of International Importance; and iii) international cooperation on transboundary wetlands and shared species.*

2. *The wise use of wetlands is the key concept orienting the work of the Ramsar Convention. "Wise use of wetlands" is defined as "the maintenance of their ecological character, achieved through the implementation of ecosystem approaches, within the context of sustainable development". Wise use therefore has at its heart the conservation and sustainable use of wetlands and their resources, for the benefit of people and nature.*

3. *In the context of implementation of wetland activities under the Convention on Biological Diversity the Ramsar Convention is recognized as the lead and both conventions are striving to strengthen the cooperation and explore possibilities of synergy. In 2014 the Conference of Parties to the Convention on Biological Diversity invited the*

Ramsar Convention to provide elements of advice concerning the funding that may be referred to the Global Environmental Facility through the Conference of Parties to the Convention on Biological Diversity2 .

Importance of Wetlands

4. *The Ramsar Convention is the first Multilateral Environmental Agreement (MEA) at the global level, adopted in 1971. The Ramsar Sites network constitutes the largest network of officially recognized internationally important areas in the world. This network of wetlands, comprising 2,208 Ramsar Sites covering 210.73 million hectares as of 8 June 2015, constitutes the backbone of a global network of wetlands that maintain vital functions and provide ecosystem services for both people and nature. The identification and the management of these wetlands, for conservation and sustainability, is a core purpose of the Convention, essential for the realization of long-term benefits for biological diversity and people taking into account different approaches and visions.*

5. *Wetlands are areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six metres.*

6. *Wetlands deliver a wide range of ecosystem services such as biodiversity, water supply, water purification, climate regulation, flood regulation, coastal protection, useful fibres, spiritual and cultural inspiration and tourism.*

7. *Wetlands play a key role in economic activity linked to transportation, food production, water risk management, pollution control, fishing and hunting, leisure and the provision of ecological infrastructure.*

8. *Most of the water we collect and use comes from wetlands . However, water is unevenly distributed and today, over 700 million people live without access to safe drinking water. In addition 2.5 billion people lack sanitation impacting further on wetlands.*

9. *Wetlands are too often equated with wastelands and there is little awareness of the vital services that wetlands bring.*

Trends in Wetlands

10. *At a global level, the Millennium Ecosystem Assessment6 found that inland and coastal wetland ecosystems were (in 2005) being lost at a rate faster than that of any other ecosystem, and the trend towards loss of wetlands resources has not been reversed since. The primary indirect drivers of this degradation and loss are identified as population growth and change in economic activity; the primary direct drivers of degradation and loss are identified as infrastructure development, land conversion, water use, eutrophication and pollution, overharvesting,*

overexploitation of wetland resources, climate change and invasive alien species.

11. *A recent study of long-term and recent trends in global wetland area, based on a review of 189 reports of change in wetland areas finds that the reported long-term loss of natural wetlands averages between 54% and 57% but that loss may have been as high as 87% since 1700 AD. There has been a much (3.7 times) faster rate of wetland loss during the 20th and early 21st centuries, with a loss of 64% to 71%of wetlands since 1900. Conversion of coastal natural wetlands has accelerated more than that of inland natural wetlands in the 20th century and that conversion and loss is continuing in all parts of the world, and particularly rapidly in Asia.*

12. *In the report Changes in the Global value of Ecosystem Services8 , the costs of loss of freshwater wetlands worldwide from 1997 to 2011 has been valued at US$2.7 trillion per year, the costs of loss of tidal marshes / mangroves has been estimated at US$7.2 trillion per year and the loss of coral reefs has been estimated at US$11.9 trillion.*

13. *The report The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Water and Wetlands9 notes that values of inland and coastal ecosystems services are typically higher than for other ecosystem types, that the "nexus" between water, food and energy is one of the most fundamental relationships – and increasing challenges – for societies, that wetlands provide ecological infrastructure that can help to reach a range of policy objectives, that wetland loss can lead to significant loss of human well-being and have negative economic impacts on communities, countries and businesses, and that wetlands-related and water-related ecosystem services need to become an integral part of water management in order to make the transition to a resourceefficient, sustainable economy.*

14. *The Convention on Biological Diversity's Global Biodiversity Outlook 410 also indicates that the trend of wetland loss and degradation is worsening. In contrast to natural wetlands, however, it notes that the area of human-made wetlands tends to be increasing, but the quality of these may be lower than that of the ones destroyed. Despite the partly good progress, additional action is required to achieve global Aichi Biodiversity Targets for 2020. For achieving the 2050 vision of an end to biodiversity loss in conjunction with key human development goals for climate change, combating desertification and land degradation, requires changes in society including much more efficient use of land, water, energy and materials, rethinking our consumption habits and in particular addressing trends in food production.*

Global Context

15. ***Report of the Open Working Group on Sustainable Development Goals.*** *It is anticipated that all wetlands and the Ramsar Sites network will have a direct relevance for*

any Sustainable Development Goals which are related to water quality and supply, food and water security, adaptation to climate change, energy supply, healthy living, biodiversity and sustainable use of ecosystems, sustainable human settlements, poverty eradication, innovation and the development of appropriate infrastructure.

16. *The Ramsar Sites network, and the effective management of Ramsar Sites and more widely the wise use of rest of the world's wetlands is an essential contribution to the work of not only the Convention on Biological Diversity but also the other Multilateral Environmental Agreements such as the Convention on Migratory Species, the UN Framework Convention on Climate Change and the UN Convention to Combat Desertification, and the water-related Conventions.*

Review of Progress in the Implementation of the Third Strategic Plan

17. *A review of progress with implementation of the 3rd Strategic Plan was made on the basis of National Reports to COP11 and responses by Contracting Parties and Ramsar partners to a questionnaire on the Strategic Plan in 2014.*

18. *The main conclusion of the review of implementation of the 3rd Strategic Plan was that at an overall, global level, the implementation of the 3rd Strategic Plan can be characterized as a work in progress. It is noted that a number of core aspects of the Convention, such as the wise use of wetlands identification of potential Ramsar Sites, inventories, preparation of management plans, monitoring of Site status and ecological character, and reporting under the Convention continue to require regular attention and action.*

19. *The other main finding is that there is an increasing sense of urgency amongst Contracting Parties in the face of accelerating degradation and loss of wetlands and that responding to this requires enhanced engagement with drivers of loss and degradation in order to prevent, stop and reverse degradation through a mainstreaming of wetland values in public and private investments and management of wetlands.*

Priority Areas of Focus12 for the Convention in the Next Nine Years

20. *This summary of priority focus areas of the Ramsar Contracting Parties for the implementation of the Convention in the 2016 – 2024 period is drawn from National Reports to COP11, from the questionnaire on the 4th Strategic Plan completed by many Contracting Parties and partners in 2014, and from feedback received during the Pre-COP regional consultations in Africa, the Americas, Asia, and Europe in October and November 2014.*

21. ***Preventing, stopping and reversing the loss and degradation of wetlands:*** *The largest changes in loss of wetlands continue to be from unsustainable agriculture, forestry and extractive industries, especially oil, gas and mining, the impacts of population growth (including migration and urbanization) and changes in land use that override environmental considerations. Addressing and engaging the drivers behind these pressures on wetlands is a condition for limiting, adapting to, and mitigating their impacts. Realization of this fact and its consideration in planning and decision-making requires that wetland resources and wetland ecosystem benefits are measured, valued and understood widely within societies.*

22. ***Science-based advice and guidance:*** *Enhancing the generation and delivery of science based advice and guidance to practitioners and policy makers through the STRP and CEPA processes.*

23. ***Climate change and wetlands:*** *The critical importance of wetlands for climate change mitigation and adaptation is understood.*

24. ***Information about ecosystem functions and the ecosystem services they provide to people and nature:*** *The services, benefits, values, functions, goods and products that wetlands provide have not yet been integrated in national development plans. The lack of recognition of the role of wetlands to be able to exercise fully the human right to water and poverty reduction, is an important factor in its reduction as well as in the modesty of the efforts invested in restoring wetlands. The integral values and benefits, both material or non-material for people and nature, in a non-consumptive approach include spiritual, existential and future-oriented values.*

25. ***Communicating ecosystem functions and the ecosystem services they provide to people and nature:*** *Mainstreaming wetland values and enhancing the visibility of the Convention through reaching out with effective communications to decision makers and the wider public. This should contribute to an enhanced understanding of the contribution of wetland values to people's livelihoods and health, economic development and biodiversity, soil and water.*

26. ***Enhancing cooperation:*** *Coordinating / participating in cooperation platforms13 (site level, city, river, lake and groundwater basins, national, regional and global levels), to promote mainstreaming of wetland values within water, soil and biodiversity management and public and private investments bringing together site and other managers, key private and public stakeholders.*

27. ***Implementing the Convention:*** *Improving compliance with Ramsar provisions concerning Ramsar Site updates, inventories of all wetlands and Wetlands of International Importance, maintenance of ecological character and management of sites, improving the ecological character where not good enough, especially on the Montreux*

Record, the preparation of management planning processes for all Ramsar Sites, and implementation of such management planning on the ground through the presence of staff, appropriate infrastructure and other resources.

28. ***Identifying and designating wetlands as Ramsar Sites and transboundary Ramsar Sites,*** *based on national inventories to ensure their protection for the future and the inclusion of underrepresented wetland types in the Ramsar Site network.*

29. ***Wise use of wetlands:*** *Wetlands that are providing local, basin-level, national, regional and global benefits, are well and actively managed to ensure that the ecological functions are maintained.*

30. ***Invasive alien species:*** *Acting to limit and eradicate invasive species in wetlands.*

31. ***Strengthen and support the full and effective participation*** *and the collective actions of stakeholders, including indigenous peoples and local communities, for the existence of sustainable, comprehensive and wise use of wetlands.*

32. ***Synergies:*** *Enhancing efforts to streamline procedures and processes including reporting and to facilitate data sharing amongst parties responsible for – or cooperating in – the implementation of this and other MEAs and related agreements. Through cooperation, aim to increase the identification of synergies with collaborating MEAs and other international processes at national and global levels.*

33. ***Financing:*** *Financing is needed to manage wetlands. The cost for non-action may be severe. Adequate financing is a particular challenge in many countries, especially developing countries.*

34. ***Basin perspective:*** *Analysing and expressing wetland functions and the ecosystem services they provide to people and nature at river, lake and groundwater basin level, engaging with the stakeholders is necessary to recognize wetlands as part of a wider water cycle.*

Implementing the 4th Strategic Plan

35. *The 4th Strategic Plan 2016 – 2024 calls for actions to be undertaken by the Contracting Parties, supported by the Secretariat, the Ramsar Regional Initiatives, the Scientific and Technical Review Panel (STRP) and the CEPA (Communications, Education, Participation and Awareness) network, and in collaboration with International Organization Partners (IOPs) and other international and intergovernmental organizations and MEAs.*

36. *Contracting Parties should implement the Strategic Plan at national and regional levels by developing national wetlands policies, strategies, action plans, projects and*

programmes or other appropriate ways to mobilize action and support for wetlands. This can be part of or supplement to the National Biodiversity Strategy Action Plan.

37. *It is understood that the Contracting Parties differ substantially in their situations and in their ability to implement the Convention. Each Party is encouraged to establish its own priorities within the Strategic Plan, develop its own work plan for implementing them, and consider its own use of its own resources. This strategic plan should be implemented as a contribution to the other internationally agreed environmental goals and targets.*

38. *Contracting Parties are encouraged to synergize their efforts aimed at implementing the Convention with measures that they take to implement the Convention on Biological Diversity, the UN Convention on Migratory Species, the UN Framework Convention on Climate Change, the UN Convention to Combat Desertification, and other regional and global MEAs as they deem appropriate.*

Enabling Conditions for Implementation

39. *The successful achievement of the 4th Ramsar Strategic Plan depends on the commitment and engagement of Contracting Parties and other stakeholders. Based on views expressed by Contracting Parties during the consultative process for the preparation of this Strategic Plan, a certain number of factors that will enable and facilitate implementation have been identified. Contracting Parties and Convention partners are urged to cooperate in the implementation of these measures.*

Resource Mobilization

40. *International and national funding sources committed to the conservation and wise use of wetlands have been facilitated through private, public, national and international resources from all sources including the Global Environmental Facility. Despite this development, the funds available are insufficient to achieve the full suite of goals and targets expressed in this plan. Effective mobilization of additional resources for wetland conservation and wise use, and for engaging with drivers of wetland degradation and loss, is required at local, national, regional and global levels. This mobilization can be achieved through the Resource Mobilization and Partnership Framework and the efforts of Contracting Parties, Ramsar Regional Initiatives, IOPs and the Secretariat's Partnership Unit.*

Outreach and Promotion of the 4th Strategic Plan

41. *The Secretariat's activities in Communications will be enhanced, including CEPA (communications, education, participation and awareness raising), to enable the Convention to be better known and its mission more widely*

recognized, as well as increasing involvement of the target audience in wetlands issues. These efforts will support the CEPA Focal Points network and the outreach and promotion activities of Contracting Parties.

Partnerships

42. The wise use of wetlands and their resources will ultimately involve a range of actors well beyond those responsible for the management and maintenance of Ramsar Sites and other wetlands. This holds at local, national, regional and global levels where existing partnerships with Ramsar Regional Initiatives, IOPs and MEAs should be strengthened and new partnerships with civil society and the business sector forged in order to enhance Convention implementation and reverse the rates of loss and degradation of wetlands.

International Cooperation

43. The Ramsar Convention has put in place a series of arrangements for international cooperation in order to link Ramsar with global debates and processes related to sustainable development including water, livelihoods, biodiversity, disaster risk reduction, resilience and carbon sinks. These relationships will be consolidated over the coming period.

- *The Ramsar Convention is the lead partner in the implementation of activities related to wetlands under the Convention on Biological Diversity (CBD) and has a responsibility to offer political, technical and scientific advice and guidance to the CBD and enhance cooperation between the two conventions at all levels.*

- *The Parties to the Ramsar Convention have granted IOP status to six leading organizations (Birdlife International, International Union for the Conservation of Nature (IUCN), International Water Management Institute (IWMI), Wetlands International, Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) and World Wide Fund for Nature (WWF)) which are actively contributing in all the regions and on a regular basis to the further development of policies and tools of the Convention and their application at the national and local levels, particularly by assisting Contracting Parties to deliver conservation and wise use on the ground and meet their obligations under the Convention.*

- *The Ramsar Convention participates in the Biodiversity Liaison Group (BLG) bringing together the heads of the Secretariats of seven biodiversity-related conventions (the Convention on Biological Diversity (CBD); the Convention on Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES); the Convention on Conservation of Migratory Species and Wild Animals (CMS); the*

Ramsar Convention on Wetlands; the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (WHC); the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA); and the International Plant Protection Convention (IPPC)

- *Memorandums of understanding and cooperation have been signed with 48 partners.*

Regional and Bilateral Cooperation

44. Regional and bilateral cooperation should be strengthened to enhance the conservation and wise use of wetlands and water resources. The Ramsar Regional Initiatives are effective mechanisms to promote and support regional and bilateral cooperation, capacity-building, technology and knowledge exchanges, wetland related information, communications and mobilization of financial resources for activities on the ground.

45. Further cooperation between Contracting Parties can be strengthened through the designation and joint management of Transboundary Ramsar Sites at river, lake and groundwater basin level, with the possible support, upon request, of the Ramsar Secretariat, Ramsar Regional Initiatives and IOPs as well as other Contracting Parties and international organizations.

Capacity Building

46. Contracting Parties, Ramsar Regional Initiatives, IOPs and other partners need to address capacity-building needs of Contracting Parties and other stakeholders in a range of fields, including inventory, wetland management, wetland status monitoring and assessment, communications and promotion of wetlands and wetland values, scientific and technical knowledge and guidance, and knowledge and technology exchange.

Languages

47. The use of additional languages by the Convention may constitute an important means for extending its reach and visibility in regions of the world where understanding of the work and value of the Convention is currently not well known.

Goals and Targets 2016 – 2024

The Goals of the 4th Strategic Plan have been formulated in recognition of the fact that a new approach is needed in order to change the negative direction of the trends described above.

These Goals constitute the four priority areas for the Ramsar Convention for the 2016 – 2024 period. They include three Strategic Goals and one Operational Goal which supports them.

The Table in Annex 1 presents more details about the goals, including the tools, lead actors, indicators, and baselines for the Goals and Targets outlined below.

Strategic Goals

Goal 1: Addressing the Drivers of Wetland Loss And Degradation

The multiple human impacts on wetlands are growing. Influencing the drivers of wetland degradation and loss and the integration of the role of wetland values (monetary and nonmonetary) into planning and decision-making requires the development of a methodology that enables wetland resources and ecosystem benefits to be assessed so that the multiple environmental functions and benefits are understood widely within societies. Contracting Parties, the Secretariat, Regional Initiatives and IOPs will enhance their engagement with relevant stakeholders in order to diminish threats, influence trends, restore wetlands and communicate good practices.

Target 1: *Wetland benefits are featured in national/local policy strategies and plans relating to key sectors such as water, energy, mining, agriculture, tourism, urban development, infrastructure, industry, forestry, aquaculture, fisheries at the national and local level*

Target 2: *Water use respects wetland ecosystem needs for them to fulfil their functions and provide services at the appropriate scale inter alia at the basin level or along a coastal zone.*

Target 3: *The public and private sectors have increased their efforts to apply guidelines and good practices for the wise use of water and wetlands.*

Target 4: *Invasive alien species and pathways of introduction and expansion are identified and prioritized, priority invasive alien species are controlled or eradicated, and management responses are prepared and implemented to prevent their introduction and establishment.*

Goal 2: Effectively Conserving and Managing the Ramsar Site Network

Ramsar Sites constitute the largest network of officially recognized internationally important wetland areas in the world. This network constitutes the backbone of a larger network of wetlands. Parties must commit themselves to efforts to protect and effectively manage the existing Ramsar Sites and enable the full and effective participation of stakeholders, including indigenous peoples and local communities, as well as to expanding the reach of the Convention by continuously working to add more sites and areas of wetlands recognized under the Convention.

Target 5: *The ecological character of Ramsar sites is maintained or restored, through effective planning and integrated management.*

Target 6: *There is a significant increase in area, numbers and ecological connectivity in the Ramsar Site network, in particular under-represented types of wetlands including in under-represented ecoregions and Transboundary Sites.*

Target 7: *Sites that are at risk of change of ecological character have threats addressed.*

Goal 3: Wisely Using All Wetlands

The wise use of all wetlands requires that Parties ensure they are addressing wetlands beyond those currently included in the Ramsar Site network. This work may occur at the national, subnational, regional, and transboundary levels, including at basin level. Mainstreaming recognition of ecosystem functions, services and benefits into a wide range of sectors and with a broad array of actors will help ensure the success of this effort.

Target 8: *National wetland inventories have been initiated, completed or updated and disseminated and used for promoting the conservation and effective management of all wetlands.*

Target 9: *The wise use of wetlands is strengthened through integrated resource management at the appropriate scale, inter alia, within a river basin or along a coastal zone.*

Target 10: *The traditional knowledge, innovations and practices of indigenous peoples and local communities relevant for the wise use of wetlands and their customary use of wetland resources are documented, respected, subject to national legislation and relevant international obligations, and fully integrated and reflected in the implementation of the Convention, with a full and effective participation of indigenous peoples and local communities at all relevant levels.*

Target 11: *Wetland functions, services and benefits are widely demonstrated, documented and disseminated.*

Target 12: *Restoration is in progress in degraded wetlands, with priority to wetlands that are relevant for biodiversity conservation, disaster risk reduction, livelihoods and/or climate change mitigation and adaptation.*

Target 13: *Enhanced sustainability of key sectors such as water, energy, mining, agriculture, tourism, urban development, infrastructure, industry, forestry, aquaculture and fisheries, when they affect wetlands, contributing to biodiversity conservation and human livelihoods.*

Operational Goal

Goal 4: Enhancing Implementation

It will be vital for the survival of wetlands and the success of the Convention for Parties to enhance implementation of the Strategic Plan. Various approaches will help strengthen the implementation of the three Strategic Goals, and ultimately of the Convention itself. They involve critical actions to be undertaken by Contracting Parties themselves, and in partnership with other Parties and other entities, in particular with regard to scientific and technical advice and guidance, resource mobilization, public awareness, visibility and capacity building. The Ramsar Secretariat will also play a vital role in raising awareness and visibility of the Convention, as well as mobilizing resources to support enhanced implementation.

Target 14: *Scientific guidance and technical methodologies at global and regional levels are developed on relevant topics and are available to policy makers and practitioners in an appropriate format and language.*

Target 15: *Ramsar Regional Initiatives with the active involvement and support of the Parties in each region are reinforced and developed into effective tools to assist in the full implementation of the Convention.*

Target 16: *Wetlands conservation and wise use are mainstreamed through communication, capacity development, education, participation and awareness.*

Target 17: *Financial and other resources for effectively implementing the 4th Ramsar Strategic Plan 2016 – 2024 from all sources are made available.*

Target 18: *International cooperation is strengthened at all levels.*

Target 19: *Capacity building for implementation of the Convention and the 4th Ramsar Strategic Plan 2016 – 2024 is enhanced.*

Monitoring and Evaluation

1. *The Table showing Goals, targets, tools, indicators and baseline in Annex 1 can be used as a basis for organizing the implementation of the Strategic Plan at national and other levels. Specific indicators are identified for each of the targets identified. These indicators will be monitored by Contracting Parties as appropriate.*

2. *The Standing Committee will keep the implementation of the Strategic Plan under review, based on regular reports from the Secretariat and the STRP, and based on National Reports prepared for each reporting cycle.*

3. *A review of the 4th Ramsar Strategic Plan at COP14 will be done and the modalities and scope for this review will be established at COP13, taking into account inter alia the outcomes of the discussions of the Post-2015 Sustainable Development agenda and Sustainable Development Goals, the work of IPBES and coordination needs with regards to the review of the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020.*

4. ***Global Indicators:*** *A small, regionally representative expert group meeting back-to-back with the meeting of the CBD's Ad Hoc Technical Expert Group on Indicators in Switzerland in July 2015, including interested Contracting Parties, expert support from STRP, IOPs and other relevant MEAs and international processes will be constituted to develop options, for additional indicators for the Strategic Plan having regard in particular to:*

   - *previous Resolutions of the Conference of the Parties related to indicators, including Resolution IX.1;*
   - *the need for indicators to address outcomes and effectiveness and to be capable of practical implementation;*
   - *the need to minimize cost of indicator implementation by using existing data and information flows, including through national reporting and reporting on Ramsar Sites.*

Annex 1: Ramsar Goals and Targets with Relevant Tools, Actors, Baselines and Indicators

Strategic Goals

Goal 1: Addressing the drivers of wetland loss and degradation

No	***Targets***	***Tools, actions and resources (non-exhaustive)***	***Key Actors (nonexhaustive)***	***Indicator(s) and Baselines***
1	*Wetland benefits are featured in national/ local policy strategies and plans relating to key sectors such as water, energy, mining, agriculture, tourism, urban development, infrastructure, industry, forestry, aquaculture, fisheries at the national and local level*	*Engage with natural resource users at river, lake, groundwater basin and national level to integrate there the wetland contributions to water, biodiversity and sustainable development targets of the international community* *Ramsar Handbook 2: National Wetland Policies [http://www.ramsar.org/sites/*	*Contracting Parties, with support of Secretariat, IOPs, key sectors (water, energy, mining, agriculture, tourism, urban development, infrastructure)*	***Baseline*** *19% of Parties have made assessment of ecosystem services of Ramsar Sites. (National Reports to COP1216).* *70% of Parties have included wetland issues within national strategies and planning processes such as water resource management and water efficiency plans. (National Reports to COP12).* *47% of Contracting Parties have included wetland issues within National Policies or measures on agriculture.*

		default/files/documents /library /hbk4-02.pdf] *Ramsar Handbook 7: Participatory Skills [http://www.ramsar.org/sites/ default/files/documents /pdf/li b/hbk4-07.pdf]*		*(National Reports to COP12).* ***Indicators*** *% of Parties that have made assessment of ecosystem services of Ramsar Sites. (Data source: National Reports).* *% of Parties that have included wetland issues within national strategies and planning processes such as water resource management and water efficiency plans. (Data source: National Reports).* *% of Parties that have included wetland issues within National Policies or measures on agriculture. (Data source: National Reports).*
2	*Water use respects wetland ecosystem needs for them to fulfil their functions and provide services at the appropriate scale inter alia at the basin level or along a coastal zone.*	*Understand the water requirements and river, lake groundwater basin of wetland ecosystem services, and engage with water users at site and river basin and national level to maintain / restore and evaluate necessary water allocations.* *Ramsar Handbook 8: Waterrelated guidance [http://www.ramsar.org/sites/ default/ files/ documents/pdf/li b/hbk4-08.pdf]* *Ramsar Handbook 9: River basin management [http://www.ramsar.org/sites/ default/files/documents /pdf/li b/hbk4-09.pdf]* *Ramsar Handbook 10: Water allocation and management [http:// www.ramsar.org/sites/ default/ files/ documents/pdf/li b/hbk4-10.pdf]*	*Contracting Parties, with support of Secretariat, IOPs, productive sectors.*	***Baseline*** *70% of Parties have included wetland issues into national strategies and planning processes such as water resource management and water efficiency plans. (National Reports to COP12).* ***Indicators*** *% of Parties that have included wetland issues into national strategies and in the planning processes such as for water resource management and water efficiency plans. (Data source: National Reports).* ***Possible further indicators that may be developed*** *{% of Ramsar sites which have improved the sustainability of water use in the context of ecosystem requirements}*

		Ramsar Handbook 11: Managing groundwater[http:// www.ramsar.org/sites/ default/files/documents /pdf/li b/hbk4-11.pdf]		
3	*The public and private sectors have increased their efforts to apply guidelines and good practices for the wise use of water and wetlands.*	*Engage with business sector/private sector.* *Ramsar Handbook 5: Partnerships [http://www.ramsar.org/sites/ default/files/documents /pdf/li*	*Contracting Parties, with support of Secretariat, IOPs, business/public/private sector.*	*Baselines 50% of Parties report actions taken to implement incentive measures that encourage the conservation and wise use of wetlands. (National Reports to COP12).* *37% of Parties report actions taken to remove perverse incentive measures that discourage conservation and wise use of wetlands. (National Reports to COP12).* *60% of Parties report private sector undertaking activities for the conservation, wise use and management of wetlands in general. (National Reports to COP12).* *% of Parties have national Ramsar Committees that include both governmental and non-governmental representation. (Data source: new question for National Reports).* ***Indicators*** *% of Parties reporting actions taken to implement incentive measures that encourage the conservation and wise use of wetlands. (Data source: National Reports).* *% of Parties reporting actions taken to remove perverse incentive measures that discourage conservation and wise use of wetlands. (Data source: National Reports).* *% of Parties reporting private sector undertaking activities for the conservation, wise use and management of wetlands in general. (Data source: National Reports).* *% of Parties having national Ramsar Committees that include both governmental and non-governmental representation. (Data source:*

				new question for National Reports).
4	*Invasive alien species and pathways of introduction and expansion are identified and prioritized, priority invasive alien species are controlled or eradicated, and management responses are prepared and implemented to prevent their introduction and establishment.*	*Complete inventory for all sites.* *Prepare management response as appropriate (national policies or guidelines).* *Trends in invasive alien species.* *Red List Indicator.*	*Contracting Parties (MEA; IGOs, World Conservation Monitoring Centre)*	***Baselines*** *36% of Parties have established national policies or guidelines on invasive species control and management. (National Reports to COP12).* *20% of Parties have a national inventory of invasive alien species that currently or potentially impact the ecological character of wetlands. (National Reports to COP12).* ***Indicators*** *% of Parties that have established or reviewed national policies or guidelines on invasive wetland species control and management. (Data source: National Reports).* *% of Parties having a national inventory of invasive alien species that currently or potentially impact the ecological character of wetlands. (Data source: National Reports).* ***Possible further indicators that may be developed*** *{Number of invasive species that are being controlled through management actions}* *{Effectiveness of wetland invasive alien species control programmes}*

Goal 2: Effectively conserving and managing the Ramsar Site network

5	*The ecological character of Ramsar Sites is maintained or restored, through effective planning and integrated management*	*Improved management of Ramsar sites and wetlands through managements plans and enhanced resources.* *Ramsar Handbook 16: Impact assessment [http://www.ramsar.org/sites/ default/files/documents /pdf/li b/hbk4-16.pdf]*	*Contracting Parties with support from Secretariat, IOPs.* *(Cross sectoral and Watershed Committees)*	***Baselines*** *At COP12, 973 Ramsar Sites have implemented management plans. (National Reports to COP12).* *Number of Ramsar Sites that have effective, implemented management plans. (Data source: new National Report question).* *27% of Parties have made*

		Ramsar Handbook 18: Managing wetlands [http://www.ramsar.org/sites/ default/files/documents /pdf/li b/hbk4-18.pdf] *Ramsar Handbook 19:* *Addressing change in wetland ecological character [http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/li b/hbk4-19.pdf]*		*assessments of effective management of Ramsar sites. (National Reports to COP12).* *43% (950 of Ramsar Sites have updated Ramsar Information Sheets. (Report of the Secretary General pursuant to Article 8.2 COP12 Doc.7).* ***Indicators*** *Number of Ramsar Sites that have effective, implemented management plans. (Data source: National Report).* *Number of Ramsar Sites that have effective, implemented management planning17. (Data source: new National Report question).* *% of Parties that have made assessments of effective management of Ramsar Sites. (Data source: National Reports).* *% of Ramsar Sites that have updated Ramsar Information Sheets. (Data source: Ramsar Sites database).* ***Possible further indicators that may be developed*** *{Coverage of wetland dependent bird populations by designated Ramsar Sites. Indicator from Resolution IX.1 to be developed}.* *{Coverage of wetland dependent non-avian populations by designated Ramsar Sites. Indicator from Resolution IX.1 to be developed}.* *{% loss of IUCN Red Listed species from Ramsar Sites}*
6	*There is a significant increase in area, numbers and ecological connectivity in the Ramsar Site network in particular under represented types of wetlands including in under represented ecoregions and*	*Update the list of Ramsar Sites with under-represented wetland types or transboundary sites.* *Wetlands inventories and other relevant national and international data sources for example the international*	*Contracting Parties with support from Secretariat, IOPs.*	***Baseline*** *By COP12, 2,186 Ramsar Sites have been designated. (Ramsar Sites database).* *By COP12 2,085,000 ha of Ramsar Sites have been designated. (Ramsar Sites database).* *By COP12 [16] transboundary Ramsar Sites have been*

transboundary sites *Waterbirds Census.*

designated. (Ramsar Secretariat).

By COP12, Ramsar Sites have been designated for the following under-represented Ramsar Sites:

Karst and other subterranean hydrological systems – [110 Sites]

Coral reefs – [96 Sites]

Wet grasslands – [517 Sites]

Peatlands – [564 Sites] Sea-grass beds – [249 Sites]

Mangroves – [280 Sites] Temporary Pools – [729 Sites]

Bivalve (shellfish) reefs – [99 Sites]

(Ramsar Sites database, June 2015).

Indicators

Number of Ramsar sites that have been designated. (Data source: Ramsar Sites database).

Total hectares of Ramsar sites that have been designated. (Data source: Ramsar Sites database).

Number of transboundary Ramsar Sites that have been designated. (Data source: Ramsar Sites database).

Number of Ramsar Sites designated for the following underrepresented wetland types:

Karst and other subterranean hydrological systems – [XXX Sites]

Coral reefs – [XXX Sites]

Wet grasslands – [XXX Sites]

Peatlands – [XXX Sites]

Sea-grass beds – [XXX Sites]

				Mangroves – [XXX Sites] *Temporary Pools – [XXX Sites]* *Bivalve (shellfish) reefs – [XXX Sites]* *(Data source: Ramsar Sites database).*
7	*Sites that are at risk of change of ecological character have threats addressed.*	*Identification and implementation of measures to remove sites from Article 3.2 or Montreux Record.* *Ramsar Advisory missions.* *Ramsar Handbook 18: Managing wetlands [http://www.ramsar.org/sites/ default/files/documents /pdf/li b/hbk4-18.pdf]* *Ramsar Handbook 19:* *Addressing change in wetland ecological character [http://www.ramsar.org/sites/ default/files/documents /pdf/li b/hbk4-19.pdf]*	*Contracting Parties with support from Secretariat*	***Baseline*** *At COP12, [47] Ramsar Sites (2.2%) are listed on the Montreux Record. (Report of the Secretary General pursuant to Article 8.2 COP12 Doc.7).* *21% of Parties have reported to the Ramsar Secretariat all cases of negative human- induced change or likely change in the ecological character of Ramsar sites pursuant to Article 3.2. (National Reports to COP12).* *[76] Ramsar Sites reported by Parties to the Ramsar Secretariat of negative human-induced change or likely change in the ecological character of Ramsar Sites pursuant to Article 3.2. (Data source: Report of the Secretary General pursuant to Article 8.2 COP12 Doc.7).* *16% of Parties have taken actions to address the issues for which Ramsar sites have been listed on the Montreux Record. (National Reports to COP12).* ***Indicators*** *Number of Ramsar Sites removed from the Montreux Record. (Data source: Ramsar Site database).* *% of Parties reporting to the Ramsar Secretariat all cases of negative human-induced change or likely change in the ecological character of Ramsar Sites pursuant to Article 3.2. (Data source: National Reports).* *Number of Ramsar Sites reported by Parties to the Ramsar Secretariat of negative*

				human-induced change or likely change in the ecological character of Ramsar Sites pursuant to Article 3.2. (Data source: National Reports). *% of Parties that have taken actions to address the issues for which Ramsar Sites have been listed on the Montreux Record. (National Reports to COP12).* ***Possible further indicators that may be developed*** *{Indicator(s) relating to (numbers of) Ramsar Sites at risk}*

Goal 3: Wisely using all wetlands

8	*National wetland inventories have been either initiated, completed or updated and disseminated and used for promoting the conservation and effective management of all wetlands.*	*Remote sensing data on wetlands.* *Ramsar Handbook 13: Inventory, assessment and management [http://www.ramsar.org/sites/ default/files/documents /pdf/li b/hbk4-13.pdf]* *Ramsar Handbook 15: Wetland Inventory [http://www.ramsar.org/sites/ default/files/documents /pdf/li b/hbk4-15.pdf]*	*Contracting Parties, IOPs (Secretariat).*	***Baselines*** *At COP12, 47% of Parties have a complete national wetlands inventory. (National Reports to COP12).* *At COP13, [XX]% of Parties % of Parties have updated their national inventories in the last decade. (New question for National Reports).* ***Indicators*** *% of Parties that have complete national wetland inventories. (Data source: National Reports).* *% of Parties that have updated their national inventories in the last decade. (Data source: new question for National Reports).*
9	*The wise use of wetlands is strengthened through integrated resource management at the appropriate scale, inter alia, within a river basin or along a coastal zone.*	*Promoting wise use, integrated water resources management, and integration of wetlands in other sectoral policies, plans or strategies.* *Participatory platforms at wetland, river, lake, groundwater basin, national and other appropriate levels are joined or created to*	*Contracting Parties, national and local stakeholders.*	***Baseline*** *55% of Parties have adopted wetland policies or equivalent instruments that promote the wise use of their wetlands. (National Reports to COP12).* *71% of Parties consider wetlands as natural water infrastructure integral to water resource management at the scale of river basin. (National Reports to COP12).* ***Indicators***

		engage with concerned stakeholders. *Wetland/ wetland related governance platforms at basin level are in place.* *Ramsar Handbook 1: Wise use of wetlands [http://www.ramsar.org/sites/ default/files/documents /library /hbk4-01.pdf]* *Ramsar Handbook 9: River basin management [http://www.ramsar.org/sites/ default/files/documents /pdf/li b/hbk4-09.pdf]* *Ramsar Handbook 12: Coastal management [http://www.ramsar.org/sites/ default/files/documents /pdf/li b/hbk4-12.pdf]* *Ramsar Handbook 16: Impact assessment [http://www.ramsar.org/sites/ default/files/documents /pdf/li b/hbk4-16.pdf]*		*% of Parties that have adopted wetland policies or equivalent instruments that promote the wise use of their wetlands. (Data source: National Reports).* *% of Parties that consider wetlands as natural water infrastructure integral to water resource management at the scale of river basin. (Data source: National Reports).* ***Possible further indicators that may be developed*** *{Involvement of stakeholders in various aspects of wetland and/or basin-scale management}*
10	*The traditional knowledge, innovations and practices of indigenous peoples and local communities relevant for the wise use of wetlands and their customary use of wetland resources, are documented, respected, subject to national legislation and relevant international obligations and fully integrated and reflected in the implementation of the Convention with a full and effective participation of indigenous and local communities at all*	*Ramsar Handbook 7: Participatory skills* *[http://www.ramsar.org/sites/ default/files/documents /pdf/li b/hbk4-07.pdf]*	*Ramsar Secretariat, Contracting Parties, IOPs, Regional Initiatives, Regional Centres, wetland managers and users, MEAs.*	*Possible further indicators that may be developed* *{Possible use or further development of indicator(s) linked to work currently being undertaken to develop indicator(s) for related Aichi Target 18 of the Strategic Plan for Biodiversity}.*

	relevant levels.			
11	*Wetland functions, services and benefits are widely demonstrated, documented and disseminated*	*Promoting wise use, integrated water resources management, and integration of wetlands in other sectoral policies, plans or strategies.* *TEEB report, assessment of ecosystems services.* *Implementation of programmes or projects that contribute to poverty alleviation.* *Ramsar Handbook 6: Wetland CEPA* *[http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library /hbk4-06.pdf]*	*Contracting Parties with support from Secretariat, IPBES, IOPs.*	***Baseline*** *19% of Parties have made assessment of ecosystem services of Ramsar sites. (National Reports to COP12).* *39% of Parties have incorporated wetlands issues into poverty eradication strategies. (National Reports to COP12).* *42% of Parties have implemented programmes or projects that contribute to poverty alleviation objectives or food and water security plans. (National Reports to COP12).* ***Indicators*** *% of Parties that have made assessment of ecosystem services of Ramsar Sites. (Data source: National Reports).* *% of Parties that have incorporated wetlands issues into poverty eradication strategies. (Data source: National Reports).* *% of Parties that have implemented programmes or projects that contribute to poverty alleviation objectives or food and water security plans. (Data source: National Reports).*
12	*Restoration is in progress in degraded wetlands, with priority to wetlands that are relevant for biodiversity conservation, disaster risk reduction, livelihoods and/or climate change mitigation and adaptation*	*Restoration initiatives taken, projects, programmes implemented.*	*Contracting Parties, IOPs (STRP; Secretariat).*	***Baseline*** *68% of Parties have identified priority sites for restoration. (National Reports to COP12).* *70% of Parties have implemented restoration or rehabilitation programmes. (National Reports to COP12).* ***Indicators*** *% of Parties that have established restoration plans [or activities] for sites. (Data source: National Reports).* *% of Parties that have implemented effective restoration or rehabilitation projects. (Data source:*

			National Reports). ***Possible further indicators that may be developed*** *{Outcome-based indicators(s) related to (extent of) wetland restoration possibly including remote sensing as appropriate}.*
13	*Enhanced sustainability of key sectors such as water, energy, mining, agriculture, tourism, urban development, infrastructure, industry, forestry, aquaculture and fisheries when they affect wetlands, contributing to biodiversity conservation and human livelihoods*		***Possible further indicators that may be developed*** *{Indicators related to the relevant sectors especially using or linking to relevant Aichi Target indicators and other relevant international processes}.*

Operational Goal

Goal 4: Enhancing Implementation

14	*Scientific guidance and technical methodologies at global and regional levels is developed on relevant topics and is available to policy makers and practitioners in an appropriate format and language*	*STRP leads with STRP support from Secretariat in producing guidance.*	***Baseline*** *In 2015, [543] 'hits' on scientific and technical guidance pages of the Ramsar web-site. (Data source: Google Analytics Ramsar web-site, May-June, 2015).* *In 2015, [60] 'hits' on STRP briefing notes from the Ramsar web-site. (Data source: Google Analytics Ramsar web-site, May-June, 2015)).* *In 2015, [176] 'hits' of relevant Ramsar Handbooks downloaded from the Ramsar web-site (Data source: Google Analytics Ramsar web-site, May-June, 2015)* *In 2015, [150} practical tools and guidance documents for wetland conservation and wise use, and other key scientific documentation, which has been developed by either STRP, Parties and others, and is available via the Ramsar website. (Data source: Ramsar*

web-site).

Indicator

Number of 'hits' on scientific and technical guidance pages of the Ramsar web-site and associated subtotals by country and Ramsar Region of the source of these hits. (Data source: Ramsar web-site analytics).

Number of STRP briefing papers downloaded from the Ramsar website and subtotals by country and Ramsar Region of the source of these downloads. (Data source: Ramsar web-site analytics).

Number of relevant Ramsar Handbooks downloaded from the Ramsar web-site and subtotals by country and Ramsar Region of the source of these downloads. (Data source: Ramsar web-site analytics).

Number of practical tools and guidance documents for wetland conservation and wise use, and other key scientific documentation, which has been developed by either STRP, Parties and others, and is available via the Ramsar website. (Data source: Ramsar web-site).

Possible further indicators that may be developed

{Indicator(s) related to the use of guidance and availability in various language versions}.

15 Ramsar Regional Initiatives with the active involvement and support of the Parties in each region are reinforced and developed into effective tools to assist in the full implementation of the Convention.

Baselines

By COP12, [15] Regional Initiatives are in operation under the framework of the Ramsar Convention. (Ramsar Secretariat).

68% of Parties have been involved in the development and implementation of a Regional Initiative under the framework of the Convention. (National Reports to COP12).

				Indicators *Number of Regional Initiatives successfully implemented. (Data source: National Reports).* *% of Parties that have been involved in the development and implementation of a Regional Initiative under the framework of the Convention. (Data source: National Reports).*
16	*Wetlands conservation and wise use are mainstreamed through communication, capacity development, education, participation and awareness.*	*The Secretariat's CEPA programme will deliver high profile media and public awareness placements and programs to raise the convention's image.* *Ramsar Handbook 6: Wetland CEPA* *[http://www.ramsar.org/sites/ default/files/documents /library /hbk4-06.pdf]*	*Contracting Parties with support from Secretariat and IOPs*	***Baselines*** *World Wetland Day* *89% of Parties have branded Word Wetlands Day activities. (National Reports to COP12).* *In 2015 884 World Wetland Day activities or events reported to the Secretariat. (Data source: Ramsar Secretariat CEPA program)* *In 2015, [379} internet references (in the press) to World Wetland Day activities. (Data source: Meltwater internet analysis).* *In 2015, [58, 566} individual visits to the World Wetlands Day website. {Data source: worldwetlandsday.org website }.* *In 2015 Social media links to World Wetland Day: 16,135,974 people reached in FaceBook . (Data source: https://www.facebook.com/RamsarConventionOnWetlands) .* *795 views of WWD message from Youtube channel (Data source Ramsar Youtube Channel* *https://www.youtube.com/user/RamsarConvention)* *292,100 reached in Twitter (Data source https:// twitter.com/RamsarConv)* *CEPA programmes* *80% of Parties with a) a governmental CEPA*

National Focal Point and 69% of Parties with b) a non-governmental National Focal Point. (Data source: Ramsar Secretariat Data Base and National Reports to COP12).

27% of Parties have established national action plans for wetland CEPA. (National Reports to COP12).

Visitor centres

By COP12, 636 centres (visitor centres, interpretation centres, education centres) have been established in Ramsar sites.

(National Reports to COP12).

By COP12, 309 centres established at other wetlands. (National Reports to COP12).

Indicators

World Wetland Day

% of Parties that have branded World Wetlands Day activities. (Data source: National Reports).

Number of World Wetland Day activities or events reported to the Secretariat. (Data source: Ramsar CEPA program).

Number of internet references to World Wetland Day activities. {Data source: internet analysis}.

Number of internet references to the Ramsar Convention. {Data source: internet analysis}.

Number of social media links to World Wetland Day. {Data source: social media analysis}.

CEPA programmes

% of Parties with a) a

				governmental CEPA National Focal Point and b) a non-governmental National Focal Point (Data source: National Reports). *% of Parties that have established national action plans for wetland CEPA. (Data source: National Reports).* *Visitor centres* *Number of centres (visitor centres, interpretation centres, education centres) have been established in Ramsar Sites. (Data source: National Reports).* *Number of centres at other wetlands. (Data source: National Reports).* ***Possible further indicators that may be developed*** *{Indicator(s) related to whether and how wetland conservation and wise-use issues are included formal education programmes}.*
17	*Financial and other resources for effectively implementing the fourth Ramsar Strategic Plan 2016 – 2024 from all sources are made available*	*The Secretariat's Partnership team will raise non-core funds to fund priority convention activities.*	*Ramsar Secretariat, Contracting Parties, IOPs, development assistance agencies.*	***Baseline*** *21% of Contracting Parties have provided additional financial support through voluntary contributions to non-core funded Convention activities. (National Reports to COP12).* *40% of Contracting Parties have received funding support from development assistance agencies for national wetlands conservation and management. (National Reports to COP12).* ***Indicators*** *% of Contracting Parties that have provided additional financial support through voluntary contributions to non-core funded Convention activities. (National Reports to COP12).* *% of Parties that have received funding support from development assistance agencies for national wetlands*

				conservation and management. (Data source: National Reports). ***Possible further indicators that may be developed*** *{Indicator(s) related to flows of financing related to different aspects of Strategic Plan implementation}.*
18	*International cooperation is strengthened at all levels*	*Regional Initiatives, multilateral and bilateral agreements, Memorandums of Understanding.* *Ramsar Handbook 5: Partnerships* *[http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/li b/hbk4-05.pdf]* *Ramsar Handbook 20: International co-operation [http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/li b/hbk4-20.pdf]*	*Ramsar Secretariat, Contracting Parties, IOPs, Regional Centres, MEAs.*	***Baselines*** *Regional Initiatives* *By COP12, [15] Regional Initiatives are in operation under the framework of the Ramsar Convention. (Ramsar Secretariat).* *68% of Parties have been involved in the development and implementation of a Regional Initiative under the framework of the Convention. (National Reports to COP12).* *Other aspects of co-operation* *35% of Parties have established networks including twinning arrangements nationally or internationally for knowledge sharing and training for wetlands that share common features. (National Reports to COP12).* *33% of Parties have effective cooperative management in place for shared wetland systems (for example in shared river basins and coastal zones). (National Reports to COP12).* *[XX]% of Parties have co-ordination mechanisms for the implementation of MEAs existing at a national level. (Data source: new question for National Reports).* *At COP12, 168 Parties have acceded to the Ramsar Convention. (Report of the Secretary General to COP12 on the implementation of the Convention, COP12Doc8).* *At COP12, [16] transboundary Ramsar Sites. (Data source:*

				Ramsar Secretariat). ***Indicators*** *Regional Initiatives* *Number of Regional Initiatives successfully implemented. (Data source: National Reports).* *% of Parties that have been involved in the development and implementation of a Regional Initiative under the framework of the Convention. (Data source: National Reports).* *Other aspects of co-operation* *% of Parties that have established networks including twinning arrangements nationally or internationally for knowledge sharing and training for wetlands that share common features. (Data source: National Reports).* *% of Parties that have effective cooperative management in place for shared wetland systems (for example in shared river basins and coastal zones). (Data source: National Reports).* *% of Parties where co-ordination mechanisms for the implementation of MEAs exist at a national level. (Data source: new question for National Reports).* *Number of Parties which have acceded to the Ramsar Convention. (Data Source: National Reports).* *Total number of transboundary Ramsar Sites. (Data source: Ramsar Sites Database).*
19	*Capacity building for implementation of the Convention and the 4th Ramsar Strategic Plan 2016 – 2024 is enhanced.*	*Projects, programmes and events that promote wise use of wetlands with the active involvement of wetland managers and users.* *CEPA plans, World Wetlands Day, training courses.*	*Ramsar Secretariat, Contracting Parties, IOPs, Regional Initiatives, Regional Centres, wetland managers and users, MEAs.*	***Baseline*** *20% of Parties have made and assessment of national and local training needs for the implementation of the Convention. (National Reports to COP12).* ***Indicator*** *% of Parties that have made an assessment of national and local training needs for the*

			implementation of the Convention. (National Reports to COP12).
	Ramsar Handbook 7: Participatory skills [http://www.ramsar.org/sites/ default/files/documents /pdf/li b/hbk4-07.pdf]		

Annex 2: Synergies between CBD Aichi Biodiversity Targets and Ramsar Targets

Ramsar Goals and Targets 2016 - 2024		**Aichi Biodiversity Targets 2010 - 2020**	
Ramsar Strategic Goals			
Goal 1: Addressing the drivers of wetland loss and degradation		***Aichi Target # 5***	*By 2020, the rate of loss of all natural habitats, including forests, is at least halved and where feasible brought close to zero, and degradation and fragmentation is significantly reduced.*
Target 1	*Wetlands benefits are features in national/ local policy strategies and plans relating to key sectors such as water, energy, mining, agriculture, tourism, urban development, infrastructure, industry, forestry, aquaculture, fisheries at the national and local level*	***Aichi Target # 2***	*By 2020, at the latest, biodiversity values have been integrated into national and local development and poverty reduction strategies and planning processes and are being incorporated into national accounting, as appropriate, and reporting systems.*
Target 2	*Water use respects wetland ecosystem needs for them to fulfil their functions and provide services at the appropriate scale inter alia at the basin level or along a coastal zone.*	***Aichi Target # 7***	*By 2020 areas under agriculture, aquaculture and forestry are managed sustainably, ensuring conservation of biodiversity.*
		Aichi Target # 8	*By 2020, pollution, including from excess nutrients, has been brought to levels that are not detrimental to ecosystem function and biodiversity.*
Target 3	*The public and private sectors have increased their efforts to apply guidelines and good practices for the wise use of water and wetlands.*	***Aichi Target # 4***	*By 2020, at the latest, Governments, business and stakeholders at all levels have taken steps to achieve or have implemented plans for sustainable production and consumption and have kept the impacts of use of natural resources well within safe ecological limits.*
		Aichi Target # 3	*By 2020, at the latest, incentives, including subsidies, harmful to biodiversity are eliminated, phased out or reformed in order to minimize or avoid negative impacts, and positive incentives for the conservation and sustainable use of biodiversity are developed and applied, consistent and in harmony with the Convention and other relevant international obligations, taking into account*

			national socio economic conditions.
		Aichi Target # 7	*same as above*
		Aichi Target # 8	*same as above*
Target 4	*Invasive alien species and pathways of introduction and expansion are identified and prioritized, priority invasive alien species are controlled or eradicated, and management responses are prepared and implemented to prevent their introduction and establishment.*	***Aichi Target # 9***	*By 2020, invasive alien species and pathways are identified and prioritized, priority species are controlled or eradicated, and measures are in place to manage pathways to prevent their introduction and establishment.*
Goal 2: Effectively conserving and managing the Ramsar Site network		***Aichi Target # 11***	*same as above*
Target 5	*The ecological character of Ramsar sites is maintained or restored, through effective planning and integrated management*	***Aichi Target # 11***	*By 2020, at least 17 per cent of terrestrial and inland water, and 10 per cent of coastal and marine areas, especially areas of particular importance for biodiversity and ecosystem services, are conserved through effectively and equitably managed, ecologically representative and well connected systems of protected areas and other effective area-based conservation measures, and integrated into the wider landscapes and seascapes.*
		Aichi Target # 12	*By 2020 the extinction of known threatened species has been prevented and their conservation status, particularly of those most in decline, has been improved and sustained.*
		Aichi Target # 6	*By 2020 all fish and invertebrate stocks and aquatic plants are managed and harvested sustainably, legally and applying ecosystem based approaches, so that overfishing is avoided, recovery plans and measures are in place for all depleted species, fisheries have no significant adverse impacts on threatened species and vulnerable ecosystems and the impacts of fisheries on stocks, species and ecosystems are within safe ecological limits.*
Target 6	*There is a significant increase in area, numbers and ecological connectivity in the Ramsar Site network in particular underrepresented types of wetlands including in underrepresented ecoregions*	***Aichi Target # 11***	*same as above*

	and transboundary sites		
		Aichi Target # 10	*By 2015, the multiple anthropogenic pressures on coral reefs, and other vulnerable ecosystems impacted by climate change or ocean acidification are minimized, so as to maintain their integrity and functioning.*
Target 7	*Sites that are at risk of change of ecological character have threats addressed.*	***Aichi Target # 12***	*same as above*
		Aichi Target # 5	*By 2020, the rate of loss of all natural habitats, including forests, is at least halved and where feasible brought close to zero, and degradation and fragmentation is significantly reduced.*
		Aichi Target # 7	*same as above*
		Aichi Target # 11	*same as above*
Goal 3: Wisely using all wetlands			
Target 8	*National wetland inventories have been either initiated, completed or updated anddisseminated and used for promoting the conservation and effective management of all wetlands.*	***Aichi Target # 14***	*same as above*
		Aichi Target # 18	*By 2020, the traditional knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities relevant for the conservation and sustainable use of biodiversity, and their customary use of biological resources, are respected, subject to national legislation and relevant international obligations, and fully integrated and reflected in the implementation of the Convention with the full and effective participation of indigenous and local communities, at all relevant levels.*
		Aichi Target # 19	*By 2020, knowledge, the science base and technologies relating to biodiversity, its values, functioning, status and trends, and the consequences of its loss, are improved, widely shared and transferred, and applied.*
		Aichi Target # 12	*same as above*
Target 9	*The wise use of wetlands is strengthened through integrated resource management at the appropriate scale, inter alia, within a river basin or along a coastal zone.*	***Aichi Target # 4***	*same as above*
		Aichi Target # 6	*By 2020 all fish and invertebrate stocks and aquatic plants are managed and harvested sustainably, legally and applying ecosystem*

			based approaches, so that overfishing is avoided, recovery plans and measures are in place for all depleted species, fisheries have no significant adverse impacts on threatened species and vulnerable ecosystems and the impacts of fisheries on stocks, species and ecosystems are within safe ecological limits
		Aichi Target # 7	*same as above*
Target 10	*The traditional knowledge, innovations and practices of indigenous peoples and local communities relevant for the wise use of wetlands and their customary use of wetland resources, are documented, respected, subject to national legislation and relevant international obligations and fully integrated and reflected in the implementation of the Convention with a full and effective participation of indigenous and local communities at all relevant levels.*	***Aichi Target # 18***	*By 2020, the traditional knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities relevant for the conservation and sustainable use of biodiversity, and their customary use of biological resources, are respected, subject to national legislation and relevant international obligations, and fully integrated and reflected in the implementation of the Convention with the full and effective participation of indigenous and local communities, at all relevant levels.*
Target 11	*Wetland functions, services and benefits are widely demonstrated, documented and disseminated.*	***Aichi Target # 13***	*By 2020, the genetic diversity of cultivated plants and farmed and domesticated animals and of wild relatives, including other socioeconomically as well as culturally valuable species, is maintained, and strategies have been developed and implemented for minimizing genetic erosion and safeguarding their genetic diversity.*
		Aichi Target # 1	*By 2020, at the latest, people are aware of the values of biodiversity and the steps taken to conserve and use it sustainably.*
		Aichi Target # 2	*same as above*
		Aichi Target # 14	*4 By 2020, ecosystems that provide essential services, including services related to water, and contribute to health, livelihoods and well-being, are restored and safeguarded, taking into account the needs of women, indigenous and local communities, and the poor and vulnerable.*
Target 12	*Restoration is in progress in degraded wetlands, with priority to wetlands that are relevant for biodiversity conservation, disaster risk reduction, livelihoods and/or climate change mitigation and adaptation*	***Aichi Target # 15***	*By 2020, ecosystem resilience and the contribution of biodiversity to carbon stocks has been enhanced, through conservation and restoration, including restoration of at least 15 per cent of degraded ecosystems, thereby contributing to climate change mitigation and adaptation and to combating desertification.*
		Aichi Target # 14	*same as above*
Target 13	*Enhanced sustainability of key sectors such as water, energy, mining,*	***Aichi***	*By 2020 all fish and invertebrate stocks and aquatic plants are managed and harvested*

	agriculture, tourism, urban development, infrastructure, industry, forestry, aquaculture and fisheries fisheries, agriculture and ecotourism practices when they affect wetlands, contributing to biodiversity conservation and human livelihoods	***Target # 6***	*sustainably, legally and applying ecosystem based approaches, so that overfishing is avoided, recovery plans and measures are in place for all depleted species, fisheries have no significant adverse impacts on threatened species and vulnerable ecosystems and the impacts of fisheries on stocks, species and ecosystems are within safe ecological limits.*
		Aichi Target # 7	*By 2020 areas under agriculture, aquaculture and forestry are managed sustainably, ensuring conservation of biodiversity.*

Operational Goal

Goal 4: Enhancing Implementation

Target 14	*Scientific and technical guidance at global and regional levels is developed on relevant topics and is available to policy makers and practitioners in an appropriate format and language*	***Aichi Target # 19***	*same as above*
Target 15	*Ramsar Regional Initiatives with the active involvement and support of the Parties in each region are reinforced and developed into effective tools to assist in the full implementation of the Convention.*		
Target 16	*Wetlands conservation and wise use are mainstreamed through communication, capacity development, education, participation and awareness.*	***Aichi Target # 1***	*same as above*
		Aichi Target # 18	*same as above*
Target 17	*Financial and other resources for effectively implementing the fourth Ramsar Strategic Plan 2016 – 2024 from all sources are made available*	***Aichi Target # 20***	*By 2020, at the latest, the mobilization of financial resources for effectively implementing the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 from all sources, and in accordance with the consolidated and agreed process in the Strategy for Resource Mobilization should increase substantially from the current levels. This target will be subject to changes contingent to resource needs assessments to be developed and reported by Parties.*
Target 18	*International cooperation is strengthened at all levels*		
Target 19	*Capacity building for implementation of the Convention and the 4th Ramsar*	***Aichi Target #***	*By 2015 each Party has developed, adopted as a policy instrument, and has commenced implementing an effective, participatory and*

Strategic Plan 2016 – 2024 is enhanced.	***17***	*updated national biodiversity strategy and action plan.*
	Aichi Target # 1	*same as above*

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় "তুরাগ নদী" মামলা খ্যাত রীট পিটিশন নং-১৩৯৮৯/২০১৬ (হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য) [(২০১৯ (২৭) বিএলটি (বিশেষ সংখ্যা)-০২ ০১] এবং [(২০১৯) ৭ সি.এল.আর, পাতা- ৩২৫] হতে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ অবিকল নিম্নে অনুলিখন হলোঃ

<u>প্রকৃতি, পরিবেশ এবং পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদঃ</u>

১৪২। প্রকৃতির আইন হল পৃথিবীর সর্বোচ্চ আইন। প্রকৃতির আইনের পরিপন্থীভাবে প্রণীত পৃথিবীর সকল দেশের আইন বাতিল।

১৪৩। নদ-নদী, খাল-বিল, সমুদ্র, বন, বন্য প্রাণী, পাহাড়-পর্বত, জীব বৈচিত্র্য এ সব কিছু নিয়ে আমাদের ধরিত্রি। কোন মানুষ নদ-নদী, সমুদ্র, বন, বন্যপ্রাণী, সামুদ্রিক প্রানী, পাখি সৃষ্টি করে নাই। আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীর সকল কর্মকান্ড শ্বাশত কাল থেকে প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলে আসছে। কোন মানুষের বানানো নিয়মে এই পৃথিবীর আকাশ বাতাস পানি জলবায়ু এবং পরিবেশ চলে না।

১৪৪। এটি এখন বিশ্বব্যাপী সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে, বায়ুমন্ডল এবং জলবায়ুকে পরিবর্তন করার অধিকার কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাই। অপরদিকে বাংলাদেশ বায়ুমন্ডল এবং জলবায়ু পরিবর্তনের যে কোন প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধের নিমিত্তে অঙ্গীকারবদ্ধ।

*১৪৫। পরিবেশ আইন থাকা সত্ত্বেও মানবজাতি যথেচ্ছাচারভাবে প্রকৃতি তথা **nature** এর সকল স্থাপনাসমূহ ক্ষতিগ্রস্থ করে চলেছে। অথচ মানবজাতির টিকে থাকা পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতি তথা **nature** এর যে সব ধরনের আইনী অধিকার অছে তা স্বীকার করা এবং প্রকৃতি তথা **nature** এর সকল ধরনের আইনি অধিকারসমূহ আমাদের আইনি ব্যবস্থার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা আমাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। শত শত বছর যাবৎ সারা বিশ্বে বিভিন্ন বিশেষ অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠি (**indigenous**) জনগণ প্রকৃতি তথা **nature** কে 'প্রথাগত আইন' (**customary law**) এর অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।*

*১৪৬। নিউটনের তৃতীয় সূত্র হল "**For every action, there is an equal and opposite reaction,**" অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। প্রকৃতিকে যথেচ্ছাভাবে দখল এবং দূষণ করলে প্রকৃতিও ছেড়ে কথা বলবে না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানবজাতির বেআইনী ব্যবহার তথা অন্যায় আচরণের প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি মানবজাতির উপর তাইতো সময়ে সময়ে সুনামী, ঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, ভূমিকম্প এবং ভূমিধ্বসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রদান করে। কেউই <u>বেআইনী ব্যবহার</u> প্রত্যাশা করে না। প্রকৃতিও বেআইনী ব্যবহার আশা করে না। প্রকৃতি মানবজাতির কাছে আইনী ব্যবহার আশা করে এবং প্রকৃতি আইনী ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী। অর্থাৎ প্রকৃতিরও আইনগত অধিকার আছে টিকে থাকার। আমরা যদি প্রকৃতির সাথে বেআইনী আচরণ*

করি তাহলে প্রকৃতিও আমাদের ছেড়ে কথা বলবে না। সে তার রুদ্রমূর্তি দেখাবে যাতে আমাদের মানবজাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

১৪৭। মানবজাতি কর্তৃক প্রণীত আইন মানার কোন বাধ্যবাধকতা বা আবশ্যকতা প্রকৃতির নাই। বরং মানবজাতি অতি অবশ্য প্রকৃতির সকল প্রকার নিয়ম নীতি মেনে চলতে বাধ্য।

১৪৮। সুতরাং আমাদের মনে রাখতে হবে 'অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ হবে না'। আমরা মানবজাতি অপরাধ করব আর প্রকৃতি নিশ্চুপ থাকবে এটা আশা করা যায় না। আমরা মানবজাতি যে পরিমাণ অপরাধ করব প্রকৃতিও আমাদের সে পরিমাণ শাস্তি দিবে। সুতরাং মানবজাতিকে রক্ষা করতে হলে অনতিবিলম্বে প্রকৃতিকে তার যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে তথা তার আইনগত অধিকার প্রদান করতে হবে।

১৪৯। প্রকৃতির আইনগত অধিকার স্বীকার করে আমরা প্রকৃতিকে কোন দয়া করছিনা বরং আমরা মানবজাতি নিজেদের রক্ষা করছি মাত্র। যত দ্রুত প্রকৃতির আইনগত অধিকার ও মর্যাদা দেওয়া হবে ততই মানবজাতির জন্য মঙ্গল।

১৫০। পরিবেশকে বিভিন্ন প্রকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ একটি শক্তিশালী আইনী হাতিয়ার। পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বা যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, সংজ্ঞায়িত করা সম্ভবও নয় যৌক্তিকও নয়; কারণ অনাগত ভবিষ্যতে আদালত কর্তৃক নতুন নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে এবং সংসদ কর্তৃক নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এটি বিস্তারলাভ করবে এবং এ প্রক্রিয়া চলমান থাকবে।

১৫১। পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি রাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তর করা হয় জনসাধারণের প্রয়োজনে। এর মাধ্যমে যে সব সম্পত্তিতে জনগণের স্বার্থ আছে সেসব সম্পত্তির কেবলমাত্র ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ তথা দেখভাল এর দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর বর্তিত হয়। সম্পত্তি হস্তান্তর দ্বারা রাষ্ট্র জনগণের সেই অধিকার পরিত্যক্ত করতে পারবে না- এটি এই নীতির অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য।

১৫২। পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, সমুদ্র, সমুদ্র সৈকত, নদ-নদী, নদীর পাড়, খাল-বিল, হাওর-বাওর, সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, ঝিল, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন এবং বাতাস এর গুরুত্ব মানুষের জন্য তথা মানবজাতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে এসব সম্পদকে ব্যক্তি মালিকানায় প্রদান পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদের পরিপন্থী। পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল, বিল, হাওর, সমুদ্র সৈকত, নদীর পাড়, বন এবং বাতাস প্রকৃতি প্রদত্ত উপহার, প্রকৃতি প্রদত্ত আশির্বাদ। এসবকে অবশ্যই সকলের বাধাহীন ব্যবহারের উপযোগী করতে হবে। এ সকল সম্পত্তি হয় সকলের, নয়তো কারো নয়।

১৫৩। রাষ্ট্র হচ্ছে পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ জীব-বৈচিত্র, সমুদ্র, নদ-নদী, সমুদ্র তীর, নদীর পাড়, খাল- বিল, হাওর-বাওর, ঝিল এবং সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, পাহাড়-পর্বত, বন এবং বন্য প্রাণীর ন্যাস রক্ষক তথা ট্রাষ্টি (Trustee) । এখানে জনগণ হল আমানতকারী এবং রাষ্ট্র হল আমানত গ্রহীতা। রাষ্ট্র কোন অবস্থায়ই জনগণের আমানত খেয়ানত করবে না।

১৫৪। পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, (নদ-নদী, সমুদ্র তীর, নদীর পাড়, খাল-বিল, হাওর-বাওর, ঝিল এবং সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, পাহাড়-পর্বত, বন এবং বন্য প্রাণী ইত্যাদি) সকল কিছু জনগণ কর্তৃক ব্যবহার ও উপভোগ করার জন্য এবং তা প্রকৃতি দ্বারা স্থিরকৃত। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র হল সকল প্রাকৃতিক সম্পদের ট্রাষ্টি (Trustee) বা ন্যাস রক্ষক। ট্রাষ্টি (Trustee) হিসেবে রাষ্ট্রের আইনগত দায়িত্ব হল সকল প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা। যেহেতু প্রাকৃতিক সম্পদ জনগণের ব্যবহারের জন্য স্থিরকৃত সেহেতু এটি ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিবর্তন বা কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা যায় না।

১৫৫। পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ রাষ্ট্রের উপর এরূপ দায়িত্ব অর্পন করে যে, পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি যেন কোনভাবেই ব্যক্তি মালিকানায় প্রদান বা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা না হয়।

১৫৬। পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, উন্মুক্ত জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল, বিল, হাওর, ঝিল, সমুদ্র সৈকত, নদীর পাড়, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন এবং বাতাস সাধারণ জনগণের মুক্ত এবং বাধাহীন ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্র সংরক্ষণ বা ব্যবস্থাপনা করবেন। এখানে রাষ্ট্র অছি বা ন্যাসরক্ষক বা ট্রাষ্টি (trustee) হিসেবে তথা আইনসম্মত রক্ষাকারী বা পরিচালক হিসেবে উক্ত পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, উন্মুক্ত জলাভূমি, বন, পাহাড়-পর্বত, টিলা ও বন্যপ্রাণী ইত্যাদি পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তির রক্ষণ, নিরাপত্তা বিধান এবং উন্নয়ন করবেন। এখানে জনগণ পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি গচ্ছিত প্রদানকারী।

১৫৭। বিনামূল্যে এবং বাধাহীনভাবে জনগণের ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীন পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পদ সংরক্ষিত। আদালতের কর্তব্য হল উক্ত পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তিসমূহ যেন কোন ব্যক্তি কিংবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সরকার কর্তৃক কোনরূপ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা না হয় তার দেখভাল করা।

<u>সংবিধান, পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ এবং নির্বাহী কর্তৃপক্ষের দায়িত্বঃ</u>

১৫৮। *যেহেতু পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ আমাদের সংবিধানের অংশ সেহেতু নির্বাহী কর্তৃপক্ষ পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ অনুসরণ করে তার সকল কার্য করবে। রাষ্ট্র প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার দায়িত্বকে পাশ কাটিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যক্তিগত এবং বাণিজ্যিক ব্যবহারের নিমিত্ত কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন করবে না।*

<u>প্রাকৃতিক সম্পদ তথা পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পদ (Public Trust Property) রক্ষণ এবং সংরক্ষণ সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের আইনগত দায়িত্বঃ</u>

১৫৯। *সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে মনে রাখতে হবে যে, তারা জনগণ কর্তৃক নিয়োগকৃত। আর জনগণ এ নিয়োগ তাকে দিয়েছে সরকারের সহায়তার মাধ্যমে। সুতরাং সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী জনগণের সম্পদের দেখভাল করতে বাধ্য এবং এর কোন ব্যত্যয় ঘটলে জনগণের নিকট কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। জনগণ এ কৈফিয়ত সরকারের মাধ্যমে, আদালতের মাধ্যমে কিংবা সরাসরি আদায় করতে সকল সময়ে অধিকারী।*

<u>পরিবেশ, জলবায়ু এবং প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে উন্নয়ন (Sustainable development)ঃ-</u>

১৬০। দ্রুত উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান চাপ থেকে পানি এবং পানি সম্পর্কিত সম্পদ সমূহের সংরক্ষণ এবং রক্ষা করতে প্রাচীনকাল থেকে পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ পৃথিবীব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, (নদ-নদী, সমুদ্র তীর, নদীর পাড়, খাল- বিল, হাওর-বাওর, ঝিল এবং সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, পাহাড়-পর্বত, বন এবং বন্য প্রাণী) ক্ষতিগ্রস্থ কিংবা ধ্বংস করা যাবে না।

*১৬১। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণে সফলতা কিংবা সামর্থ্যের সাথে আপোষ না করে বর্তমানের প্রয়োজন পূরণার্থে উন্নয়নকে বলা হয় ভারসাম্যযুক্ত উন্নয়ন (**Sustainable development**) তথা প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে উন্নয়ন। আমাদেরকে সকল ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্যযুক্ত উন্নয়ন মতবাদ (**Principle of Sustainable Development**) অনুসরণ করতে হবে এবং উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং পরিবেশ দূষণ এর মধ্যে একটি ভারসাম্য খুঁজে বের করতে হবে।*

১৬৪। *পরিবেশ সংরক্ষণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন উভয়কে একে অন্যের সহমর্মিতার হাত ধরে চলতে হবে। পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা যেন কোনভাবে অর্থনীতি এবং উন্নয়নকে*

বাধাগ্রস্থ না করে, তেমনিভাবে পরিবেশের বিনিময়ে কোন উন্নয়ন নয়। কেবলমাত্র পরিবেশের সঠিক এবং যথাযথ ভারসাম্য ও সুরক্ষা আবশ্যকভাবে নিশ্চিত করেই উন্নয়ন করতে হবে।

১৬৫। পরিবেশ ও উন্নয়নের উপর 'রিও' ঘোষণার নীতি- ১ (Principle-1) মোতাবেক মানবজাতি ভারসাম্যযুক্ত উন্নয়নের কেন্দ্রীয় বিষয়, প্রকৃতির সাথে সংগতি / ভারসাম্য রেখে মানবজাতির স্বাস্থ্যসম্মত এবং সৃষ্টিশীল জীবন পাওয়ার অধিকারী। অপরদিকে 'রিও' ঘোষণার নীতি- ৪ (Principle-4) মোতাবেক ভারসাম্যযুক্ত/ উন্নয়ন অর্জন করতে হলে পরিবেশ রক্ষাকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অত্যাবশ্যকীয় অংশ হিসেবে অবশ্যই গন্য করতে হবে।

১৬৯। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ক-এ বলা হয়েছে "রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।"

১৭০। অর্থাৎ পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি তথা সমুদ্র, সমুদ্রের তীর, নদ-নদী, নদ-নদীর পাড়, খাল-বিল, হাওর-বাওর, নালা, ঝিলসহ সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল নাগরিকের জন্য সংরক্ষিত। এসব সম্পত্তির মালিক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের নাগরিকগণ। নাগরিকের এই মালিকানা সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত এবং সুরক্ষিত।

১৭১। অপরদিকে অনুচ্ছেদ ২১ মোতাবেক 'জাতীয় সম্পত্তি (Public Property) ' রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। অর্থাৎ বাংলাদেশে প্রতিটি নাগরিক জাতীয় সম্পদ রক্ষা করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। 'জাতীয় সম্পত্তি (Public Property) ' এবং পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি (Public Trust Property) সমার্থক। যা জাতীয় সম্পত্তি তাই পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি, আবার যা পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি তাই জাতীয় সম্পত্তি। 'জাতীয় সম্পত্তি (Public Property)' তথা পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি (Public Trust Property) সংশ্লিষ্টতায় সরকার ন্যাস রক্ষক বা ট্রাষ্টি (Trustee), মালিক নয়। 'জাতীয় সম্পত্তি (Public Property) ' তথা পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি (Public Trust Property) এর মালিক জনগণ। 'জাতীয় সম্পত্তি (Public Property) ' তথা পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি (Public Trust Property) সংশ্লিষ্টতায় সরকারের ভূমিকা হল) জনগণের উপকারার্থে ন্যাস রক্ষক বা ট্রাষ্টি (Trustee) স্বরূপ। 'জাতীয় সম্পত্তি (Public Property) ' তথা পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি (Public Trust Property) হল পরিবেশ, জলবায়ু, জলাভূমি তথা সমুদ্র, সমুদ্র সৈকত, নদ-নদী, নদীর পাড়, খাল-বিল, খাল-বিলের পাড়, হাওর, বাওর, ঝিল, নালা, ঝিরি, সকল উন্মুক্ত জলাশয়, পাহাড়, পর্বত, বন, বন্য প্রাণী, বাতাস ইত্যাদিসহ এমন সকল সম্পদ যা প্রকৃতির দান। এসব সম্পত্তি সকলের এবং এসবের উপর প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার। অর্থাৎ এসব সম্পত্তির মালিক বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল নাগরিক।

১৭২। অনুচ্ছেদ ২১ উপ-অনুচ্ছেদ (২) মোতাবেক সকল সময় জনগণের সেবা করার চেষ্টা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। সুতরাং 'জাতীয় সম্পত্তি (Public Property)' বা পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি রক্ষা, সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন জনসেবার অংশ হিসেবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব। অর্থাৎ তাদের অবশ্য কর্তব্য হল 'জাতীয় সম্পত্তি (Public Property)' বা পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি রক্ষণ, সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন।

১৭৩। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১-এ বলা হয়েছে "আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।"

১৭৪। সুতরাং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১ অনুযায়ী কোন ব্যক্তির সম্পত্তির হানি ঘটানো যাবে না। জাতীয় সম্পত্তি তথা পাবলিক ট্রাস্ট সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার কেউ হরণ করতে পারবে না। যখনই কেউ হরণ করবে তখনই নাগরিকগণ তার উক্ত মৌলিক অধিকার আদায় করতে তথা বলবৎ করতে হাইকোর্ট বিভাগে অনুচ্ছেদ ১০২ এর আওতায় রীট পিটিশন দাখিল করার অধিকারী। যখনই জনগণের সম্পত্তি তথা জাতীয় সম্পত্তি তথা পাবলিক ট্রাস্ট সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকানায় কিংবা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হবে তখনই প্রত্যেক নাগরিকের, সকল সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি এবং আদালতের সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হল এসব সম্পত্তি সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করা।

১৭৫। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ক, ২১, ৩১ এবং ৩২ একত্রে পাঠে এটা কাঁচের মত স্পষ্ট যে, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল- বিল, হাওর-বাওর, ঝিল, সমুদ্র সৈকত, নদীর পাড়, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন এবং বাতাস পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তিসমূহ বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল নাগরিকের জন্য সংরক্ষিত। অর্থাৎ উপরিল্লিখিত সম্পত্তিসমূহের উপর জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত।

১৭৬। পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল- বিল, হাওর-বাওর, ঝিল, সমুদ্র সৈকত, নদীর পাড়, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন এবং বাতাস পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তিসমূহের যেকোনটি থেকে কোন নাগরিককে বঞ্চিত করা জনগণের মৌলিক অধিকার তথা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১ ও ৩২ এর পরিপন্থী ।

১৭৭। পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল- বিল, হাওর-বাওর, ঝিল, সমুদ্র সৈকত, নদীর পাড়, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন এবং বাতাস পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তিসমূহ সংক্রান্তে যে কোন অধিকার যেহেতু প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি সেহেতু উক্ত সম্পত্তির হানি ঘটলে তথা বঞ্চিত করা হলে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১ মোতাবেক প্রত্যেক নাগরিক আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী এবং উপরিল্লিখিত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের ১ দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগে মামলা দায়ের করিবার অধিকারী। নাগরিকের এই বলবৎযোগ্য অধিকার সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৪ দ্বারা নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

১৭৮। জনপ্রতিনিধিগণ, সকল সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীর সকল অফিসার এবং সৈনিক, বিচার বিভাগের সকল বিচারকসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য হল এসব জাতীয় সম্পত্তি তথা পাবলিক ট্রাস্ট সম্পত্তিকে ব্যক্তি মালিকানা কিংবা বাণিজ্যিক ব্যবহার হতে রক্ষা করা এবং সকল নাগরিকের সমভাবে ব্যবহারের নিমিত্ত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা।

*১৭৯। সাংবিধানিকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন তথা বেঁচে থাকার অধিকার **(right to life)** সংরক্ষিত। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২-এ বলা হয়েছে যে, "আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।" অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে তার জীবন হতে বঞ্চিত করা যায় না। অপর কথায় বেঁচে থাকার অধিকার **(right to life)** প্রত্যেক ব্যক্তির সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার।*

১৮০। পরিবেশ আইনে জীবন (life) বা প্রাণ-কে এর বিস্তৃত আকারে ব্যাখ্যা প্রদান করে পরিবেশকে এর অন্তর্ভূক্ত করে। এরূপে, প্রয়োজনের তাগিদে পরিবেশ আইনে জীবনের সংজ্ঞাকে বিস্তৃত করা হয়েছে। স্টকহোম ঘোষণার (Stockholm Declaration) এর ১ নং নীতি (Principle-1) মোতাবেক-

> ***"Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life; in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being."***

১৮১। অর্থাৎ জীবন শুধু একটা শরীর এবং তার ভিতর একটি আত্মা নয়। জীবন হল ভালভাবে সম্মানের সাথে সুস্থ সুন্দর উন্নত পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকার।

১৮২। Asian Human Rights Charter (A Peoples' Charter Declared in Kwangju, South Korea on 17 May 1998) এর অনুচ্ছেদ ২.৯-এ বলা হয়েছে যে,

"2.9 Economic development must be sustainable. We must protect the environment against the avarice and depredations of commercial enterprises ***to ensure that the quality of life does not decline just as the gross national product increases.*** *Technology must liberate, not enslave human beings. Natural resources must be used in a manner consistent with our obligation to future generations.* ***We must never forget that we are merely temporary custodians of the resources of nature.*** *Nor should we forget that these resources are given to all human kind, and consequently we have a joint responsibility for their responsible, fair and equitable use."*

১৮৩। প্রকৃতপক্ষে, আমরা মানবজাতি প্রকৃতির অভিভাবক। একজন অভিভাবক যেমনটি তার সন্তানকে রক্ষা ও উন্নত করতে সচেষ্ট থাকে তেমনি মানবজাতিকে প্রকৃতির অভিভাবক হিসেবে এর রক্ষা ও উন্নয়নে সচেষ্ট থাকতে হবে। এটাও দেখতে হবে যে ব্যাপক উন্নয়নের চাপে যার জন্য উন্নয়ন সেই মানবজাতির জীবনের সকল সুখ শান্তি ও সুস্থ পরিবেশ যেন নষ্ট না হয়।

১৮৪। অপরদিকে 'রিও' ঘোষণার ১ নং নীতিটি পর্যালোচনায় এটা কাঁচের মত স্পষ্ট প্রতীয়মান যে জীবন (life) এবং পরিবেশ একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং জীবন শব্দের অর্থ শরীর এবং আত্মা ছাড়াও আরও অনেক বিস্তৃত।

১৮৫। নদ-নদী দূষণ ও দখল হলে নদ-নদী বিলীন হয়ে যাবে। নদ-নদী বিলীন হয়ে গেলে পানি থাকবে না। পানি না থাকলে মৎস্য সম্পদ থাকবে না, কৃষি থাকবে না এবং সাথে সাথে মানুষের পক্ষেও বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না। সহজ ভাষায় পানি না থাকলে জীবন থাকে না। অর্থাৎ ব্যক্তি তাঁর বেঁচে থাকার সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার হারাবে।

১৮৬। সুতরাং এটা বলা যায় যে, দূষন মুক্ত পরিবেশ, সুপেয় পানির নিশ্চয়তা, নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওর, নালা, ঝিল, জলাভূমি, বন, বন্যপ্রাণী, বাতাস, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ভিন্ন মানুষ বাঁচতে পারে না। এসবের কোন একটির অভাব ব্যক্তির বেঁচে থাকার জন্য হুমকি তথা এ সকল ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারবে না। এসব কিছু বেঁচে থাকার অন্যতম শর্ত হেতু এসবের উপর প্রত্যেক নাগরিকের সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত।

১৮৭। পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, সমুদ্র, নদ-নদী, সমুদ্র তীর, নদীর পাড়, খাল- বিল, হাওর-বাওর, ঝিল এবং সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, পাহাড়-পর্বত, বন , বন্য প্রাণী এবং ভালভাবে সম্মানের সুস্থ সুন্দর ও উন্নত পরিবেশ জীবন (life) তথা বেঁচে থাকার (right to life) অন্যতম শর্ত যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২ দ্বারা নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে । সেহেতু পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল- বিল, হাওর-বাওর, ঝিল, সমুদ্র সৈকত, নদীর পাড়, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন এবং বাতাস পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তিসমূহ

ধ্বংসের যে কোন পদক্ষেপ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী তথা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২ ধারার পরিপন্থী।

১৮৮। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২-এ বলা হয়েছে যে, আইনানুযায়ী ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তার জীবন হতে বঞ্চিত করা যাবে না। পরিবেশ দূষণের এবং পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল- বিল, হাওর-বাওর, ঝিল, সমুদ্র সৈকত, নদীর পাড়, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন এবং বাতাস পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তিসমূহের ধ্বংসের কারণে প্রতিনিয়ত নাগরিকের তথা মানুষের জীবন হানি ঘটে চলেছে। সুতরাং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ প্রত্যেক নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। আর স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের প্রয়োজনে প্রত্যেক নাগরিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল- বিল, হাওর-বাওর, ঝিল, সমুদ্র সৈকত, নদীর পাড়, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন এবং বাতাস পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তিসমূহের উপর সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করে।

*১৮৯। পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, জলাভূমি, সমুদ্র, সমুদ্র সৈকত, নদ-নদী, নদীর পাড়, খাল-বিল, হাওর-বাওর, ঝিল, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও উন্নয়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এটা এখন বিশ্বব্যাপী সু-প্রতিষ্ঠিত মতবাদ যা বর্তমানে সকল দেশ কর্তৃক স্বীকৃত। বাংলাদেশ সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১৮ক এবং ২১ সংযোজন করে উক্ত পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ **(Public Trust Doctrine)** কে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১ ও ৩২ মোতাবেক জাতীয় সম্পত্তি তথা জনগণের সম্পত্তি বা পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্তে জনগণের বলবৎযোগ্য অধিকার আছে।*

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮(ক) বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় অবিকল নিম্নে অনুলিখন হলোঃ

"[**১৮ক।** রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, **জলাভূমি,** বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।]"

"[**18A.** The State shall endeavour to protect and improve the environment and to preserve and safeguard the natural resources, biodiversity, **wetlands,** forests and wild life for the present and future citizens.]"

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় **মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাট, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৩৬নং আইন) অবিকল নিম্নে অনুলিখন হলোঃ**

৫। এই আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যতীত, খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার হিসাবে চিহ্নিত জায়গার শ্রেণী

পরিবর্তন করা যাইবে না বা উক্তরূপ জায়গা অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা যাইবে না বা অনুরূপ ব্যবহারের জন্য ভাড়া, ইজারা বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন উদ্যানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় এইরূপে উহার বৃক্ষরাজি নিধনকে উদ্যানটির শ্রেণী পরিবর্তনরূপে গণ্য করা হইবে।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর ধারা ৩৩ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ইত্যাদির প্রতিপালন ৩৩। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ডেভেলপার, অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিল্প ইউনিটসমূহ, অন্যান্য আর্থিক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিদ্যমান পরিবেশ ও পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত সকল আইনের প্রতিপালনসহ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ রক্ষা করিতে বাধ্য থাকিবে।"

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ২২ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

২২। (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যথাযথ অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে, নির্বাহী কমিটির নিকট যদি এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে,

(ক) কোন প্রাকৃতিক বা অন্য কোন কারণে সুপেয় পানির তীব্র সংকট থাকায় সুপেয় পানির উৎস হিসাবে কোন দীঘি, পুকুর বা অনুরূপ কোন জলাধার সংরক্ষণ করা আশু প্রয়োজন, বা

(খ) অতিথি পাখির নিরাপদ অবস্থান, অবাধ বিচরণ এবং অভয়াশ্রম নিশ্চিত করিবার জন্য কোন হাওর, বাঁওর বা অনুরূপ কোন জলাধার সংরক্ষণ করা আশু প্রয়োজন,-

তাহা হইলে নির্বাহী কমিটি, সীমানা নির্ধারণ করিয়া, সুপেয় পানির উৎস হিসাবে সংশ্লিষ্ট জলাধার সংরক্ষণের জন্য উহার মালিক বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সুরক্ষা আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ জলাধারের মৌজা ম্যাপ ও দাগ নম্বর উল্লেখ করিয়া উহার সীমানা নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

(৩) জলাধারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নির্বাহী কমিটি, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, সুরক্ষা আদেশ দ্বারা যেকোন বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ক মোতাবেক বাংলাদেশের সকল জলাভূমি তথা **Wetlands** সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।*

*"তুরাগ নদী" মামলা খ্যাত রীট পিটিশন নং- ১৩৯৮৯/২০১৬। (হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য) [২০১৯ (২৭) বিএলটি (বিশেষ সংখ্যা)-০২ ০১ এবং (২০১৯) ৭ সি.এল.আর, পাতা-৩২৫] মোতাবেক পরিবেশ, জলবায়ু, জলাভূমি, তথা সমুদ্র, সমুদ্র সৈকত, নদ-নদী, নদ-নদীর পাড়, খাল-বিল, হাওর-বাওর, নালা, ঝিল,ঝিরি এবং সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, পাহাড়-পর্বত, বন, বন্যপ্রাণী এবং বাতাস পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি (**Public Trust Property**) তথা জনগণের ন্যাস সম্পত্তি তথা জাতীয় সম্পত্তি (**Public Property**)*

মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাট, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৩৬নং আইন) এর ধারা ৫ মোতাবেক জলাধার হিসাবে চিহ্নিত জায়গার শ্রেণী পরিবর্তন করা যাবে না।

*প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার এবং এর টেকসই ব্যবহারের নিমিত্তে পৃথিবীর প্রথম আন্তরাষ্ট্রীয় বৈশ্বিক চুক্তি "জলাভূমির কনভেনশন" বা "**The Convention of Wetlands**", যা "রামশার কনভেনশন" নামে খ্যাত।*

*"রামশার কনভেনশন" চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাংলাদেশ তাঁর অভ্যন্তরের সকল জলাভূমির (**Wetlands**) তালিকা প্রস্তুত করে উক্ত জলাভূমি সমূহ রামশার কনভেনশনের তালিকাভূক্তকরণ, সংরক্ষণ এবং বিচক্ষণ ব্যবহার (**wise use**) করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট অঙ্গিকারাবদ্ধ।*

*বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর ধারা ৩৩ মোতাবেক বাংলাদেশের সকল পরিবেশ আইন এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত এবং অনুমোদিত পরিবেশগত আন্তর্জাতিক সকল কনভেনশন, প্রটোকল এবং আইন মেনে অর্থনৈতিক অঞ্চল (**Economic Zone**) প্রতিষ্ঠা করতে হবে, কোনভাবেই উপরিল্লিখিত আইনের পরিপন্থীভাবে কোন অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।*

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ২২ মোতাবেক আইনে নির্ধারিত নির্বাহী কমিটি পানির উৎস হিসাবে জলাধার সংরক্ষণ নিমিত্তে সকল জলাধারের সীমানা নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সুরক্ষা আদেশ প্রদান করবেন।

অর্থাৎ সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১৮ক, অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০, তুরাগ নদীর রায় এবং রামশার কনভেনশন মোতাবেক প্রকৃতি, পরিবেশ, জলবায়ু, জলাভূমি, সমুদ্র, সমুদ্র সৈকত, নদ-নদী, নদ-নদীর পাড়, খাল-বিল, হাওড়, বাওড়, নালা, ঝিল, ঝিরি, সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, পাহাড়-পর্বত, বন, বন্যপ্রাণী এবং বাতাস দূষণ করে, ক্ষতিগ্রস্ত করে কোন উন্নয়ন প্রকল্প, শিল্পাঞ্চল এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

*এটি এখন সর্বজন স্বীকৃত যে, **Fresh Water** বা সুপেয় পানি বা পানযোগ্য পানি বা নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার কার্যোপযোগী পানি, ফসলাদি উৎপাদনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পানি তেলের চেয়েও মূল্যবান। কারণ জ্বালানী*

*তেল বা জীবাশ্ম, জ্বালানী (**Fossil Fuel**)ছাড়া মানবজাতি চলতে পারবে। কিন্তু **Fresh Water** বা সুপেয় পানি বা পানযোগ্য পানি বা নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার কার্যোপযোগী পানি ছাড়া মানবজাতি, প্রাণীকুল, জীবজগৎ একমুহূর্ত চলতে পারবে না।*

*বর্তমানে জীবাশ্ম, জ্বালানী (**Fossil Fuel**)কে জলবায়ুর জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর মর্মে চিহ্নিত করা হয়েছে। উন্নত বিশ্ব জীবাশ্ম, জ্বালানী (**Fossil Fuel**) ব্যবহার বন্ধ করে বিকল্প জ্বালানী হিসেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানী (**Renewable Energy**) উৎপাদনে নিজেদের আত্মনিয়োগ করছেন।*

*সৌদিআরব যদি তেলের খনির অধিকারী হয়ে থাকে বাংলাদেশ তার থেকেও মূল্যবান **Fresh Water** বা সুপেয় পানি বা পানযোগ্য পানি বা নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার কার্যোপযোগী পানি, ফসলাদি উৎপাদনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পানির অধিকারী। অতি নিকট সময়ের মধ্যে এক গ্যালন তেলের থেকে দশগুন বেশী দাম দিয়ে কিনতে হবে **Fresh Water** বা সুপেয় পানি বা পানযোগ্য পানি বা নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার কার্যোপযোগী পানি, ফসলাদি উৎপাদনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পানি।*

*এটা সকলকে মনে রাখতে হবে যে, যেকোন একটি অঞ্চলের সবচেয়ে বেশী মূল্যবান সম্পত্তি হল উক্ত এলাকায় অবস্থিত **Fresh Water** বা সুপেয় পানি বা পানযোগ্য পানি বা নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার উপযোগী পানি, ফসলাদি উৎপাদনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পানি। সুতরাং কোন ভাবেই **Fresh Water** বা সুপেয় পানি যা পানযোগ্য পানি বা নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার উপযোগী পানি বা ফসল উৎপাদনের পানির ক্ষতি করে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা নয়।*

প্রকৃতি, পরিবেশ এবং প্রতিবেশের ক্ষতি করে কোন উন্নয়নই স্থায়ী হয়না। বরং প্রকৃতি, পরিবেশ ও প্রতিবেশের রক্ষণ, সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের মাধ্যমে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তা দীর্ঘমেয়াদী সাম্য, সম্প্রীতি এবং শান্তি আনয়ন করে।

একটি সম্প্রদায়কে, একটি জাতিকে, একটি গোষ্ঠীকে, একটি সংখ্যালঘু ধর্মীয় মতাবলম্বীকে, অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী পক্ষ বা গোষ্ঠি কর্তৃক নির্মূল বা ধ্বংস বা হত্যা করা জেনোসাইড। অপরদিকে 'ইকোসাইড' হলো জীব বৈচিত্র, প্রাণী জগত, পাখি, গাছপালাসহ যে কোন প্রাণকে হত্যা করা। পরিবেশের ধ্বংস মূলত বেশি সংঘটিত হয় মানুষে মানুষে হানাহানির কারণে। আধুনিক উদাহরণ ইরাক, সিরিয়া এবং আফগানিস্তানের যুদ্ধ। প্রতিটি যুদ্ধই মানুষ হত্যার সাথে সাথে গাছ-পালা, প্রাণী এবং জীব বৈচিত্র পরিবেশ প্রতিবেশ ধ্বংস করে।

বর্তমানে পরিবেশ এবং জলবায়ুর উপর আঘাতকে ইকোসাইড (ECOCID) হিসেবে আইনে অন্তর্ভূক্তের বিশ্বব্যাপী আন্দোলন এবং দাবী চলমান। "ইকোসাইড" ধারনাটি প্রথম ব্যবহার হয় ১৯৭০ সালে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আর্মি কর্তৃক "Agent orange" ব্যবহারের মাধ্যমে ভিয়েতনামের বনাঞ্চল ধ্বংস এবং বনাঞ্চলে বসবাসরত মানুষদের গণহারে নিধন তথা হত্যাকান্ড কর্মকে "ইকোসাইড" হিসেবে ঘোষণার নিমিত্তে এই Concept বা ধারণার প্রথম ব্যবহার করা হয়। তারপর থেকে সারা বিশ্বের সকল পরিবেশবাদী এবং আনইজীবীরা এই "ইকোসাইড" (ECOCID) ধারণাকে আইনে রূপান্তরের নিরন্তর সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলাকালীন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী কর্তৃক "Agent Orange" কে প্রফেসর আর্থার গালস্টন (Prof. Arthor Galston) বলেছেন যে, "The destruction by defoliants of mangroves lining the estu aries of South Vietnam eliminates 'one of the most important ecolocial niches for the completon of the life cycle of certain shellfish and migratory fish.' This development could affect the health and welfare of South Vietnamese who depend heavily on such marine life for protein."

*আইনের অধ্যাপক **Itarry W. Peffigreul** ইকোসাইডের ধারণাটি গ্রহণ করেন এবং ১৯৭১ সালে তার এক প্রবন্ধে "**A Constitutional right of freedom from Ecocide**' বিষয়টি নিয়ে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে বলেন যে, আমেরিকার সংবিধানের নবম সংশোধনী ইকোসাইডের অস্থিত্বকে সমর্থন করে।*

*অতঃপর **UN Law Commision** এর নিকট ২০১০ সালে রোম **Statute** সংশোধন করে "**ecocide**" সংযুক্ত করার জন্য স্কটিশ ব্যারিস্টার এবং পরিবেশবাদী একটি **proposal** উপস্থাপন করেন।*

*ফলশ্রুতিতে ২০১০ সালে **Scotish** আইনজীবী **Poll Higging** "ইকোসাইড"-কে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য "শান্তির বিপক্ষে অপরাধ" নামে একটি আন্দোলন শুরু করেন। তার অভূতপূর্ব ক্যারিসমাটিক বক্তব্যের কারণে বিষয়টি সারা বিশ্বের প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া লুফে নেয় এবং বিশ্বও এটি নিয়ে ভাবতে শুরু করে। তিনি দুটি বই লেখেন।*

*২০১৫ সালে প্রফেসর **laurent Neyret** এর নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের আন্তর্জাতিক আইনজীবীদের একটি টীম তৎকালীন মার্কিন প্রসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের **Minister of Justice christiane Taubira** এর নিকট "**From ecocdimes to ecocide**" শিরোনামে একটি রিপোর্ট দাখিল করে। এটিতে ৩৫টি দেশ প্রস্তাব পেশ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ অপরাধীদের সাজা প্রদান করতে। ঐ রিপোর্টে ইকোসাইড এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, **Rome Statute, 1991** এ শুরুতে **Ecocide** অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বিরোধীতার কারণে বাদ পড়ে।*

*সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭৩ সালে পৃথিবীর প্রথম যুদ্ধাপরাধ আইন তথা **The International Crime (Tribunal) Act, 1973** প্রণয়ন করেন। অপরদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন তথা **The Rome Statute of the***

International Criminal Court International Criminal Court Statute of the Rome Statute *চুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত* ***(International Criminal Court)*** *প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৭ই জুলাই ১৯৯৮ তারিখে ইতালির রোম শহরে ডিপলোমেটিক সম্মেলনে। ১লা জুলাই ২০০২ তারিখ হতে এটি বলবৎ হয়। এইকভাবে পৃথিবীর প্রথম ইকোসাইড আইনটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার প্রণয়ন করবেন বলে আমাদের আশা।*

Ecoside alliance *তথা* ***International Parliamentary Alliance for the recognition of ecoside*** *যেটি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের গ্রীন মেম্বার* ***"Marie Toussaint"*** *এর উদ্যোগে এই* ***alliance*** *টির উদ্দেশ্য একটি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি নেটওর্য়াক প্রতিষ্ঠা করা যারা একসাথে কাজ করতে ইচ্ছুক, জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইকোসাইড রিকগনাইজেশনের লক্ষ্যে একসাথে কাজ করতে ইচ্ছুক। তাদের মূল বক্তব্য এবং খোলা চিঠি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ*

"Facing the destruction of Eco System, Climate change and the mass extinction biodiverstion, it is trying to priminalise those who threatened the planet and our rights."

"We, parliamentarians from all over the planet, unite in an internation alliane for the recognization of the crime of Ecoside."

OPEN LETTER

In view of the Nineteenth session of the Assembly of States Parties of the Statute of Rome, from 14 to 23 December, the Members of the Ecocide Alliance wrote an open letter to all Foreign Affairs Ministers of the States Parties, asking them to work together to achieve urgently the formal recognition of the crime of ecocide.

Dear Honourable Ministers,

After months of discussions, you will shortly be voting for a new Prosecutor of the International Criminal Court. This is a crucial opportunity to push for a reform of the Court, including to allow the international community to stand up against the crimes which endanger life on the planet.

In 1998, the Statute of Rome introduced crucial international cooperation into the process of investigating the most important crimes committed on our planet. At the time, recognition of ecocide was discussed, but did not make the final cut : the Court has jurisdiction in cases of "widespread, long-term and severe damage to the natural environment", although only in times of war (Rome Statute, Art. 8). We now know that the most severe crimes against the environment do not only happen during war, and that the ecological crisis has now reached a critical stage which imposes us to entirely rethink our legal framework, our international cooperation and agreements.

The current prosecutor, Ms. Fatou Bensouda, has taken a first step. In 2016, she published a "Policy paper on case selection and prioritisation", announcing that certain environmental crimes relating to the "illegal exploitation of natural resources", and "land grabbing or the destruction of the environment" would be taken into her office's scope of action. That was an important milestone but we need to go one step further: we need to formally recognize ecocide.

As members of the International parliamentary alliance for the recognition of ecocide, we call on you to appoint a prosecutor who will advocate for the investigation of the most severe environmental crimes, and the prosecution of those who commit them, even when they are committed during peace times.

Yet, howewer courageous the ICC Prosecutor will be, she or he can do nothing more without the support of the States. It is therefore your responsibility to work together to achieve the formal recognition of ecocide within the Statute of Rome. Ecocide is now being discussed in more and more countries : in Belgium, Sweden, France, the Netherlands, and the Republics of Vanuatu and the Maldives officially requested an ecocide amendment to the Roma Statute last year. The whole international community must now engage with this discussion.

Time is running out. We need you to act with urgency, we need you to be clear-headed, we need you to be bold.

We therefore ask that, by next year, the necessary amendments to the Statute of Rome will be considered and the Assembly given the opportunity to respond to the ecological challenge of our time by recognising ecocide.

We thank you in advance for your consideration.

Yours sincerely,

Rodrigo AGOSTINHO, deputy at the Federal Assembly (Câmara Federal) of Brazil

D**Rebecka LE MOINE**, Member of the Swedish Parliament

Lindsey SCHROMEN-WAWRIN, City Councilmember in Port Angeles, Washington State, United States

Samuel COGOLATI, Belgian Federal Deputy

Caroline LUCAS, Member of the British Parliament

Marie TOUSSAINT, Members of the European Parliament

Eufemia CULLAMAT, Member of the Philippine House of Representatives

Senator Janet RICE, Australian Senator

Inés SABANÉS, Spanish Deputy

Senator Larissa WATERS, Australian Senator

পরিবেশের অপর নাম শান্তি। পরিবেশ সম্মত শাসন ব্যবস্থা তথা পরিবেশকে সুরক্ষাকারী শাসন ব্যবস্থা যেমনি বিবাদ ও বিরোধ কমিয়ে আনে তেমনি স্থানীয় ও বৈশ্বিক নিরাপত্তাও নিশ্চিত করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ সরকার আজ থেকে ২৩ বৎসর পূর্বে ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে পাহাড়ে শান্তি এনে উক্ত অঞ্চলকে নিরাপদ করেছেন তেমনি পাহাড়ের পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। এটি একটি বিরল নজীর।

ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার [Internationl Union for Consevation of Nature (IUCN)] তার ভিশন "A just world that values and conserves nature" এবং মিশন "Influence, Encourage and assist soceities to conserve the integrity and diversity of nature and ensure that any use of natural resources is equitable and ecologically sustainable." নির্ধারণ করে পরিবেশ এবং শান্তিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে যা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

> ***"Environment and Peace***
>
> *The IUCN CEESP Environment and Peace Theme focuses on the integration of natural resource management in conflict prevention, mitigation, resolution and recovery to build resilience in communities affected by conflict.*
>
> ***Environment and peace are cross-cutting and relevant in all areas of conservation, sustainable development and security.***

The theme is constituted on the understanding that buildig more effective environmental governance and policy can reduce conflict and ensure security from local to global levels. By reducing convlict and conflict potential and by strengthening environmental security we lay the ground for enduring social and environmental sustainability.

As in international expert and volunteer driven network, the theme provides a platform for practitioners all around the world to share information, collaborate and innovate across the field. We bring together leading scientific and local knowledge, aimed at addressing social conflicts around conservation, resource use and actitities that damage environments and ecosystems.

Main Areas of Work

The Theme on Environment and Peace seeks to strengthen the IUCN's work in the following five areas:

1. SOCIAL CONFLICTS & PEACE

* *We address social conflicts and peace through inclusion, diversity, access, just conservation.*
* *Transforming natural resource-based social conflicts (i.e. regarding access to and competing interests)*
* *Transforming social conflicts involving indigenous peoples and local communities (i.e. impacts of conservation)*
* *Transforming identity-based conflicts that relate to environment, natural resources or conservation*

2. SECURITY & PEACE

* *Security is encouraged through relilience, livelihoods and access to resources*
* *Natural resource security in situations of conflict*

* *Livelihood and economic security of vulnerable communities affected by the impacts of humans on the environment (i.e. development, extraction)*
* *Building relilience of communities affected by (environmental) conflict*

3. ECOLOGICAL CONFLICTS & PEACE

* *Through advocating coexistence, rule of law, monitoring and appropriate use of techology in conservation practice*

* *Transforming human-wildlife interactions*
* *Transforming unsustainable human activities: development, extraction, poaching, endangerment of species, climate, change, etc.*

4. PEACEBUILDING

* *Culture of Ethic of Peace and the Environment*
* *Activities and strategies*

5. CONFLICT RESOLUTION

* *Rights-based approaches to conservation*
* *Conflict prevention and transformation*
* *Disaster Risk Reduction*
* *Addresssing wildlife trade and biodiversity threats-CITES/Wildlife Wars/Ecocide*

We achieve this by:

* *Promoting the prevention, management and resolution of social conflict as a key requirement for conservation and management of ecosystems*
* *Supporting action that reduces conflict and strengthens security through collaborating with the IUCN secretariat, members and commissions and oter partner organizations*

* *supporting the establishment of inclusive multi-stakeholder platforms, including experts in conflict management and prevention; bringing together scientific and local knowledge, aimed at addressing social conflicts around conservation, resource use and activities that damage environments and ecosystems*
* *Sharing and contributing knowledge to increase understanding on environmental policies and action that reduce conflict and improve security*"

আমরা মানব জাতি এ পৃথিবীর অতিথি মাত্র। আমরা সকল মানব জাতি কিছু সময়ের জন্য এ পৃথিবীতে অবস্থান করার নিমিত্তে এসেছি এবং প্রত্যেককে খুবই স্বল্প এবং নির্দিষ্ট সময় পর এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতেই হবে। সুতরাং অতিথি হিসেবে আমরা পৃথিবীর নিয়ম কানুন মেনে চলতে বাধ্য। এমনভাবে আমাদের চলতে হবে যেন পৃথিবী অর্থাৎ প্রকৃতির কোন নিয়ম কানুন এর বিপরীতে আমাদের অবস্থান না হয়। সর্বোপরি, আমাদের চলাচল হবে প্রকৃত অতিথির মত। অতিথি যেমনটি আত্মীয়ের বাড়ীতে সতর্কতা এবং সাবধানে চলাচল করে তেমনি আমাদেরকেও তথা মানব জাতিকে আমাদের এই পরম আত্মীয় পৃথিবীতে সাবধানে এবং সতর্কতার সহিত চলাফেরা করতে হবে। এটিই প্রকৃতির নিয়ম।

আমাদের দেশকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের পরিবেশবান্ধব উন্নত দেশ হিসেবে তৈরী করতে হলে নিম্মোক্ত বিষয়গুলোর উপর দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী বলে আমরা মনে করি।

১। নবায়নযোগ্য জ্বালানী আইণ প্রণয়ন;

২। নবায়নযোগ্য জ্বালানী মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা;

৩। জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানী কমিশন গঠন;

৪। জার্মানির নীতি অনুসরণ পূর্বক বাংলাদেশকে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানী নির্ভর রাষ্ট্রে পরিণত করার মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

৫। *রীট পিটিশন নং- ৩৫০৩/২০০৯ এবং রীট পিটিশন নং- ১৩৯৮৯/২০১৬ এর রায় দ্রুত বাস্তবায়ন।*

৬। *"সাইকেল লেন ছাড়া কোন সড়ক নয়" নীতি অবলম্বন করে ঢাকাসহ বাংলাদেশের সকল সড়ক ও মহাসড়কে বাধ্যতামূলকভাবে পৃথক বাইসাইকেল লেন এবং সাইকেল স্ট্যান্ড নির্মাণ;*

৭। *বাংলাদেশের সকল নদ-নদী এবং খালের উভয় পাড়ে পার্ক স্থাপন, হাটার পথ এবং বাইসাইকেলের জন্য পৃথক লেন করা;*

৮। *বাংলাদেশকে নেদারল্যান্ডস এর মত বাইসাইকেলের দেশ হিসেবে তৈরী করার দীর্ঘমেয়াদী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা;*

৯। *বাংলাদেশের সকল বিল, হাওর-বাওর, নালা, ঝিল, ঝিরিসহ সকল জলাভূমির চতুরপার্শ্বে সুরক্ষা বেস্টনি দিয়ে পায়ে চলার পথ তৈরী করা;*

১০। *প্লাস্টিক ব্যাগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে ১২০০ বৎসর পুরনো জাপানের ঐতিহ্যবাহী ফুরসকি কাপড়ের ব্যাগ* ***(Furoshiki Cloth)*** *তথা বাজার করার ব্যাগ তথা মোড়ানো কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহারের প্রচলন করা;*

১১। *সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইকোসেন্ট্রিক* ***(ecocentric)*** *তথা প্রকৃতি কেন্দ্রিক পন্থা অবলম্বন গ্রহণ করা।*

১২। *ইকোসাইড* ***(ECOCID)*** *কে* ***The International Crime (Tribunal) Act, 1973*** *এর ধারা ৩ এর অন্তর্ভূক্তকরণ।*

১৩। *"বাংলাদেশে সকল জাতীয় পার্কে", জাতীয় উদ্যান-কে পৃথক ব্যবস্থাপনা, রক্ষণ, সংরক্ষণ এবং পরিচালনার নিমিত্তে পৃথক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে আমেরিকার জাতীয় উদ্যানের আদলে বিশেষ করে ইয়োসমেটিক ন্যাশনাল পার্ক* ***(yosemite National part)*** *এর আদলে তৈরি করা।*

১৪। বাংলাদেশ্থ ইউনেস্কো বিশ্ব ঐহিত্য (UNESCO World Heritage) সমূহ (সুন্দরবন, বাগেরহাটের ঐতিহাসিক মসজিদ শহর এবং পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার) বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে রক্ষণ, সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে পৃথক কর্তৃপক্ষ তথা "বাংলাদেশ্থ ইউনেস্কো বিশ্ব ঐহিত্য (UNESCO World Heritage) সুন্দরবন, বাগেরহাটের ঐতিহাসিক মসজিদ শহর এবং পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার রক্ষণ, সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন কর্তপক্ষ" প্রতিষ্ঠা করা।

যেহেতু পৃথীবির উপরিভাগের ৭১% পানি দ্বারা আবৃত থাকলেও উহার মাত্র ৩% Fresh Water তথা ব্যবহারযোগ্য পানি; যেহেতু পৃথীবির ৯৭% পানি সমুদ্রের যা লবনাক্ততার কারণে যেমনি পানযোগ্য নয় তেমনি ফসল উৎপাদনেও ব্যবহারযোগ্য নয়। যেহেতু পৃথীবির ৩% Fresh Water তথা ব্যবহারযোগ্য পানির মধ্য হতে ২.৫% পানি মাটি, বায়ুমন্ডল, গ্লাসিয়ার (Glaciers) এবং পোলার আইস ক্যাপ (polar ice caps)-এ আবদ্দ থাকার কারণে, চরম দূষিত থাকার কারণে এবং মাটির অনেক গভীরে থাকার কারণে ব্যবহার করা সম্ভব নয়; যেহেতু পৃথীবির ৩% Fresh Water তথা ব্যবহারযোগ্য পানির মধ্য হতে মাত্র ০.৫% সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জীবনধারন ও ব্যবহারের জন্য, সমগ্র পৃথিবীর প্রাণীকুলের বেঁচে থাকার জন্য এবং সমগ্র পৃথিবীর শাক, সবজি এবং ফল উৎপাদনের জন্য মজুদ আছে। যেহেতু পৃথিবীর জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাক না কেন এবং প্রাণীকুল ও ফসলাদির উৎপাদন যতই বাড়ানো হোক না কেন Fresh Water তথা ব্যবহারযোগ্য পানি ঐ ০.৫% নির্ধারিত; এবং যেহেতু ০.৫% এর উপর Fresh Water তথা ব্যবহারযোগ্য পানি বাড়ানোর কোন উপায় নাই এবং যেহেতু এই ০.৫% Fresh Water তথা ব্যবহারযোগ্য পানি নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, পুকুর-দীঘি, মাটির নীচে (Ground Water) এবং সকল প্রকার জলাভূমি (Wetlands) এ অবস্থিত; এবং যেহেতু Fresh Water তথা ব্যবহারযোগ্য পানির উপরিল্লিখিত ০.৫% যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং এর সর্বোত্তম ব্যবহার মানব জাতির জন্য একান্ত অপরিহার্য এবং সেহেতু সকল জলাভূমি (Wetlands) সংরক্ষণ করা আমাদের সকলের বেঁচে থাকার জন্য একান্ত অপরিহার্য; এবং যেহেতু ২০০৯ সাল থেকে অদ্য পর্যন্ত সোনারগাঁও উপজেলা প্রশাসনের সকল চিঠিপত্র, পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল চিঠিপত্র, হাইকোর্ট বিভাগের সকল আদেশ, আদালত অবমাননা মামলার আদেশ এবং

আপীল বিভাগের আদেশ সমূহ পর্যালোচনায় এটি দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, ১১ এবং ১২ নং প্রতিপক্ষ সোনারগাঁও উপজেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং আদালতের আদেশ নির্দেশ সত্ত্বেও সোনারগাঁও উপজেলাস্থ পিরোজপুর ইউনিয়নের পিরোজপুর, জৈনপুর, চরহিস্যা, চর ভবনাথপুর, ভাটিয়াবান্দা এবং রতনপুর মৌজার কৃষি জমি, নিচু জমি এবং জলাভূমি (Wetlands) বেআইনীভাবে তথা বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর ধারা ৩৩ এর পরিপন্থী ভাবে এবং ভঙ্গ করে বালু দিয়ে ভরাট করে দখল করেছেন; সেহেতু, অত্র রুলটি চুড়ান্ত যোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি বিনা খরচায় চুড়ান্ত করা হলো।

সোনারগাঁও ইউনিক প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (১১নং প্রতিপক্ষ) এবং ১২নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক নারায়নগঞ্জ জেলাধীন সোনারগাঁও উপজেলাস্থ পিরোজপুর ইউনিয়নের পিরোজপুর, জৈনপুর, চরহিস্যা, চরভবনাথপুর, ভাটিয়াবান্দা এবং রতনপুর মৌজার কৃষিজমি, নীচুজমি এবং জলাভূমি অবৈধভাবে এবং বেআইনীভাবে বালু দিয়ে ভরাট কার্যে বাধা দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবাদী পক্ষগণের "নিষ্ক্রিয়তা" আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় উক্ত নিষ্ক্রিয়তা অবৈধ মর্মে ঘোষণা করা হল এবং সোনারগাঁও ইউনিক প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (১১নং প্রতিপক্ষ) ও ১২নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক নারায়নগঞ্জ জেলাধীন সোনারগাঁও উপজেলাস্থ পিরোজপুর ইউনিয়নের পিরোজপুর, জৈনপুর, চরহিস্যা, চরভবনাথপুর, ভাটিয়াবান্দা এবং রতনপুর মৌজার বেআইনীভাবে তথা বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর ধারা ৩৩ এর পরিপন্থী ভাবে এবং ভঙ্গ করে বালু দিয়ে ভরাটকৃত কৃষিজমি, নীচুজমি এবং জলাভূমি ১১ এবং ১২নং প্রতিপক্ষের খরচে পুনরুদ্ধার করা আইনানুসারে প্রতিবাদীপক্ষগণের করণীয় কার্য হেতু উক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। **আমরা, অতঃপর, নিম্নেবর্ণিত আদেশ এবং নির্দেশনাসমূহ প্রদান করলামঃ**

১। যেহেতু বাংলাদেশ "রামশার কনভেনশন" *(Ramsar Convention)* বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করেছে সেহেতু উক্ত অঙ্গীকার এবং চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দ্রুত জাতীয় নীতিমালা গ্রহণ

করে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ ১-১০নং প্রতিপক্ষগণের আইনগত দায়িত্ব ও কর্তব্য।

২। ***'তুরাগ নদী'* রায় মোতাবেক সকল জলাভূমি** (Wetlands) **পাবলিক ট্রাস্ট প্রপার্টি (Public Trust Property) তথা জনগণের ন্যাস সম্পত্তি তথা জাতীয় সম্পত্তি।**

৩। সকল জলাভূমির (Wetlands) সুরক্ষা, উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে অনতিবিলম্বে পৃথক মন্ত্রণালয় তথা "জলাভূমি মন্ত্রণালয় (Ministry of Wetlands)" সৃষ্টি করা।

৪। "জলাভূমি (Wetlands) সুরক্ষা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন" দ্রুত প্রণয়ন করা।

৫। **১১** এবং **১২**নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক নারায়নগঞ্জ জেলাধীন সোনারগাঁও উপজেলাস্থ পিরোজপুর ইউনিয়নের পিরোজপুর, জৈনপুর, চরহিস্যা, চরভবনাথপুর, ভাটিয়াবান্দা এবং রতনপুর মৌজার কৃষিজমি, নীচুজমি এবং জলাভূমি কি পরিমাণ দখল এবং বালু দিয়ে ভারট করা হয়েছে তার পরিমাণ এবং ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করার জন্য যৌথভাবে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। এখানে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় নির্ধারণ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৬। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্ত হওয়ার পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং স্থানীয় প্রশাসনের তদন্ত সমাপন্তে সোনারগাঁ থানাধীন আলোচ্য ০৬ (ছয়)টি মৌজার বালুদ্বারা ভরাটকৃত কৃষিভূমি, নীচুভূমি এবং জলাভূমি **১১** এবং **১২**নং প্রতিপক্ষের খরচে পুনরুদ্ধার করে পূর্বাবস্থায় ফেরত আনার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

৭। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্ত হওয়ার পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক **১১** এবং **১২**নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক বালুদ্বারা জনগনের কৃষিভূমি ভরাটের বিষয়ে তদন্ত করে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করে তাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ **১১** এবং **১২**নং

প্রতিপক্ষ হতে আদায় করে দেওয়ার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

৮। অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর ধারা ৩৩ এর বিধান মতে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার আবেদন করতে ইচ্ছুক হলে আবেদন পত্রের সাথে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনাপত্তি পত্র সংযুক্তকরণ বাধ্যতামূলক।

৯। ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রণয়নের ক্ষেত্রে এসপিএ, আরআর এসও সেটেলাইটের সাহায্যে আরএস /জিআইএস উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল জলাভূমি (Wetlands) এর ভৌগলিক অবস্থান নির্ণয় এবং জীব বৈচিত্র বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক সকল ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলার ম্যাপ প্রস্তুত করতঃ সংশ্লিষ্ট স্ব স্ব দপ্তর সকল নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত স্থানে বিলবোর্ড আকারে প্রদর্শন করবে এবং যেকোন নাগরিকের আবেদনের ভিত্তিতে নির্ধারিত ফিসের বিনিময়ে যেন উক্ত ডাটাবেজ বা ম্যাপ সংগ্রহ করতে পারে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উপজেলা এবং জেলা প্রশাসন এর কার্যালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১০। বাংলাদেশের সকল সরকারী বেসরকারী স্কুল, স্কুল এন্ড কলেজ, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী বেসরকারী সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণিতে এবং বিভাগে প্রতি দুই মাস অন্তর একদিন এক ঘন্টার একটি জলাভূমির (Wetlands) প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা, রক্ষা, দূষণ সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্লাস পরিচালনা এবং এতদ্‌বিষয়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্দেশ মোতাবেক ক্লাস নিচ্ছে কিনা তা তদারকী করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

১১। দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা এবং জেলায় প্রতি তিন মাস অন্তর একদিন দিনব্যাপী জলাভূমি (Wetlands) এর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক র‍্যালি, চিত্র প্রদর্শনী ও বিভিন্ন প্রকার প্রতিযোগীতা, আলোচনা এবং সেমিনার করার

জন্য সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলার চেয়ারম্যান, পৌর মেয়র এবং জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রীট মোকদ্দমাটি একটি **চলমান আদেশ *(Continuing Mandamus)*** হিসেবে অব্যাহত থাকবে।

দরখাস্তকারী বাংলাদেশ পরিবেশ আইন সমিতি (বেলা) Bangladesh Environmental Lawyers Association (BELA)-কে জলাভূমি রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হলো।

জলাভূমি (Wetlands) এবং পরিবেশ রক্ষায় সকল প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া যে ব্যাপক প্রচারণা এবং সোচ্চার ভূমিকা পালন করে চলেছে তাঁদের সকলকে অভিনন্দন।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি বাংলাদেশের সকল পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের চেয়ারম্যান বরাবরে ই-মেইলে প্রেরণের জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি Judicial Administration Training Institute (JATI) তে ই-মেইলে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায়ের একটি কপি আইন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়কে ই-মেইলে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি সকল প্রতিবাদী পক্ষগণকে, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, নদী রক্ষা কমিশন, সকল জাতীয় সংসদ সদস্য, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পৌর মেয়র, সকল উপজেলা চেয়ারম্যান, সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে দ্রুত ই-মেইলের মাধ্যমে অবহিত করা হউক।

অত্র রায়ের একটি অনুলিপি সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণের নিমিত্তে প্রেরণ করা হোক, যাতে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত

উদ্যোগে বাংলাদেশের সকল জলাভূমি (Wetlands) রক্ষায় জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে পারেন। অত্র রায়ের সহি মহরী অনুলিপি অতি সত্তর বই আকারে বাঁধাই করে রেজিস্ট্রার জেনারেল স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্মুখে পেশ করবেন।

পুনশ্চঃ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যিনি ডি এল রায় নামে পরিচিত তাঁর প্রাণ আকুল করা অসম্ভব চমৎকার বাণী ও মনকাড়া সুরের কালজয়ী "ধনধান্য পুস্পভরা" গানটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক-সকল দেশের সেরা;
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে-দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানি সে যে-আমার জন্মভুমি।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা।
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে!
তারা পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখির ডাকে জেগে;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানি সে যে-আমার জন্মভুমি।

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়!
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মিশে!
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে!
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানি সে যে-আমার জন্মভুমি।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি;

গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে

তারা, ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে;

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,

সকল দেশের রানি সে যে-আমার জন্মভুমি।

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ!

-ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,

আমার এই দেশেতে জন্ম-যেন এই দেশেতে মরি-

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,

সকল দেশের রানি সে যে-আমার জন্মভূমি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এর উপরিল্লিখিত গানটির কথার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে আসুন আমরা সকলে মিলে আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমিকে পরিবেশবান্ধব উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলি।

বিচারপতি রাজিক আল জলিল

আমি একমত